বিশ বছর আগে

সামাজিক নাটক

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

যাঁরা যে ভাবে সাহায্য করেছেন

মহাশয় অমর নাথ ঘোষ
এবং
শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ
} আমাকে সাহায্য করেছেন—উৎসাহ, উপদেশ, সুযোগ-সুবিধা আর স্নেহ দিয়ে।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—এই নাটকের আরম্ভ ও শেষ বলে দিয়ে, এবং শেষের দিকে লেখনী চালনা ক'রে।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—নাটকের সুষ্ঠু পরিচালনা করে, এবং রস সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ দিয়ে।

শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র—"তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে" গানখানি রচনা ক'রে।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাস—পট-ভূমিকায় অসামান্ত রূপদান ক'রে।

শ্রীযুক্ত অনিল বাগ্চী—গানগুলিতে অপরূপ সুর সংযোগ ক'রে।

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী—নাটকের প্রচ্ছদখানি এঁকে দিয়ে।

রঙমহলের সমস্ত নটনটী
যন্ত্রীসঙ্ঘ ও মঞ্চমায়াকরগণ
} এই নাটকের সুন্দর অভিনয়, আবহসঙ্গীত ও নেপথ্যে ব্যবস্থাপনার জন্য।

আজ এই পুস্তক প্রকাশের পুণ্য মুহূর্ত্তে আমি এঁদের সকলের সাহায্য ও সহানুভূতির কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

যাঁরা এই নাটক অভিনয় ক'রবেন

কোলকাতার বাইরে এই নাটক যাঁরা অভিনয় ক'রবেন—তাঁদের সুযোগ সুবিধার জন্য আমার মতে নিম্নলিখিত পন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। এইভাবে ভাগ ক'রে নিলে নাটকের অঙ্গহানি হবে না এবং গল্পের গতিও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

১। প্রতি দৃশ্যের শেষে দু'চার মিনিটের জন্য পর্দ্দা ফেলে চেয়ার-টেবিল ও দৃশ্যাপসারণের ব্যবস্থা করা।

২। দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে একটি, ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে একটি, নবম দৃশ্যের শেষে একটি, নাটকে সর্ব্বসমেত এই তিনটি ড্রপ দিলে ভাল হয়।

৩। চতুর্থ দৃশ্যে হেনা ও বীণার গান, এমন কি প্রয়োজন হ'লে ষষ্ঠ দৃশ্যে সরমা ও বনলতার কীর্ত্তন খানিও অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে। সপ্তম দৃশ্যে নেপথ্যে নর্ত্তকীদের গান বাদ দিলেও কিছু ক্ষতি নেই।

১৭, বোসপাড়া লেন
কলিকাতা

—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

রঙ্‌মহলে

প্রথম অভিনয়

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯, রাত্রি ৮টায়

সংগঠনকারিগণ

পরিবেশক—সিটি এন্‌টারটেনার্স

নাট্যকার—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

পরিচালক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজক—প্রভাত সিংহ

গীতকার { বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
কমলরাণী মিত্র

সুরশিল্পী—অনিল বাগ্‌চী

নৃত্যশিল্পী—ব্রজবল্লভ পাল

মঞ্চশিল্পী—মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)

আবহসঙ্গীত—রঙমহল যন্ত্রীসঙ্ঘ

আহার্য্য সংগ্রাহক ... ... শ্রীঅমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়
„ ... ... শ্রীবিশ্বেশ্বর গুপ্ত
তন্ত্রধারক ... ... শ্রীমণিমোহন চট্টোঃ
„ ... ... শ্রীঅধীর ঘোষ
বেশকারী ... ... শ্রীরাখাল দাস
„ ... ... শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ... ... শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ
„ ... ... শ্রীযতীন দাস

আলোক-সম্পাতকারী ...	...	শ্রীখগেন দে
,, ...	...	শ্রীসুশীল দে
,, ...	...	শ্রীশচীন ভৌমিক
,, ...	...	শ্রীনিতাই সরকার
সঙ্গীত শিক্ষক ও হারমোনিয়াম বাদক ...	...	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানোবাদক ...	...	শ্রীসুধীর দাস (ভোম্বল)
চেলো ,, ,, ...	...	শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
বাঁশী ,, ,, ...	..	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ
বেহালা ,, ,, ...	...	শ্রীকালী সরকার
ট্রাম্পেট্ ,, ,, ..	...	শ্রীবৃন্দাবন দে
তবলা ,, ,, ...	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
মঞ্চমায়াকরগণ ...	...	শ্রীকেশব ঘোষ
,, ...	...	শ্রীভূষণ সামন্ত
,, ...	...	শ্রীভুবন দাস
,, ...	...	শ্রীগৌরীরাম কুর্ম্মী
,, ...	...	শ্রীসতীশ জানা
,, ...	...	শ্রীনিমাই মিত্র
,, ...	...	শ্রীরাম ঘোষ
,, ...	...	শ্রীবলদেব

চরিত্র রূপশিল্পী

(দৃশ্যানুক্রমে)

অটল	...	শ্রীভাস্কর দেব
মনীষা	...	শ্রীমতী পদ্মাবতী
দীপক	...	শ্রীপ্রভাত সিংহ
তমসা	.	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
প্রদীপ	.	শ্রীভূপেন রায়
রতন	...	শ্রীকালাচাঁদ দাস
হেনা	...	শ্রীমতী ফিরোজাবালা
বীণা	...	শ্রীমতী রাণীবালা
প্রকাশ	..	শ্রীসিধু গাঙ্গুলী
তন্বী	...	শ্রীমতী উমা দেবী
দুঃখদহন	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মনোহর	...	শ্রীতারাকুমার ভট্টাচার্য্য
নর্ত্তকী	...	শ্রীমতী ফিরোজাবালা
”	...	” রাণীবালা
”	...	” কিশোরীবালা
”	...	” রেণু বালা
”	...	” রেখা দত্ত
সনাতন	...	শ্রীআশু বসু (এঃ)
তরলিকা	...	শ্রীমতী বেলারাণী

মোসাহেব	...	শ্রীকানু চট্টোপাধ্যায়
„	...	শ্রীকানু চট্টোপাধ্যায়
যদুপতি	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
নিতাই	...	শ্রীবিপিন বসু
বনলতা	...	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী
সরমা	...	শ্রীমতী রেণুবালা
গোপাল	...	শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় পরে শ্রীবিপিন বসু
অভয়	...	শ্রীগিরিজা সাধু
নরেশ	...	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
অভিনেতা	...	শ্রীকানু চট্টোপাধ্যায়
„	...	শ্রীগোপাল নন্দী
„	...	শ্রীঅনিল দাস
„	...	শ্রীহিমাংশু পাল

শ্রীযুক্ত সুস্থিরকুমার বসু

জামসেদপুর।

সুস্থির দা !

আজীবন লৌহ-দানবের দাসত্ব ক'রে, আজও তুমি সুন্দরের পূজারী। কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে জীবনের অবকাশ-মুহূর্ত্তগুলি ভ'রে রেখেছ নাট্য রস-সুধায়। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে নাট্যানুরাগ-সঞ্চার কামনায় যে দাম তোমাকে দিতে হয়েছে, আর কেউ না জানুক—সে কথা আমি জানি, তাই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধার শেষ নেই।

তুমি আমাকে ভালবাসো, আমার লেখা তোমার ভাল লাগে, তাই 'বিশ বছর আগে' আমি তোমাকেই দিলাম।

২রা ফাল্গুন, ১৩৪৬, — তোমার স্নেহের

কলিকাতা — বিধায়ক

'বিশ বছর আগে'র

চরিত্রাবলী

—পুরুষ—

প্রদীপ	···	··· জমিদার
দীপক	···	··· অভিনেতা
দুঃখদহন	···	··· বনলতার ম্যানেজার
প্রকাশ	···	··· থিয়েটারের ম্যানেজার
যদুপতি	···	··· বনলতার দাদাশ্বশুর
অটল	···	··· বাগানের ভৃত্য
মনোহর	···	··· প্রদীপের মোসাহেব
নরেশ	···	
সনাতন	···	··· অভিনেতা
গোপাল	···	
অভয়	···	
রতন	···	··· তমসার ভৃত্য
নিতাই	···	··· যদুপতির ভৃত্য

-নারী-

তমসা	...	...	শিক্ষিতা কুমারী
মনীষা	...	..	অভিনেত্রী
তন্বী	...	..	মনীষার বোন
তরলিকা		} ..	পরিস্থিতি অনুসারে পরিচয় পরিবর্ত্তনে অভ্যস্তা
বনলতা	...	..	সতুপতির নাতবৌ জমিদার
হেনা	...	}	নর্ত্তকী
বীণা	...		

এ ছাড়া মোসাহেবগণ, এ্যাপ্রেনটিসগণ ইত্যাদি

বিশ বছর আগে

প্রথম দৃশ্য

[দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল, মঞ্চের উপর সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোতে পিছনে একটি পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। সদর দরজাটা জীর্ণ, তাহার উপর ততোধিক জীর্ণ একখানি "ভাড়া দেওয়া যাইবে" লেখা পিজবোর্ড ঝুলিতেছে। বাড়ীখানা একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত। বাড়ীর গা ঘিরিয়া মেহেদীর বেড়া; বোধ হয় ওই ব্যবধানটুকুর মধ্যে একদিন ফুলের বাগান ছিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া মঞ্চে গভীর রাত্রি নামিল। ঝিঁঝির ডাক শোনা গেল এবং এখানে-সেখানে জোনাকি জ্বলিতে লাগিল। একটু পরে অট্টালিকার বাম দিকের ছোট্ট দরজাটি খুলিয়া একটি বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল, তাঁহার বাঁ হাতে একটি শঙ্খ ও ডান হাতে তৈল-প্রদীপ। সে বাহিরে আসিয়া তুলসীতলায় প্রদীপটি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং

শাঁখে ফুঁ দিল। তৃতীয় বার ফুঁ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই নেপথ্যে একটা অট্টহাসির ধ্বনি উঠিল এবং একটু পরে একটি বৃদ্ধা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। সে আপন মনে হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ ভিতরে যাইতেছিল, বুড়ীকে দেখিয়া দাঁড়াইল। বুড়ী ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল।

বুড়ী। শাঁক বাজাচ্ছো কেন? বিয়ে নাকি?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) বিয়েই বটে। দেখ্‌ছিস্‌নে সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে।

বুড়ী। (চারিদিকে চাহিয়া) সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে! ও! তাহ'লে আমায় ক'নে-চন্দন পরিয়ে দাও!

বৃদ্ধ। তুই যে বিয়ে করবি, তোর বয়সটা কত হ'লরে মণি?

বুড়ী। কেন চোদ্দ! তুমি বুঝি ভাবছো আমার বিয়ের বয়স হয়নি? খুব হয়েছে—খুব হয়েছে! শীগ্‌গির বিয়ে দেবেতো দাও —নইলে আমায় পুলিশে ধ'রে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধ। বিয়ে না দিলে পুলিশে ধরবে কেন? পাগল হ'য়ে তুই একেবারেই উচ্ছন্নে গেছিস্ দেখ্‌ছি। যা সর্—আমি ভেতরে যাই।

বুড়ী। তা' জানোনা বুঝি? পুলিশে তো ধরেই নিয়ে গেছলো, শুধু বিয়ে হবে বলে তারা দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

বৃদ্ধ। পুলিশে বুঝি তোর একটা বিয়ে দিতে পার্‌লো না?

বুড়ী। কেন? তাদের কী গরজ? (হাসিয়া) বলে, যে বিয়ে কর্‌বো বললে—সেই বিয়ে করলেনা,—তা' পুলিশে দেবে বিয়ে! তুমিও যেমন!

বৃদ্ধ। এখন পথ ছাড়। তোর বিয়ের তো এখনো দেরী আছে, আগে ঘটকালী-টট্‌কালী করি—তবে তো ?

বুড়ী। ঘটকালী! কেন, ঘটকালী করতে হবে কেন ? সে কোথায় গেল ?

বৃদ্ধ। কে ?

বুড়ী। ওই যে সে ! কী যেন তার নামটা—ভুলেও গেছি ছাই !

বৃদ্ধ। নামটা তাহ'লে মনে ক'রে এক সময় আমায় বলিস্। এখন যা। আমি খাওয়া-দাওয়ার চেষ্টা দেখিগে।

বুড়ী। বেশ কথা। (চলিয়া যাইতে যাইতে) কী যে তোমাদের মনের ইচ্ছে—তোমরাই জানো ! এত লোককে বল্‌লুম—"ওগো আমার একটা বিয়ে দাও, যা হোক্ ক'রে একটা বিয়ে দাও"—তা কেউ কথাটা কানে তুল্‌লো না। শেষকালে আমায় পুলিশে ধরে নিয়ে গেলে কি ভাল হবে ?

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

[বুড়ী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে প্রস্থান করিল। আবার মঞ্চে সেই থম্‌থমে অন্ধকার—ঝিঁঝির ডাক ও জোনাকীর জ্যোতি।

কিছুক্ষণ পরে দূরে মেহেদীর বেড়ার পাশে একটি টর্চ্চের আলোর রেখা পড়িল। আলোকটি এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল। মনে হইল টর্চ্চবাহী যেন ঘন ঘাসের মধ্যে পথের রেখা খুঁজিতেছে। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একটি কালো মূর্ত্তি হাতের টর্চ্চ জ্বালিতে জ্বালিতে

বৃদ্ধ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর টর্চ্চ ফেলিয়া দরজায় ঝোলান সেই 'ভাড়া দেওয়া যাইবে' লেখা বোর্ডখানি দেখিয়া লইল। তারপর দরজার কড়া নাড়িল। থামিয়া থামিয়া সে কড়া নাড়িতে লাগিল। তিনবার এইরূপ করিবার পর সেই বৃদ্ধ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে তাহার ডান হাতের হ্যারিকেন তুলিয়া আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিল। সেই আলোতে আগন্তুকের অদ্ভুত চেহারা লক্ষ্যগোচর হইল। তাহার মুখে প্রকাণ্ড দাড়ী. চুল বড়. বহু রেখাঙ্কিত মুখ। গায়ে বিশ বছর পূর্ব্বের ষ্টাইলের পোষাক। হঠাৎ তাহাকে দেখিলে ভয় করে। সে টর্চ্চ ফেলিয়া বৃদ্ধের মুখ দেখিয়া লইল। বৃদ্ধ ভয় পাইয়াছিল, এই অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন বাগান বাড়ীতে এই অদ্ভুতদর্শন মানুষটির আবির্ভাবকে সে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। ধীর অথচ কম্পিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল]

বৃদ্ধ। কী চাই?

আগন্তুক। সাংঘাতিক কিছু নয়—একখানা বাড়ী চাই।

বৃদ্ধ। ও!

আগন্তুক। এ বাড়ীটা কি ভাড়া দেওয়া হ'বে?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ।

আগন্তুক। কত ভাড়া?

বৃদ্ধ। ভাড়ার কিছু ঠিক নেই, আপনি যদি নেন—তবে যা হয় দেবেন।

[কথা কহিতে কহিতে তাহারা দৃশ্যের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল]

আগন্তুক। ভাড়ার কিছু ঠিক নেই—যা হয় দেবেন—এসব কথার মানে কী হে? ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ভাড়া দেবার ইচ্ছে নেই তোমার।

বৃদ্ধ। দেখুন এই বাড়ীর যিনি মালিক ছিলেন, তিনি অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন। আমিই দেখাশোনা করি—ঘরদোর পরিষ্কার রাখি, এখানে থাকি। ভাড়া দেওয়া হবে লেখা আছে বটে, কিন্তু কোলকাতার বাইরে তেপান্তরে এই ভাঙা বাড়ী ভাড়াই বা নিচ্ছে কে বলুন!

আগন্তুক। আমি নেবো। তুমি বাড়ীটা আমায় একবার দেখাতে পারবে?

বৃদ্ধ। (ইতস্ততঃ করিয়া) দেখুন, রাত্তির বেলায়—ওপর তলায়—মানে,—আচ্ছা, আপনি কাল সকালে একবার আসুন না।

আগন্তুক। না, সকালে আমি এখানে থাকবো না। আমাকে আজ রাত্রেই দেখতে হবে।

বৃদ্ধ। আজ রাত্তিরেই দেখাতে হবে! বেশ, তা হ'লে আসুন।

[বৃদ্ধ ভিতরে যাইবার উদ্যোগ করিতেই আগন্তুক তাহাকে ডাকিল]

আগন্তুক। শোন? তুমি অমন করছো কেন বলতো? ওপর তলায় সাপ খোপ, চোর ডাকাত কিছু আছে নাকি?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে না, সে সব কিছু না—সে সব কিছু না।

আগন্তুক। তবে? ভয়ের কিছু? ভূতুড়ে বাড়ী?

[বৃদ্ধের চোখে মুখে ভয় পরিস্ফুট হইতে লাগিল। সে আশে পাশে চাহিতে লাগিল]

বৃদ্ধ। আজ্ঞে না—ভূত নয়—তবে—

আগন্তুক। (কঠিন গলায়) ভূত নয় মানে কি? ভয়ে তোমার চোখ বড় হ'য়ে উঠেছে, ফিস্ ফিস্ ক'রে তুমি কথা কইছো, তবু বল্‌ছো ভূত নয়? সত্যি কথা বল। বাড়ীটাতে ভূতের ভয় আছে?

বৃদ্ধ। দেখুন, রাত্তির বেলায় সে সব কথা আমি বল্‌তে পারবো না।

আগন্তুক। (নরম গলায়) বল্‌লে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না বুড়ো—তুমি বল। আচ্ছা এই দশটা টাকা নাও, তুমি গরীব মানুষ, তোমাকে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে আমার। নাও (বৃদ্ধ টাকা লইল) এইবার বলো ত, বাড়ীটা ভূতুড়ে—না?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে না, ভূত নয়, তবে—রোজ ভোর রাত্তির তিনটে চারটের সময় একটা —

[হঠাৎ সেই সময় মণি পাগলী প্রবেশ করিল]

মণি। ওমা! তুমি এখানে রয়েছো! এদিকে আমি ধান দুব্বো নিয়ে ভেতরে বসে আছি। চলো চলো, আশীর্ব্বাদটা করে ফেল্‌বে। (আগন্তুককে দেখিয়া) তুমি আবার কে এলে গো?

বৃদ্ধ। এই মণি, কী কর্‌ছিস? দেখ্‌ছিস্‌নে উনি ভদ্রলোক!

মণি। উঃ, ভদ্দরলোক সবাই। তাকে যারা বিয়ে করবে বলেছিলো

—যারা তাকে চুরী ক'রে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল্‌লো—তারাও সবাই ভদ্রলোক ছিল। (কাঁদিয়া উঠিল)

বৃদ্ধ। তা ওঁকে এসব কথা বল্‌ছিস কেন? উনি এ বাড়ী ভাড়া নিতে এসেছেন।

মণি। এই বাড়ী! (আগন্তুকের দিকে চাহিয়া) তুমি বুঝি ভাড়া নেবে? না না নিওনা, যদি ভাল চাও, যদি বাঁচতে চাও. তবে আমার কথা শোন—এ বাড়ী ভাড়া নিও না।

আগন্তুক। কেন বলোত?

মণি। ও তুমি বুঝি জানো না? এ হচ্ছে বাগান বাড়ী। বাগান বাড়ীতে কি হয় জানো না? (কাঁদিয়া) তাকে তারা এখানে এনে মেরে ফেলেছিল। ভাল কথা বলছি, রাত্তিরে এখানে থেকোনা।

আগন্তুক। কেন—রাত্তিরে থাক্‌লে কি হবে?

মণি। কী হবে—তা' আমি বল্‌তে পারবো না। একরাত্তির থেকেই দেখ না—কী হয়। আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে. আমার এখন অনেক কাজ। মালা গাঁথতে হবে—চন্দন ঘসতে হবে—যেমন ক'রে হোক—বিয়ে আজকে দিতেই হবে। নইলে আবার পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

[প্রস্থান]

আগন্তুক। ও কে?

বৃদ্ধ। একটা পাগলী। ওর নাম মণি। আজ প্রায় বিশ বছর—ও এখানে যাওয়া আসা করছে। আগে দেখতে খুব সুন্দরী ছিল—কিন্তু এখন সে রূপ নেই।

আগন্তুক। উচ্ছন্নে যাক্। তুমি রোজ রাত্তিরে কী শুনতে পাও—সেই কথা বলো।

বৃদ্ধ। (একটু থামিয়া) আজ্ঞে বিশেষ কিছু না—শুধু একটা পিস্তলের শব্দ।

আগন্তুক। পিস্তলের শব্দ—না? কখন শুনতে পাও?

বৃদ্ধ। রাত্তির তিনটে চারটের সময়। আর—

আগন্তুক। আর?

বৃদ্ধ। আর রাত্তির একটা দুটোর সময়—মানুষের নিঃশ্বেস বন্ধ হ'লে যেমন গোঁ গোঁ করে—তেমনি একটা মেয়েলি গলার শব্দ আর কান্না.........

আগন্তুক। (স্তব্ধ হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়াছিল) হুঁ। চল বাড়ীটা আমায় দেখাবে।

বৃদ্ধ। আজ্ঞে—

আগন্তুক। কোন ভয় নেই, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। আর যদি একান্তই থাকতে না পারো—তবে আমাকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে তুমি নীচে চলে এসো—কেমন?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে আচ্ছা। আসুন।

[উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দৃশ্য ধীরে ধীরে ঘুরিতে আরম্ভ করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরিতে ঘুরিতে দোতলায় একটি জরাজীর্ণ ড্রইংরুমে আসিয়া থামিল। ঘরের দেওয়ালে বড় বড় অয়েল-পেন্টিং ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় রহিয়াছে। তারই একদিকে একটি হরিণের শিং। ঘরের মাঝখানে শ্বেত পাথরের টিপয় ও চেয়ার, মেঝেতে গালিচা বিছানো। সমস্ত বস্তুই বিশ বছর পূর্ব্বের রুচি ও সৌখিনতার পরিচায়ক।

বৃদ্ধ ও আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধের মুখ দেখিলে মনে হয় সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। সে একটি বড় মোমবাতি আনিয়া শ্বেত পাথরের টেবিলে বসাইয়া দিল।

আগন্তুক সন্তর্পণে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল]

আগন্তুক। কী নাম বল্‌লে তোমার?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, আমার নাম অটল।

আগন্তুক। অটল! বেশ চমৎকার ঘর! হ্যাঁ, যে গল্পটা ব'ল্‌ছিলে—সেটা শেষ কর। দুই বন্ধু ছিল—তারা খুব বন্ধু ছিল, তারপর?

বৃদ্ধ একদিন রাত্রে—দুই বন্ধুতে ঝগড়া হ'তেই এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে গুলী করে।

আগন্তুক। এই ঘরে?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আগন্তুক। তারপর ?

বৃদ্ধ। তারপর নিজেই সে পুলিশে গিয়ে বলে—আমায় ধরো—আমি আমার বন্ধুকে খুন ক'রে এসেছি। তারপর রাজার বিচারে তার নাকি দ্বীপান্তর হয়।

আগন্তুক। আর যে খুন হ'ল, তার আত্মীয়-পরিজন ? তাদের কি হ'ল ? জানো ?

বৃদ্ধ। না।

আগন্তুক। তারা বেঁচে আছে কিনা—জানো ? না, তাও জানো না ?

বৃদ্ধ। আমি বাবু ঠিক খবর জানি না। এসব ঘটনার অনেক পরে আমি এসেছি। তবে কিছু কিছু গল্প আমি ওই মণি পাগলীর মুখে শুনেছি।

আগন্তুক। কে মণি পাগলী ! ও। ওই মেয়েটা। যে একটু আগে এসেছিল ? হুঁ।

[চঞ্চলপদে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় থামিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে]

—কিন্তু কেন সেই লোকটা খুন হ'য়েছিল—সে কাহিনী জানো ?

বৃদ্ধ। না।

আগন্তুক। জানো না ?

[আবার ঘুরিতে লাগিল। একটু পরে থামিয়া]

সে সব মহাপাপের কথা, অমানুষের কথা, অত্যাচার, অবিচার আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা !

[ঘরের মাঝখানে যেখানে টেবিলে মোম-বাতি জ্বলিতেছিল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আপনমনে উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল]

ঠিক তেমনি আছে—ঠিক তেমনি আছে। আমি ছিলাম এই চেয়ারে, আর সে ছিল ওই চেয়ারটায়। এইখানে ছিল মদের গ্লাস। আমি—

বৃদ্ধ। আপনি ?

আগন্তুক। হ্যাঁ আমি। (ধ্বক্ করিয়া তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল) লোকে বলে আমিই তাকে খুন করেছিলাম, আমারই হয়েছিল দ্বীপান্তর। বিশ বছর পরে আজ আমি মুক্তি পেয়েছি······

বৃদ্ধ। আপনিও দেখছি পুরুষ মণি পাগলী! আপনার চেহারা দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে আপনি পাগল। যান নীচে যান, আমি দরজা বন্ধ কর্‌বো।

আগন্তুক। বিশ্বাস হচ্ছে না ? আচ্ছা দাঁড়াও আমি প্রমাণ দিচ্ছি। (ভাবিয়া) পাশের ঘরে একটা বড় আল্‌মারী আছে ?

বৃদ্ধ। (বিস্মিত হইয়া) হ্যাঁ আছে।

আগন্তুক। তার পাল্লা খুলে দেখতে পাবে—একটি ছোট হাতীর দাঁতের বোতাম কাঠের গায়ে লাগানো রয়েছে. সেটায় চাপ দিলেই একটা দেরাজ বেরিয়ে আসবে,—সেই দেরাজের মধ্যে তোমাদের এই বাগান বাড়ীর মালিক তাঁর রিভলবার রাখতেন। দেখে এসতো সেটা আজও আছে কিনা!

বৃদ্ধ। বলেন কী ?

আগন্তুক। ঠিক বলছি। যাও দেখে এসো।

[বৃদ্ধ কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতপদে প্রস্থান করিল]

(আপন মনে) সব ঠিক তেমনি আছে—সব ঠিক তেমনি আছে। বিশ বছর আগের ছবি একটুও বদলায়নি, শুধু খানিকটা ময়লা জমেছে তার গায়ে। (বিপরীত দিকের চেয়ারখানির কাছে আসিয়া) বিশ বছর আগে একদিন রাত্রিতে তুমি ছিলে এইখানে বসে—আমি ছিলাম ওপাশে। আকাশে ছিল চাঁদ, চোখে ছিল মদের নেশা। (ঘুরিতে ঘুরিতে জানালার কাছে গিয়া তাহা খুলিয়া দিল) আজকের বাগান বাড়ীর সঙ্গে তার কত তফাৎ। বাগানের পথ আজ অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে—টর্চ্চ জেলে তাকে চিনে নিতে হয়,—কিন্তু সে দিন এই পথের দুপাশে ছিল ফুলের ঐশ্বর্য্য আর আলোর মেলা।……বিশ বছর……মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সব চলে গেছে বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। (জানালা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল) কিন্তু ঈশ্বর জানেন—আমি তোমাকে খুন করিনি—আমি তোমাকে খুন করিনি। আমার উদ্যত রিভলবার থেকে গুলী ছুটলোনা—অথচ হঠাৎ একটা শব্দ হ'ল—আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওইখানে লুটিয়ে পড়লে…

[অটল আসিয়া আগন্তুকের হাতে একটি পিস্তল দিল। বিস্ময়ে ও ভয়ে তাহার চোখ দু'টি বিস্ফারিত]

আগন্তুক। অটল!

অটল।

আগন্তুক। বিশ্বাস হয়েছে?

অটল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আগন্তুক। ভাল! (উঠিয়া দাঁড়াইল) দেখ অটল! আজকে রাত্রে আমি এ ঘরে থাকবো।

অটল। সে কি?

আগন্তুক। হ্যাঁ। কিছু ভয় কোরো না। এ আমার বন্ধুর বাগান বাড়ী. এর প্রত্যেকটি ঘাস এককালে আমার চেনা ছিল। (অটল ইতস্ততঃ করিতেছিল) ভূতের ভয় করছো? আরে. ভূত হ'য়ে আমাকে ভয় দেখাতে আমার সেই বন্ধুইতো আসবে! আসুক না! আমিও তো তাই চাই! (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) আমি শুধু তাকে বলবো—যে আমি তাকে খুন করিনি,—আমি তাকে খুন করিনি। রিভলবার তুলে আমি শুধু চেয়েছিলাম তাকে ভয় দেখাতে।

অটল। তবে কে খুন করেছিল?

আগন্তুক। সেইখানেই রহস্য। এই বিশ বছর ধরে আমি প্রতিদিন ভেবেছি—কিন্তু সে রহস্যের কোন অর্থ খুঁজে পাইনি। পরমায়ুর অর্দ্ধেক আমি খরচ ক'রে এলাম কারাগারের অন্তরালে, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় প্রতিরাত্রে নিদ্রাহীন হ'য়ে আমি ছেলে মানুষের মত চীৎকার ক'রে কেঁদেছি—তবু সে রহস্যের সমাধান হয়নি। তাই মুক্তি পেয়ে আজ আমি ফিরে এসেছি আমার সেই যৌবনের লীলাভূমিতে! আজই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে—সত্যকার অপরাধী

কে? আমি? না আর কেউ! আচ্ছা, এবার তুমি যাও অটল, তুমি যাও। তোমার খাওয়া-দাওয়ার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। কিছু ভয় কোরো না—আমি এ ঘরে থাক্‌বো—আর ভালই থাক্‌বো।

অটল। আজ্ঞে আচ্ছা।

[অটল চলিয়া যাইতেছিল। আগন্তুক তাহাকে ডাকিল। অটল ফিরিয়া আসিল]

আগন্তুক। দেখ অটল! পাগলাটার তখন কী নাম বললে?

অটল। মণি।

আগন্তুক। মণি! না, আমি যার কথা ভাবছি, তার নাম মণি নয়, অথচ আশ্চর্য্য ওর চোখের দৃষ্টি! আমার মনে হয়েছিল—ওকে যেন আমি চিনি। একদিন যেন ওর—নাঃ, আমারই ভুল হয়েছে। আচ্ছা, তুমি যাও অটল, রাত হ'য়ে যাচ্ছে। তুমি যাও।

অটল। আজ্ঞে আচ্ছা।

[অটল চলে গেলে আগন্তুক দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যে কিছুকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার চোখের দৃষ্টি বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে আপন মনে বলিতে আরম্ভ করিল]

আগন্তুক। এইবার—হে অদৃশ্য আত্মা! তুমি আর আমি একা। পরলোকের পার থেকে এই ঘরে এসে অবতীর্ণ হও, আমাকে বলে যাও—কে তোমার খুন করেছিল।······আর কেউ না

জানুক তুমিতো জানো বন্ধু যে আমি তোমায় খুন করিনি। আমি বসেছিলাম তোমার দিকে চেয়ে, কিন্তু তোমার মুখ ছিল দরজার দিকে। তুমি নিশ্চয় দেখেছো—সেই দরজা দিয়ে ঢুকে কে তোমায় গুলি ক'রে গেছে। আজ রাত্রে সেই কথা আমায় বলে দাও,—আমায় বলে দাও।··· বিশ বছর আমি অনুতাপের জ্বালায় খেতে পারিনি, শুতে পারিনি, বিশ বছর ধরে চিন্তা ক'রে যে রহস্যের সূত্র আমি খুঁজে পাইনি,—আজ রাত্রে আমার সম্মুখে উদ্ঘাটন কর—সেই রহস্য। (ফিস ফিস্ সুরে) আমি হিন্দু, আমি পরলোক বিশ্বাস করি, আমি জানি কোথাও না কোথাও তুমি আছো! মানুষের দৃষ্টির সেই অলক্ষ্য-লোক থেকে আজ নেমে এস বন্ধু,—আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও।··· তুমি ছিলে আমার একমাত্র বন্ধু, তুমি ছিলে আমার প্রিয়, তুমি ছিলে আমার প্রিয়তম, তুমি ছিলে আমার সর্ব্বস্ব,—আমার এই ডাককে তুমি উপেক্ষা কোরোনা। (চেয়ারের কাছে আসিয়া চেয়ারটা ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে লাগিল।) বল-বল—তোমায় বল্‌তে হবে,—বিশ বছর আগের সেই অতীত কাহিনী। বলো-বলো, উদ্ঘাটন করো সেই রহস্য··· (চিৎকার করিয়া) আমি তোমায় অনুরোধ করছি, আমি তোমায় আদেশ করছি,—বলো-বলো। (মঞ্চ চলিতে সুরু করিল) উদ্ঘাটন করো—উদ্ঘাটন করো—উদ্ঘাটন করো—বিশ বৎসর আগে—বিশ বছর আগে—

[আগন্তুককে লইয়া মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। দর্শকের চোখের সম্মুখে একটি ঘন কালো

পর্দ্দার উপর "বিশ বছর আগে" এই লেখাটি প্রতিভাত হইয়া উঠিল। আগন্তুক তখনও নেপথ্য হইতে চিৎকার করিতেছে —"বিশ বছর আগে"। বিপরীত নেপথ্যে একখানি সুমিষ্ট গলার গান শোনা গেল। গান ক্রমশঃ দর্শকের সম্মুখে আসিতে লাগিল। পুনরায় ধ্বনিত হইল :—

—বি-শ-ব-ছ-র-আ-গে—

তৃতীয় দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরিতে ঘুরিতে একখানি সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে আসিয়া থামিল। গৃহসজ্জায় আভিজাত্যের পরিচয় আছে। চেয়ার, টেবিল, টিপয়, সোফা, অর্গ্যান ও বুক শেলফ্ ইত্যাদি দিয়া ঘরটি সাজানো। দেয়ালে কতকগুলি ভাল ল্যাণ্ডস্কেপ। ঘরখানি নীল রং করা।

দেখা গেল, তমসা অর্গ্যানে বসিয়া গান গাহিতেছে, আর প্রদীপ তাহার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া বসিয়া আছে। কোণে টিপয়ের উপর একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছে, ইহাদের মুখ হইতে আলোটি আড়াল করা। পাশের জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে]

তমসা গাহিতেছিল :—

—গান—

ডাকো ডাকো মোরে ডাকো
প্রিয়তম মোরে ডাকো—
ব্যথার কুসুমগুলি
স্মরণ-শিয়রে রাখো।
কালের প্রবাহ থামে
ডাকো মোরে প্রিয় নামে
আঁধার রজনী ভরি—
অতীতের ছবি আঁকো।

বেদনার কালো ছায়া

আষাঢ়ে লভুক কায়া

স্মৃতির শ্মশান ভূমি

শ্যাম তৃণদলে ঢাকো।

[গান শেষ করিয়া তমসা প্রদীপের দিকে চাহিল, সে তখন দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে]

তমসা। প্রদীপ।

প্রদীপ। কী তমসা ?

তমসা। কেমন লাগলো ?

প্রদীপ। অপরূপ কিন্তু কেন তুমি অমন গান গাও তমসা—যে গান মানুষের মন উদাস ক'রে দেয় ?

তমসা। ওই গান গাইতে যে আমার ভাল লাগে।

প্রদীপ। কিন্তু কেন তোমার ভাল লাগে তমসা ? জীবনটা কি তোমার কাছে কিছুই নয় ? এই হাসি-গান, আনন্দ-উৎসব একি তোমার কিছুই ভাল লাগে না ?

তমসা। ভাল লাগে প্রদীপ।

প্রদীপ। তবে ? চেয়ে দেখ বাইরে ওই চাঁদের আলো। সমস্ত পৃথিবী নিঃশব্দে ওই আলোতে স্নান করছে। আমাদেরও ঘরের জানালা দিয়ে নেমে এসেছে সেই আকাশের আশীর্ব্বাদ। আমরা কি আজ তাকে স্বীকার করে নেবোনা, ফিরে যাবে ওই চাঁদের আলো—ব্যর্থ প্রত্যাশায় ?

তমসা। কেন তুমি এমন ক'রে বলছো ? তোমার কি আজ শরীর ভাল নেই প্রদীপ ?

প্রদীপ। আমি জানি এমনি ভাবেই তুমি আমার কথাটাকে এড়িয়ে যাবে, এমনি ভাবেই চিরকাল এড়িয়ে এসেছ তুমি। (উঠিয়া দাঁড়াইল) কিন্তু তবু আমার মন বোঝে না, তবু আমি ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে। জানি, তোমার মন আমাকে চায়না—তুমি আমাকে ভালবাসো না, তুমি ভালবাসো দীপককে—তবু আমি আসি।

তমসা। (হাসিয়া) মিথ্যে কথাগুলো বলে কিছু ভাল হচ্ছে তোমার?

প্রদীপ। মিথ্যে কথা? আমি যদি বলি সত্যি কথা বলছি! কী দিয়ে তুমি মিথ্যে প্রমাণ করবে? আচ্ছা তমসা, আমার একটা কথার উত্তর দেবে?

তমসা। বলো।

প্রদীপ। কোনদিন দীপকের সামনে তো তোমাকে এমনভাবে দেখিনে। তার সঙ্গে তুমি যখন কথা কও, তাকে যখন গান শোনাও—তখন—

তমসা। তখন?

প্রদীপ। তখন সেই সব কথাবার্ত্তা আর গানের মধ্যে ইহলোকের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণার মাত্রা একটু কম থাকে। (তমসা হাসিয়া উঠিল) হেসোনা তমসা—হেসে আমার কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করবার চেষ্টা কোরোনা। তুমি মনে মনে বেশ বুঝতে পারছো যে আজ আমি তোমাকে একটা ভয়ানক সত্যি কথা বলেছি।

তমসা। বেশ, কথাটা না হয় সত্যি বলেই ধরে নিলাম। তারপর?

প্রদীপ। তারপর আর কিছুনা। আমার বলবার কথা এই যে দীপকের প্রতিই বা তোমার এই পক্ষপাতিত্ব কেন থাকবে?

আমরা তিনজনেই সহপাঠী, তোমার ভালবাসা যদি ভাগ ক'রে নিতে হয়—তবে দুজনে সমান ভাগ ক'রে নেবো। কিন্তু আমি পাবো কম, আর দীপক পাবে বেশী, এ অবিচার আমি সহ্য করবো না।

তমসা। দীপককে তুমি ঈর্ষা কর, না প্রদীপ ?

প্রদীপ। হ্যাঁ করি। আমি দীপককে ঈর্ষা করি। নারীর ভালবাসা কেন আমার চেয়ে দীপক পাবে বেশী ? ভালবাসা পাবার মত কী সম্পদ তার আছে? সে আমার প্রিয়তম বন্ধু হ'লেও সে আমার চাকর। আমারই থিয়েটারে আমারই বেতনভোগী ভৃত্য সে। আজ যদি আমার থিয়েটার তুলে দিই কাল সে না খেতে পেয়ে মারা যাবে—তা জানো ?

তমসা। জানি, তাইত অবাক হচ্ছি তোমার কথা শুনে! আর ভাবছি দীপককে তুমি মনে মনে কতখানি ভয় করো। আজ তার অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে যত কথা তুমি আমাকে বললে, —বেশ জানি সে উপস্থিত থাকলে এর একটি বর্ণও তুমি উচ্চারণ করতে পারতে না!

প্রদীপ। কেন পারতুম না ?

তমসা। তোমার সাধ্য নেই বলে পারতে না। তার ব্যক্তিত্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পার না, আর আজ তুমি অনায়াসে বললে—সে তোমার চাকর। কিন্তু সত্যি বলতো—তোমার থিয়েটার চলছে কার জন্যে? তোমার ব্যবসার মধ্যে যদি আজ দীপকের অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার স্পর্শ না থাকতো, কোথায় থাকতো তোমার

থিয়েটার ? হাজার হাজার টাকা লোকসান দিয়ে আজ তোমাকে কাঁদতে কাঁদতে দেশে ফিরে যেতে হ'ত !

প্রদীপ। তা জানি তমসা। যদিও থিয়েটার থেকে আজও আমার লাভ হয়নি।

তমসা। যাই হোক—শুধু তাই নয়, তোমার আর একটি বন্ধু—যিনি তোমার থিয়েটারের ম্যানেজার, আমি প্রকাশ বাবুর কথা বলছি, প্রাণপাত ক'রে তিনি পরিশ্রম করছেন—তোমার লাভের জন্য, আজ হয়ত তুমি তাঁকেও বলবে তোমার চাকর ! এ তোমার হ'ল কি প্রদীপ ? টাকা তোমার অনেক আছে মানি, কিন্তু টাকা থাকলে কি মনুষ্যত্ব থাকবে না ? তুচ্ছ একটা মেয়ের ভালবাসা তোমার ভাগে কম পড়লে—তুমি বন্ধুদের অপমান করবে ?

প্রদীপ। আমার অন্যায় হয়েছে তমসা, উত্তেজনায় আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। দীপককে বা প্রকাশকে আমি অপমান করিনি, আমি তাদের অপমান করতে পারি না। তারা আমার প্রিয় বন্ধু। আমি জানি—দীপক আমার জীবনের কতখানি অধিকার করে আছে। দীপক আমাকে অনেক-বার অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, দীপকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তমসা। তুমি বসো, আমি তোমার চায়ের কথা বলে আসি।

প্রদীপ। না, আমি এখন চা খাবোনা, তুমি বসো তমসা। দীপক এলে একসঙ্গে খাবো। কিন্তু কেন তুমি অমন গান গাও তমসা ? কত ছোট কত অল্প আমাদের জীবন। মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য আমরা এই পৃথিবীতে এসে হেসে

গেলে যাই, তার মধ্যেও যদি তুমি দুঃখের কান্না কাঁদো, তবে মন কী ক'রে ভাল থাকে তুমিই বল ?

তমসা। আবার কি তুমি আত্মবিস্মৃত হ'লে প্রদীপ। যদি বলো, তা হ'লে না হয় তোমায় আর একটা গান শোনাই !

প্রদীপ। না থাক্ !

তমসা। দীপককে যে গান শোনাই, সে গান শুনবে না ?

প্রদীপ। না। আজ আমার মন খারাপ হয়ে গেছে। জানো তমসা, হিসেব করা দিন নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসি। তাই এর প্রতি মুহূর্তই আমার কাছে লোভনীয়। তার থেকে একটা দিনও বাজে খরচ হ'লে—মনে বড় বাজে। আজ এখানে বসে তোমার গান শুনছি, কে জানে হয়ত বিশ বছর পরে--

(দীপকের প্রবেশ)

দীপক। বিশ বছর পরে আমরা তারা হ'য়ে আকাশে জ্বলবো। তখন কোনটা প্রদীপ তারা, আর কোনটা দীপক তারা, খুঁজে বার করতে বৈজ্ঞানিকের কালঘাম ছুটবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো ? বাইরে এমন আকাশভরা চাঁদের আলো, আর ঘরের মধ্যে বসে তোমরা পরলোক চর্চা করছো ?

প্রদীপ। কেন তুমি কি বলতে চাও যে আমরা অন্যায় করছি ?

দীপক। বিশেষ অন্যায় করছো। আরে পরলোকতো আর পালাচ্ছে না,—দু'দশ বছর তার সবুর সইবে, কিন্তু ইহলোকের তা সইবে না। অতএব ইহলোকটাকেই আগে বুঝতে দাও।

প্রদীপ। ইহলোকের আবার বোঝবার আছে কী ?

দীপক। বোঝবার নেই ? তুমি বল কি প্রদীপ ? লতায়, পাতায়, ফুলে, ফলে, পাহাড়ে, অরণ্যে, সমুদ্রে, মরুভূমিতে,—সর্ব্বত্রই ইহলোক বল্‌ছে—আমাকে দেখ—আমাকে উপভোগ কর। আজকের চাঁদের আলোতে যদি তমসাকে নিয়ে সাম্‌নের ওই মালতীর কুঞ্জটিতে গিয়ে বসতে, মৃদু মৃদু ফুলের গন্ধের সঙ্গে উচ্চারিত হ'ত মৃদু মৃদু কথা—তা হ'লে বুঝতে ইহলোক কাকে বলে। মরুকগে যাক্—এসব ভাল ভাল কথা পরে কওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো তমসা ? হঠাৎ এত জরুরী তলব কেন ? মাংসের সিঙাড়া করেছো বুঝি ?

তমসা। (হাসিয়া) না। কাজের কথা আছে।

দীপক। কাজের কথা। আমার সঙ্গে কি কাজের কথা ?

তমসা। আছে। ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি তোমাদের চা বলে দিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

দীপক। রাত্তির তেরোটার সময় আমার সঙ্গে কী কাজের কথা বাবা ! ওহে প্রদীপ ! একি ! চেহারাটা এমন ক'রে তুললে কি ক'রে ?

প্রদীপ। কেমন ক'রে ?

দীপক। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এই মাত্র তুমি কোন শ্রাদ্ধ বাড়ী থেকে মাথুর পালা শুনে এলে। বলি, ব্যাপারটা কী বলতে পার ?

প্রদীপ। আমি জানি না ভাই।

দীপক। ও বাবা! মিহিসুরে কথা কইছো, চোখ মুখ গম্ভীর, গতিক ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, এ সব রোগের ওষুধ আমার সঙ্গেই থাকে। (পকেট হইতে একটা চ্যাপটা শিশি বাহির করিয়া) নাও; গলাটাকে একটু খাদে বেঁধে নাও।

প্রদীপ। ও আর আজ আমি খাবো না ভাই।

দীপক। কেন ভাই, পাঁজীতে তো আজ সুরাপান নিষেধ নেই ভাই। ওসব পাঁজী-টাঁজী আমি দেখে এসেছি। মদ খাবার পক্ষে তিথি নক্ষত্র আজ বেশ ভালই আছে। নাও ধর। (প্রদীপ খাইল) আরে বাবা, একটু খেয়ে নাও, কাজের কথা আছে—শুনলে না?

[ঢক্ ঢক্ করিয়া নিজে খাইয়া শিশিটি পকেটে রাখিয়া দিল]

(চাকর দু'কাপ চা দিয়া গেল। দু'জনে চা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে. এমন সময় ধীর পদে প্রবেশ করিল তমসা। তাহার মুখ চোখ গম্ভীর)

তমসা। তোমাদের দুজনকেই আজ আমার বড্ড দরকার ছিল, তাই আসতে বলেছিলাম। যে সমস্যার আগুনে আমি দিনরাত্রি পুড়ে মরছি, আজ সেই সমস্যাকে আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবো। আশা করি তোমরা দুজনে চিন্তা করে দেখে আমায় এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

প্রদীপ। তোমার বিপদ তমসা! যদি আমার প্রাণ দিয়েও—

তমসা। (হাসিয়া) তোমার প্রাণ দিয়ে মানে টাকা দিয়ে তো? না, তার দরকার হবে না। টাকা আমার নিজেরই যথেষ্ট আছে। মনে নেই, গত বছর ডিসেম্বরে নতুন বই খোলার সময় আমিই তোমায় দু'হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম! দীপক! কথা কইছো না যে!

দীপক। এসব টাকা পয়সা সংক্রান্ত আধ্যাত্মিক কথা, এর মধ্যে আমি কথা কইতে যাবো কোন্ দুঃখে? তবে হ্যাঁ—শুনতে বেশ লাগছে।

তমসা। হুঁ।

প্রদীপ। টাকার কথা আমি কইনি। যাক্—তোমার সমস্যার কথা বল।

তমসা। তোমরা জানো আমার মা তোমাদের দুজনকেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি মরবার সময় আমাকে তাঁর শেষ অনুরোধ জানিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাদের দুজনের একজনকে বিয়ে করি। দুজনকেই তিনি ছেলের মত ভালবাসতেন, দুজনের ওপরেই তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। তিনি জান্‌তেন তোমাদের দুজনের একজনের হাতে পড়লে ভবিষ্যৎ জীবনে আমি কষ্ট পাবো না।

প্রদীপ। আমাদের প্রতি তাঁর কি আদেশ আছে?

তমসা। না, আমার ওপর আদেশ আছে তোমাদের দুজনের একজনকে আমি যেন বিয়ে করি। কিন্তু আমি তোমাদের দুজনকেই সমান ভালবাসি। তোমরা পরামর্শ ক'রে আমায় বলে দাও, আমি কাকে বিয়ে করবো।

প্রদীপ। তুমি ছেলে মানুষের মত কথা বলছো তমসা!

তমসা। ---হয়ত বলছি। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায় আমার নেই। আমি তোমাদের পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গেলাম। এই পাচ মিনিটের মধ্যে তোমরা পরস্পরের মন বুঝে আমায় বলে দাও, কে আমাকে বেশী ভালবাসো। তোমরা দুজনে স্থির ক'রে যাকে বলবে—আমি তাকেই বিয়ে করবো। তোমরা ভেবে দেখো. আমি পাঁচ মিনিট পরে আসছি। [প্রস্থান]

প্রদীপ। দীপক!

দীপক। দাঁড়াও বাবা! (চ্যাপ্টা শিশি বাহির করিয়া খানিকটা মদ্য পান করিয়া) এইবার বল!

প্রদীপ। আমি জানি তমসা তোমাকে ভালবাসে। মনে মনে সে তোমাকেই চায়। তার এই চাওয়া আমি লক্ষ্য করেছি, তার গানে. তার কথাবার্তায়. তোমার সঙ্গে তার চলায় বলায়. তার চোখের দৃষ্টিতে: তোমাকে সে পেলে সে সুখী হ'বে।

দীপক। হুঁ! "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।" তারপর?

প্রদীপ। অতএব তমসাকে তুমই বিয়ে কর। (উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল. চাঁদের আলো তার মুখে পড়িল) আর সে যাতে সুখী হয় তার জন্য আমার চেষ্টা করা উচিত নয় কি? (গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল) তমসা বুদ্ধিমতী. তাই সে চমৎকার চাল চেলেছে! সে জানে—এই ভাবে তার কর্ত্তব্য সহজ হবে। এটা আমি আগে বুঝতে পারিনি। (সিগারেট ধরাইল) আজকের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অন্য লোক এগিয়ে এলে আমি তাকে তমসার জীবন থেকে

একেবারে সরিয়ে দিতাম। কিন্তু·········কিন্তু তুমি দীপক. তুমিই আমার প্রিয়বন্ধু, বোধ হয় আমার প্রাণের চাইতেও প্রিয়! তমসাকে তুমিই বিয়ে কর ভাই.······আর আমি যখন নিশ্চয় জানি তমসা তোমাকেই ভালবাসে। তুমি সুখী হও—তমসা সুখী হোক্. আর আমার কিছু বলবার নেই।

দীপক। শেষ হ'য়ে গেল! পতন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি কিছুই হ'লনা—কী রকম বক্তৃতা দিলে?

প্রদীপ। এ আমার বক্তৃতা নয় দীপক, এ আমার অন্তরের কথা। জানতাম—তমসা কোনদিন যদি বিয়ে করে—তোমাকেই করবে—কারণ সে তোমাকে ভালবাসে। এ সব জেনেও আমি তার সঙ্গে মিশেছি, তাকে ভালবেসেছি। অনন্ত দুরাশায় ছুটেছি তার পেছনে পেছনে তার প্রেমের নাগাল পাবার জন্যে, যেমন লোক ছোটে মরীচিকার পেছনে। (কিছুক্ষণ পায়চারী করিয়া) আজ বুঝতে পারছি তুমিও তাকে ভালবাসো,—তুমিও গোপনে গোপনে চিরকাল তাকে ভালবেসে এসেছো. অথচ এই সহজ কথাটা এতকাল আমি বুঝতে পারিনি।

দীপক। আজও বুঝতে পেরেছো তা নয়, কিন্তু তমসার এরকম করার মানেটা কী বলতো? তোমার এবং তার মিলনের মধ্যে আমার কথা ওঠে কেন?— এর মধ্যে আমি কে?

প্রদীপ। তুমিই তার লক্ষ্য। তবু পাছে আমি মনে ব্যথা পাই, এই জন্যে তোমাকে আমাকে একসঙ্গে ডেকে আজকের এ অভিনয়। কিন্তু কোনই দরকার ছিল না এ অভিনয়ের;

আমাকে বল্লেই আমি হাসিমুখে তোমাদের পথ থেকে সরে যেতুম।

দীপক। আমাকেই বিয়ে করবার ইচ্ছে নাকি তমসার? হায়, হায়, সে কথা আগে বলতে হয়! দাড়িটা কামিয়ে, গিলে করা পাঞ্জাবিটা না হয় গায়ে দিয়ে আসতাম। দেখ দিকি—এমন সময় বল্লে, যখন ষ্টাইল দেখাবার আর কোনো উপায় নেই।—ধ্যাৎ।

(তমসার প্রবেশ)

এই যে তমসা! কাণ্ডটা কী বলতো? এর চেয়ে তুমি আমাকে Crossword Puzzle Solve করতে বললে না কেন? জিনিষটা আমার পক্ষে সহজ হ'ত!

তমসা। (হাসিয়া) কেন? কঠিন কাজ করতে তো কিছুই বলিনি আমি। আমি শুধু বলেছি, তোমরা দুজনের মন বুঝে আমায় বলে দাও আমি কাকে বিয়ে করবো? যাক্—কি স্থির করলে?

দীপক। স্থির করার তো কিছুই নেই এর মধ্যে! প্রদীপ তোমাকে ভালবাসে—তুমি প্রদীপকে বিয়ে করবে।

প্রদীপ। দীপক!

দীপক। থাক্ ভাই, তোমার ও যাত্রাটিক্যাল বক্তৃতা আবার স্বরু করোনা। প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলে।

প্রদীপ। দীপক!

দীপক। বুঝতে পেরেছি। শোন তমসা, বিয়ের ব্যাপারে ঠাট্টা করা উচিত নয় বলে—পরিহাসের লোভ আমি সম্বরণ করলাম।

কিন্তু এসব কী? মন বোঝাবুঝি, ভালবাসাবাসি,—মায়ের আদেশ, যাচাই ক'রে নেওয়া—লোকে শুনলে বল্‌বে কী? মোটামুটি আমি যে কটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। প্রদীপ শিক্ষিত এবং ধনী, তুমিও শিক্ষিতা এবং ধনী—অতএব তোমাদের বিয়ের মধ্যে লটারীর প্যাঁচ উঠছে কেন? তা ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা এই যে প্রদীপ তোমাকে ভালবাসে। প্রদীপের সঙ্গে অনেককাল তুমি মিশছো, আজও যদি ওর মনটাকে তুমি চিনতে না পেরে থাকো, তবে তার চাইতে দুঃখের কথা আর কিছু হ'তে পারে না। (তমসা মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল)

প্রদীপ। দীপক! তুমি ভুল করছো, তমসা ভালবাসে তোমাকে, আর তোমাকেই সে বিয়ে করতে চায়।

দীপক। আমাকে ভালবাসে? আমাকেই বিয়ে করতে চায়! বল কি প্রদীপ! আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তুমি যে আজ কলম্বাসকেও লজ্জা দিলে! তমসা আমাকে ভালবাসতে যাবে কী আনন্দে? আর আমিই বা সে ভালবাসা আমার ভাঙা ঘরে রাখবো কোথায়? (হাসিতে লাগিল) না, না তমসার মত ভালমেয়ে কখন এমন বোকামী করতেই পারে না। নিজের ভবিষ্যৎটাতো আর শিশুর খেলাঘর নয়, যে তাকে না ভাঙলে খেলাটা সম্পূর্ণই হ'ল না! কি বল তমসা? —এঁ্যা?

তমসা। (জলভরা চোখ তুলিয়া) আমি তো বলেছি দীপক, এতে আমার নিজের কোন মত নেই,—তোমরা দুজনে ঠিক ক'রে যাকে বলবে—আমি তাকেই বিয়ে করবো।

প্রদীপ। (উত্তেজিত হইয়া) কী দরকার এসব কান্না-কাটির? আমি তো বলছি তুমি দীপককেই বিয়ে কর। আমাকে ডেকে এনে এরকম অপমান করবার মানে কি?

দীপক। আরে গেল যা! বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে সেই একই রাস্তায় চলেছে। আমাকে বিয়ে করবে কি হে? আমরা হ'লাম গিয়ে অভিনেতা—আমাদের কি আর চরিত্র ফরিত্র ঠিক আছে। বে থা ক'রে শেষকালে কি একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবো?

প্রদীপ। কেন, অভিনেতার কি বিয়ে করতে নেই? তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করছো দীপক—ওতে সুবিধে হবে না। আমি জানি তুমিও ভালবাসো।

দীপক। তোমার জানাগুলোর একটা সুবিধে এই যে সেগুলো সত্যি নয়। নিজের খেয়ালে তুমি যেটা জানি বলে দাবী কর, সেইটাই তুমি জানো, না। (একবার তমসার দিকে চাহিয়া লইল) না—না—না—না, আমাকে নিয়ে তোমরা ভুল বোঝাবুঝি করোনা। আমি বিয়ে করবো কী? একি একটা কাজের কথা হ'ল? ঘটিবাটি বিক্রী ক'রে আমি মদ খাই, স্থানে অস্থানে যাতায়াত করি। বিয়ে ক'রে শেষকালে—বলাতো যায় না—(তমসা প্রদীপের দিকে চাহিল) হয়তো তোমাকেই বিক্রী ক'রে মদ খেয়ে ফেলবো। (হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল)

প্রদীপ। (চীৎকার করিয়া) থামাও থামাও হাসি। তোমাদের এসব অভিনয় বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে! (তমসার কাছে গিয়া) কোনই দরকার ছিল না এই ছলনার,

তুমি আমায় স্পষ্ট বললেই পারতে যে দীপককে তুমি ভালবাসো! তাকে ছাড়া তুমি আর কারুকে বিয়ে করবে না। দীপক আমার বন্ধু, তার এই সৌভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করতাম—কিন্তু বাধা সৃষ্টি করতাম না। যাক্ চললাম—আর আমি আসবো না, তুমি খুসী মনে অভিনেতার অঙ্কলক্ষ্মী হও।

(ছুটিয়া চলিয়া গেল)

(অনেকক্ষণ চুপচাপ)

তমসা। দীপক! তুমি যাবে না?

দীপক। হাঁ, আমাকেও যেতে হবে। একটু বেশী পরিমাণে মদ্য পান করেছি, রীতিমত ঘুম পাচ্ছে এখন! আজকে তোমার ঘরে এমন নাটকীয় প্রবেশ ও প্রস্থান করতে হবে জানলে, মদটা একটু কম খেতুম। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই।—আচ্ছা আসি।

(চলিতে লাগিল)

তমসা। যাবার আগে আমায় কিছু বলবে না?

দীপক। উঁ? (থামিল) কিছু বাণী দিয়ে যেতে হবে - এই কথা বলছো?

তমসা। (কাঁদিয়া উঠিল) তুমি কি সারাজীবন ধ'রে কেবল আমায় ঠাট্টাই করবে? আমার মনের কথা কি তুমি জানো না? আর কেমন ক'রে, কী দিয়ে বোঝাব?

দীপক। প্রদীপকে তুমি বিয়ে কর তমসা। তুমি সুখী হবে।

তমসা। চাই না আমি সুখী হ'তে। তুমি কি পাষাণ? তুমি কি

কোন দিনই চোখ খুলে চেয়ে দেখবে না? চেয়ে দেখ—
চেয়ে দেখ! (দীপকের হাত ধরিল) দীপক!

[দীপক কিছুক্ষণ তমসার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে হাত ছাড়াইয়া লইল। তমসা জানালার কাছে গিয়া মাথা লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দীপক চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া পকেট হইতে চ্যাপ্টা শিশিটি বাহির করিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিঃশ্বাসে সবটুকু মদ্য পান করিয়া লইল। তারপর ঘরের আলোটি নিবাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। অন্ধকার ঘরে জ্যোৎস্নার আলোতে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া তমসা কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেলে—নিঃশব্দ পায়ে দীপক আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে জানালার কাছে তমসার পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল।]

দীপক। Don't you be sentimental, my friend! জীবন—জীবন নিয়ে খেলা করা চলে না। প্রদীপ আমার বন্ধু;—আমার অন্নদাতা বন্ধু;—তার প্রেমকে তুমি উপেক্ষা করো না। তুমি তাকে বিয়ে কর—এতে তোমার ভাল হবে। লক্ষ্মীটি! তমসা!

লক্ষ্মিটি! তুমি আমাকে ভালবাসো? বেশ তো, তোমার ভালবাসা আমি প্রদীপকে দান করলাম—আমার এই দানকে তুমি সার্থক ক'রে তোলো তমসা। নটের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িও না। (নেপথ্যে ঘুঙুরের শব্দ, দৃশ্য ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে) সুরার নেশা আর নটীর নূপুরের তালে তালে যে জীবনের উত্থান-পতন—তাকে ভালবাসতে নেই, তাকে ভালবাসলে ঠকতে হয়। কোনদিন আমি তোমাকে কোন অনুরোধ করিনি, আজকে আমার এই একটিমাত্র অনুরোধ তুমি রাখো তমসা। লক্ষ্মিটি···তমসা··· লক্ষ্মিটি!

[নেপথ্যে ঘুঙুরের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল, দৃশ্য ঘুরিতে লাগিল]

চতুর্থ দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরিয়া আসিল একটি ছোট সজ্জিত কক্ষে। দেখা গেল, দুইটি তরুণী নৃত্য চর্চ্চা করিতেছে। একজন হাতে তালি দিয়া নাচিতেছে, আর একজন কাছে দাঁড়াইয়া তাহার পা ফেলা দেখিতেছে। একটু পরে দ্বিতীয়াও তাহার সহিত নাচে যোগ দিল। আরও পরে নাচ থামাইয়া]

বীণা। এবারে গানটা গা—

হেনা। —গান—

হাসি মুখের বাসিফুলে ভুলবো না গো ভুলবো না।
এমন ক'রে তোমায় নিয়ে মরণ-দোলায় দুলবো না।
আর তো কভু চাঁদের রাতে
গাইবো না গান তোমার সাথে
আর তো তোমার ফুলের বনে আকাশ-কুসুম তুলবো না।
তোমার তরে রাত্রি আমার হোক না কেন ঘুমহারা।
তবু তোমার ভোর গগনে জাগবো না আর শুকতারা।
হয়ত তখন আঁখির কোণে
ঝরবে ব্যথা সঙ্গোপনে
হয়ত তখন ডাকবে তবু মনের দুয়ার খুলবো না।

[পরস্পরে নাচ ও গান ভাগ করিয়া লইবে]

[প্রকাশের প্রবেশ]

প্রকাশ। মনীষাকে একবার ডেকে দাও।

বীণা। আপনি বসুন. আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

প্রকাশ। তোমরা ছুটিতে নাচ প্র্যাক্‌টিস করছিলে বুঝি?

হেনা। হ্যাঁ, নতুন ব'য়ের নাচগুলো বড় শক্ত।

প্রকাশ। উপায় কি? লোকে যে এখন ওই চায়!

(বীণার প্রবেশ)

বীণা। মনীষাদি আপনাকে একটু বসতে বললেন।

প্রকাশ। আচ্ছা।

বীণা। আয় হেনা. আমরা পাশের ঘরে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করি।

হেনা। চল্। [উভয়ের প্রস্থান]

[প্রকাশ একা একা বসিয়া কী হিসাব করিতে লাগিল। চাকর এক কাপ চা দিয়া গেল। তারও পরে মনীষা প্রবেশ করিল]

মনীষা। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি?

প্রকাশ। না।

মনীষা। তারপর. হঠাৎ বিকেল বেলায় যে! আর একটু পরে আমি তো ওখানেই যেতাম।

প্রকাশ। তা যেতে জানি। কিন্তু আমার বক্তব্যটা সেখানে বলা সম্ভব হ'তো না. কারণ কথাটা একটু গোপনীয়।

মনীষা। গোপনীয় কথা আমার সঙ্গে! বল কি!

প্রকাশ। হ্যাঁ তোমারই সঙ্গে গোপনীয় কথা। কেননা বিষয়টার ওপর তোমারই স্বার্থ নির্ভর করছে।

মনীষা। ভয় পাচ্ছি তোমার কথা শুনে!

প্রকাশ। ভয় পাবারই কথা; শোন! তমসা আমাদের ষ্টেজে আসতে চায়!

মনীষা। তমসা! ও! প্রদীপবাবুর তমসা?

প্রকাশ। তমসা শুধু প্রদীপেরই নয়, দীপকেরও বটে; কারণ দীপক, প্রদীপ, আর তমসা একসঙ্গে পড়তো।

মনীষা। ভাল কথা। কিন্তু তার আসার সঙ্গে আমার স্বার্থ-হানির কী আছে?

প্রকাশ। আছে। তমসার মত শিক্ষিতা মেয়ে ষ্টেজে এলে তোমার নামের ক্ষতি হবে। আমাদের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সেই অসম্মান আমরা সইবো কেমন ক'রে?

মনীষা। বাঁকা ক'রে কথা কইতে তুমি যে একজন ওস্তাদ লোক, সে আমি জানি। তা' তিনি আসছেন কবে থেকে?

প্রকাশ। আসবেনই এমন কিছু ঠিক নেই, আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

মনীষা। তবে তাঁর ইচ্ছেটা অপূর্ণই বা থাকে কেন? তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এস। (কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া) ষ্টেজেতো আসবেনই, না এলে চলে কী ক'রে?

প্রকাশ। মনীষা!

মনীষা। থামো, তোমার বীরত্ব জাহির কোরো তুমি শিফ্‌টারদের কাছে, আর এ্যাপ্রেন্‌টিসদের কাছে। আমার কাছে আস্ফালন

করতে এসো না। আমি সব জানি। (সব্যঙ্গে) কেন, তমসাকে পাবার জন্যে এর চেয়ে বুঝি আর সহজ রাস্তা খুঁজে বার করতে পারলে না ?

প্রকাশ। তমসাকে পাবার! মনীষা, তুমি তোমার অধিকারের বাইরে যাচ্ছো।

মনীষা। জানি। কিন্তু আমার অধিকারের মধ্যে তারাই বা আসে কেন ? কই আমি তো কখনো—

(নেপথ্যে) প্রদীপ। প্রকাশ!

মনীষা। একি! প্রদীপবাবু আসছেন যে! যাও যাও—ওঁকে নিয়ে এসে বসাও।

প্রকাশ। দরকার হবে না, আপনিই আসবে।

মনীষা। দিন দিন তোমার বুদ্ধিটা যে কি হচ্ছে, তা জানিনে। ওঠো না, তমসার কথা না হয় পরেই ভাববে—এই যে! আসুন প্রদীপবাবু—আসুন।

(প্রদীপের প্রবেশ)

মনীষা। (চেয়ার আগাইয়া দিল) বসুন! এক কাপ চা আনতে বলে দিই ?

প্রদীপ। না থাক্। তুমি একবার ভেতরে যাওতো মনীষা, আমাদের একটু দরকারী কথা আছে।

(প্রকাশের দিকে চাহিয়া মনীষা প্রস্থান করিল)—

প্রকাশ! আমি অনেক জায়গায় তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি বলেই এখানে আসতে হ'ল। কথাটা অবশ্য দুঃখের—কিন্তু

এছাড়া আর কোন উপায় নেই। কাল সমস্ত রাত্রি আমি এ নিয়ে ভেবেছি, আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।

প্রকাশ। ভনিতা না ক'রে চট্ ক'রে বলে ফেলো। আমাকে এখুনি উঠতে হবে। রিহার্স্যাল আছে।

প্রদীপ। কথাটা অবিশ্যি থিয়েটার সংক্রান্ত।

প্রকাশ। সেটা বোঝা খুব শক্ত নয়। কিন্তু কথাটা কী?

প্রদীপ। কথাটা হচ্ছে এই যে, আমি আর থিয়েটার চালাতে পারবো না। যথেষ্ট টাকা আমার লোকসান গেছে, কিন্তু আর আমি একটি পয়সাও দিতে পারবো না।

প্রকাশ। তার মানে কী? সামনের শনিবার আমাদের নতন বই খোলা হবে—

প্রদীপ। তা' আমি কী করবো?

প্রকাশ। তা, আমি কী করবো! তুমি আমায় একথা আগে বলোনি কেন? নতন ব'য়ের সমস্ত আয়োজন শেষ হ'য়ে গেছে, ডেট্ পড়ে গেছে! আজকে যে তোমার দু'হাজার টাকা দেবার কথা।

প্রদীপ। আমি দিতে পারবো না, সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি প্রকাশ!

প্রকাশ। তুমি দিতে পারবে না! তা হ'লে কি বলতে চাও, যে তুমি যাবার সময় এই বিরাট ঋণের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে গেলে? কিন্তু আমি কী ক'রে শোধ দেব শুনি!

প্রদীপ। সে তুমি ভেবে দেখ। মোট কথা, আমি আমার শেষ জবাব দিয়ে গেলাম। আশা করি এরপর থিয়েটারের ব্যাপার নিয়ে আর তুমি আমায় বিরক্ত করবে না। তুমি আমার বন্ধু, সে

হিসেবে তোমাকে সদুপদেশ দেবার অধিকার অবশ্যই আমার আছে। তাই বলছি—যদি পারো—থিয়েটার ছেড়ে দাও।

প্রকাশ। শোন প্রদীপ। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—এবারের মত তুমি আমার মুখ রেখো। তোমার ভাই অনেক টাকা, তার থেকে দু'হাজার গেলে তুমি টেরও পাবে না। কিন্তু সেই টাকা অনেকগুলো লোককে অনাহার থেকে বাঁচাবে। এ সময়টা সব থিয়েটারেরই dull যায়, আমাদেরও যাচ্ছে। দেড়মাস থেকে ষ্টাফ্‌কে একটি পয়সা মাইনে দিতে পারিনি, তোমার টাকাটার ওপর ভরসা ক'রে আজ তাদের কিছু কিছু দেবো বলেছি! এই ১৪০ জন লোককে আমি কী বলে ফেরাব? তাছাড়া নতুন ব'য়ের পোষ্টার পড়ে গেছে, ডেট্ পড়ে গেছে। প্রদীপ এবারটির মত আমায় বাঁচাও ভাই। তুমি দেখে নিয়ো নতুন ব'য়ে আমাদের লাভ হবেই হবে।

প্রদীপ। আমায় ক্ষমা কর প্রকাশ। আমি অনেক ভেবে দেখেছি থিয়েটার চালাতে আমি আর পারবো না। হ্যাঁ, দীপককেও একথা ব'লে দিও।

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

[প্রকাশ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। একটু পরে পিছন হইতে ধীরে ধীরে মন্থর পদে দীপক প্রবেশ করিল]

(দীপকের প্রবেশ)

প্রকাশ। (না চাহিয়া) কে?

দীপক। আমি দীপক। বাঘিনী নই বাবা—মানুষ। চেঁচিও না, মেজাজ খারাপ হ'য়ে যাবে।

প্রকাশ। দীপক! আজ রাত্রের মধ্যে দু'হাজার টাকা আমায় কে দিতে পারে—বলতে পার?

দীপক। হুঁ! বরোদার গাইকোয়াড় পারে, রাজা হৃষিকেশ লাহা পারে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক পারে, আরও আরও অনেকে পারে, তাদের সকলের নাকি আবার নাম করতে নেই—হাঁড়ি ফাটে।

প্রকাশ। ঠাট্টা নয়, আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি। আজই রাত্রের মধ্যে দু'হাজার টাকা যোগাড় করতেই হবে! নইলে উপায় নেই। প্রদীপ আর একটি পয়সাও দেবে না—এই মাত্র বলে গেল।

দীপক। প্রদীপ বুঝি নিবে গেল? ও নিববে জানি, কারণ ওর তেল ফুরিয়েছিল বহুদিন, শুধু সল্‌তে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমরা জ্বালিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু এখন উপায়?

প্রকাশ। আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছিনে ভাই।

দীপক। আচ্ছা, তবে আমিই একটু ভেবে দেখি।

[কোণের একখানি চেয়ারে চোখ বন্ধ করিয়া বসিল। ধীরপদে মনীষা প্রবেশ করিল। দেখিল, দুই বন্ধু দু'খানি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে গম্ভীর মুখে প্রকাশের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

মনীষা। কী হয়েছে? প্রদীপ বাবু হঠাৎ চলে গেলেন যে।

প্রকাশ। সে শুধু আমায় বলতে এসেছিল থিয়েটারের জন্য আর সে একটি পয়সাও দেবে না। আমাকে বলে গেল—থিয়েটার তুলে দাও।

মনীষা। বেশতো থিয়েটার তুলে দাও।

প্রকাশ। থিয়েটার তুলে দাও! তুমিও এই কথা বলবে মনীষা? তুমি জানো, কতজন লোক আজ আমার থিয়েটার থেকে অন্নসংস্থান করছে? তাদের বেশীর ভাগ লোকেরই দৈনিক রোজগার তিন আনা থেকে এক টাকার মধ্যে! এই পয়সাও তারা দেড়মাস থেকে পুরোপুরি পাচ্ছেনা; আমি শুধু এই টাকাটার আশায় ছিলাম. ওই রাস্কেল আমায় বলেছিল আজ দু'হাজার টাকা দেবে। আজ যখন সবাই আমার কাছে মাইনে চাইবে, তখন আমি তাদের কী বলে বোঝাব বল তো?

দীপক। ওহে প্রকাশ, আমি অনেক ভেবে দেখলুম,—

প্রকাশ। কিছু ঠিক করলে?

দীপক। না।

মনীষা। (দীপককে) তুমি যে কোন দিন কিছু ঠিক করতে পারবেনা, তা আমরা জানি। আপাততঃ যা পারবে—তাই করোগে; বাড়ীর ভিতর গিয়ে জামা কাপড়টা ছেড়ে এস। কাল সারারাত তন্বী একবার পর আর একবার বার করেছে। ওকে ভালবাসতে না পারো—বেসো না, কিন্তু অনর্থক কষ্ট দাও কেন?

দীপক। কাল রাত্রে!—কেন কাল রাত্রে আমি এসেছিলুম তো? তন্বীর দোর বন্ধ ছিল—বারকতক ঠেললাম, কিন্তু খুললো না। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হ'য়ে ভাবছি,—এমন সময় মনে পড়লো—'তুই বারেবারে ঠেলবি দুয়ার—হয়ত দুয়ার খুলবে না।' ভাবলাম হয় ত সেই জন্যই খুললো না।

মনীষা। কি জন্যে খুললো না?

দীপক। হয়তো বারে বারে ঠেললাম বলেই খুললো না।

মনীষা। ও সব রসিকতা ক'রে তুমি তন্বীকে ভুলিয়ো—আমাকে ভোলাতে পারবে না। আজ তিন বছর তুমি তন্বীকে বিয়ে করেছো, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, একদিনের জন্যও কি তুমি তাকে স্ত্রীর চোখে দেখেছো, একদিনের জন্যেও কাছে ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলেছো? অথচ তুমি জানো—সে তোমাকে কতখানি ভালবাসে!

দীপক। জানতুম না। বেশ, আজ থেকে তাকে খুব আদর করবো। বাস্তবিক স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যে ত্রুটি থাকা উচিত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো মনীষা? বিয়েটাই যেন আমাদের কেমন ভালভাবে হ'ল না। ওকে নিয়ে গেল পুলিশে ধরে নাবালিকা বলে, তোমার কান্নাকাটি দেখে মনটাও কেমন হয়ে গেল—সটান পুলিশে গিয়ে বললাম—আমি ওকে বিয়ে করবো—ছেড়ে দাও। ওরা ছেড়ে দিলে। কিন্তু তারপরে তোমাদের তো উচিৎ ছিল একটা পুরুত ডাকিয়ে ধরে বেঁধে আমাকে দিয়ে কতকগুলো সংস্কৃত মন্তর বলিয়ে নেওয়া। তখন সে সব কিছুই করলে না, এখন তেড়ে গাল দিচ্ছো! এটা কি ভাল?

মনীষা। পুরুতের কথা বাদ দাও। আমাদের ঘরে ক'জনের পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে হয়? আর মন্তরই বা বলে ক'জন? সে কথা যাক্—আমি তন্বীর কথা বলছি! তন্বী তোমাকে ভালবাসে কি না?

দীপক। তা বাসে।

প্রকাশ। তুমি যে ঝগড়া স্বরু করলে মনীষা? আমার কি উপায়

হবে—তা বলে দাও। আজকেই যে আমার দু'হাজার টাকা চাই। এর জন্য আমি হ্যাণ্ডনোট দিতে রাজী আছি।

মনীষা। শোন। প্রদীপ আর টাকা দেবে না বলে গেছে?

প্রকাশ। হ্যাঁ।

মনীষা। নতুন ব'য়ে তোমার লাভ হ'বে বলে মনে কর?

প্রকাশ। নিশ্চয় লাভ হ'বে।

মনীষা। কত টাকা পেলে তোমার এখন চলে।

প্রকাশ। দু'হাজার।

মনীষা। বেশ। আমি তোমায় দিচ্ছি দু'হাজার টাকা। কিন্তু মনে রেখো এর পরে প্রদীপের সংস্পর্শে তুমি যাবে না। আর থিয়েটার সংক্রান্ত সমস্ত পরামর্শ আমার সঙ্গে করবে। যদি দরকার হয় তো আমি এর জন্য সর্বস্বান্ত হ'তে রাজী আছি। তোমাদের ওই বড়লোক বন্ধুটিকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে থিয়েটার চালানো খুব একটা অহঙ্কারের কথা নয়, প্রয়োজন হ'লে অভিনেত্রীরাও ও কাজটা পারে! এস আমার সঙ্গে।

প্রকাশ। মনীষা।

মনীষা। কথা কয়োনা। এস আমার সঙ্গে, আমি তোমায় টাকা দিয়ে দিচ্ছি। [মনীষা ও প্রকাশের প্রস্থান]

দীপক। হুঁ! ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!

[পকেট হইতে চ্যাপ্টা শিশি বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ মদ্য পান করিয়া লইল। তারপর একটা সিগারেট ধরাইতেই তন্বী প্রবেশ করিল]

(তন্বীর প্রবেশ)

দীপক। এস, কাব্যের উপেক্ষিতা ! ম্লানমুখী কেন প্রিয়ে ?

তন্বী। আমায় বলছো ?

দীপক। নইলে এখানে আর কাকে বলবো বল ! চেয়ার টেবিলকে প্রিয়া বলবার মত অবস্থা এখনো আসেনি ! যাক্ কি বলছিলে বলোতো !

তন্বী। তোমার চা আর জলখাবার এখানে এনে দেব ?

দীপক। তা দিলে মন্দ হয় না। এখানে দিলে তোমার স্থবিধে হয় ?

তন্বী। আমার অস্থবিধে হবে না। তুমি যেখানে বলবে আমি সেখানেই এনে দেবো। এখানেই এনে দিচ্ছি।

[চলিয়া যাইতেছিল]

দীপক। তন্বী ! (তন্বী দাঁড়াইল) শোন ! কেন বল দেখি—এত আনুগত্য দেখাচ্ছো ! নিঃশব্দে আমার সেবা ক'রে যাও, অথচ মুখ ফুটে কখনো কিছু চাওনা আমার কাছে—এ'ত ভাল কথা নয়।

(তন্বী মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

এতে ক'রে হচ্ছে এই যে, তোমার অস্তিত্বটা ক্রমে ক্রমে আমি ভুলে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কিছু চেয়ো,—বুঝলে, মাঝে মাঝে কিছু চেয়ে আমাকে জানিয়ে দিয়ো যে তুমি আছো। তাতে কোন দোষ হবে না। বলি—আমি তো তোমার স্বামী।

তন্বী। লোকে তাই বলে।

দীপক। লোকে বলে ? তুমি কি বল ?

তন্বী। আমি তোমার চা নিয়ে আসি।

(চলিতে লাগিল)

দীপক। ও! তুমি বলো—আমি তোমার চা নিয়ে আসি? বেশ, তাই নিয়ে এস।

(তন্বীর প্রস্থান)

[নেপথ্য হইতে একটি সবল কণ্ঠের শব্দ শোনা গেল—কেউ আছেন নাকি ম'শায়?]

[নেপথ্যে] কেউ আছেন নাকি ম'শায়?

দীপক। ওঃ! কী আওয়াজরে বাবা! কে?

[নেপথ্যে] আমি!

দীপক। আমিটি কে, সামনে আসুন।

[দুঃখদহন প্রবেশ করিল। বেশ-বাসে একটি অদ্ভুত গ্রাম্যতার ছাপ। মুখে চোখের চেহারা রূঢ় ও অমসৃণ। মুখের দিকে চাহিলে প্রথমেই তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুইটি নজরে পড়ে। মনে হয় সে দুইটিতে সর্ব্বদাই আগুন জ্বলিতেছে। কিন্তু তাহার স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য সে সর্ব্বদাই হাসিয়া কথা কয়]

দীপক। বলুন, কী বলতে চান।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—আপনি দেখছি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বলতে আমি কিছুই চাই না,—উদ্দেশ্যও কিছুই নেই। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

দীপক। খামোখাই এসেছেন?

দুঃখদহন। প্রায় একরকম তাই। তবে আলাপ পরিচয় করবার ইচ্ছে আছে। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!

দীপক। কোত্থেকে শুভাগমন হচ্ছে—আপনার নাম কী?

দুঃখদহন। আসছি বেলেঘাটা থেকে। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—আমার নাম শ্রীদুঃখ দহন দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

দীপক। দুঃখ দহন আপনার নাম?

দুঃখদহন। আজ্ঞে হ্যাঁ। হেঁ হেঁ···

দীপক। দুঃখদহন কেটে দুঃখবহন করুন। তাতে আপনার চরিত্রের মহিমা বাড়বে!

দুঃখদহন। বেশ, তাই হ'বে। দহন বহন একই কথা। বহন ক'রে নিয়ে গিয়েই তো দহন। হেঁ হেঁ······

দীপক। তা কী জন্য হঠাৎ এবাড়ীতে মহাশয়ের পায়ের ধূলো পড়লো জানতে পারি কি?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—নিশ্চয় নিশ্চয়।

দীপক। তবে বলুন।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এই বলি। আপনার নাম—

দীপক। দীপক।

দুঃখদহন। দী-পক্? হেঁ হেঁ দ্বি-পদ হ'লে বুঝতে পারতাম চতুষ্পদ নয়। কিন্তু দী-পক্? মানেটা কি হ'ল? [বসিল]

দীপক। সেটা আমার বাবা জানতেন, আর তিনি মরবার সময় আমাকে এর মানেটা বলে যাননি। অতএব আমি দুঃখিত। কিন্তু দেখুন দুঃখবহন বাবু, আমি নেশাখোর মানুষ, ইতিমধ্যে খানিকটা পেটেও গেছে, কিন্তু আপনাকে তো আমি সহ্য করতে পারছিনে।

দুঃখদহন। আপনি দেখছি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—না না আমি বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করবো না। এখুনি আমি

কাজের কথা বলছি। আচ্ছা—প্রদীপ বাবুকে আমি কোথায় গেলে পাবো— বলতে পারেন ?

দীপক। কে প্রদীপ বাবু ?

দুঃখদহন। বাবু প্রদীপ চৌধুরী। বাহাদুরপুরের জমিদার বাবু আর আপনাদের থিয়েটারের প্রোপ্রাইটর বাবু।

দীপক। তাঁর বাড়ীতে খোঁজ করুন। এখানে তিনি আসেন না।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ—দেখুন, সে চেষ্টার আমি ত্রুটি করিনি। কিন্তু ভোজপুরীটা বললে যে বাবু আজকাল বাড়ীতে আসেন না। শুনে তো ম'শায় আমার চক্ষুস্থির। তারপরে গেলাম থিয়েটারে— তারা বললে—এখানে তিনি আসেন না, এলাম আপনার এখানে—আপনি বলছেন এখানে তিনি আসেন না, তবে কোথায় তিনি আসেন—সেইটে দয়া ক'রে একবার বলে দিন।

দীপক। আপনি তাঁকে খুঁজছেন কেন বলুন তো ?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ…সে কথা যদি আপনাকেই বলা চলবে, তবে আর তাঁকে খুঁজে মরছি কেন !

দীপক। তা বটে। আচ্ছা দু'জায়গার আমি ঠিকানা দিচ্ছি আপনাকে। যে কোন এক জায়গাতে আপনি নিশ্চয় তাঁকে খুঁজে পাবেন। কাগজ পেন্সিল আছে ?

দুঃখদহন। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

(পকেট হইতে নোট বুক দিল)

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ…আপনি আমাকে বাঁচালেন। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হোন। (চলিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া)

কিন্তু ধরুন যদি তাঁকে এই দু'জায়গাতেই না পাই,—তা হ'লে কি করবো ?

দীপক। তা হ'লে আবার আমার কাছে আসবেন, আমি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমি আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

দুঃখদহন। ও! আপনি বুঝি তাঁর বন্ধু! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ,—তা হ'লেতো আপনি সবই জানেন!

দীপক। কী জানি বলুন তো!

দুঃখদহন। এই তাঁর দেশের ব্যাপার স্যাপার।

দীপক। হ্যাঁ—দেশে তার জমিদারী আছে--- এই জানি।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ---তা হ'লে কিছুই জানেন না। জমিদারীর চেয়েও বড় জিনিষ দেশে আছে। থাক্—এখন সে সব কথা থাক্। আগে এই দু'টো জায়গা ঘুরে আসি, তারপর না হয় আসা যাবে। আচ্ছা আসি তা হ'লে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। বেশ কারবার খুলেছে কিন্তু ছোকরা কোলকাতায় এসে। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ···

(প্রস্থান)

দীপক। কী সব ব্যাজোর ব্যাজোর ক'রে গেল, কিছু বুঝলাম না তো! ব্যাটা যেন মূর্ত্তিমান ব্যাঘাত, দিলে নেশা ফেশা সব ছুটিয়ে।
[তন্বী চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল]
এই যে! রাখো এখানে। আর একটা হুকুম করবো? (পকেট হইতে চাপটা শিশি বাহির করিয়া) এটা ভর্ত্তি করে এনে দেবে?

তন্বী। দাও।

দীপক। তুমি রাগ করছোনা তো তন্বী ?

তন্বী। কেন ?

দীপক। তোমায় এত খাটাই বলে—এত করমাস করি বলে !

তন্বী। না।

[শিশি লইয়া প্রস্থান করিল]

[দীপক জলখাবার খাইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর ভিতর হইতে প্রকাশ ও মনীষা প্রবেশ করিল]

দীপক। টাকাটা কি বাবা মাটির তলায় পোঁতা ছিল ?

প্রকাশ। (হাসিয়া) কেন ?

দীপক। না, বার করতে অনেক দেরী হ'ল কিনা—তাই বলছি ? তা মনীষাকে নিয়ে কি মৃগয়ায় বেরুচ্ছো ?

প্রকাশ। মনে রেখো আমি তোমার ম্যানেজার—সে হিসেবে তোমার গুরুজন।

দীপক। ভুলিনি। তুমি হ'লে আমার গুরু, আঁর (মনীষাকে দেখাইয়া) উনি হ'লেন আমার গুরুতর। কেমন ঠিক বলেছি কিনা ?

প্রকাশ। খুব বলেছো। তা' আজ কি দয়া ক'রে একবার রিহারস্থালে যাবে ?

দীপক। কী ব'য়ের রিহারস্থাল ?

মনীষা। সব সময় উড়ছো আকাশে, মাটির খবর রাখবে কী ক'রে। পরশু আমাদের সুভদ্রাহরণ প্লে না ?

দীপক। ও ! আচ্ছা তবে পরশুই যাব একবারে।

প্রকাশ। একবার রিহারস্থাল দিয়ে নেবে না ?

দীপক। নাঃ।

প্রকাশ। বেশ! মনীষা তুমি তো রিহার্স্যালে যাবে?

মনীষা। হ্যাঁ।

প্রকাশ। তা হ'লে আমার গাড়ীতেই চল।

মনীষা। তাই চলো। শোন দীপক, বাড়ীতে তন্বী রইল।

দীপক। কেন তন্বীর রিহার্স্যাল নেই?

মনীষা। না তার শরীরটা ভাল নেই। তুমি তো একলা বসে বসে কেবল মদ গিলবে, তার চেয়ে ওকে ডেকে একটু গল্প টল্প করো না। শান্তি তো ওকে দিলেই না, এবার না হয় একটু সান্ত্বনাই দাও।

[প্রকাশ ও মনীষার প্রস্থান]

দীপক। তন্বী! তন্বী!

(শিশি লইয়া তন্বীর প্রবেশ)

দীপক। তন্বী! বসো এইখানে, আজ আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেবো, সাংঘাতিক রকম সান্ত্বনা দেবো।

তন্বী। কিসের সান্ত্বনা?

দীপক। ওই দেখ! কিসের সান্ত্বনা দিতে হবে—তাতো কিছু বলে গেল না। কুচ পরোয়া নেই, আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেবই। আচ্ছা—তোমার কোন দুঃখ কষ্ট আছে?

তন্বী। না।

দীপক। কোন অভাব অভিযোগ?

তন্বী। না।

দীপক। কোন শোক তাপ?

তন্বী। না।

দীপক। কোন গোপন প্রেম ট্রেম ?

তন্বী। না।

দীপক। যাচ্চলে ! তবে আর আমি কি সান্ত্বনা দেব !

[চেপ্টা শিশি হইতে পান করিতে লাগিল]

[নেপথ্য হইতে একটা সঙ্গীত মিশ্রিত মত্ত কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল]

দীপক। কোথায় গোলমাল হচ্ছে তন্বী ?

তন্বী। সাম্‌নের বাড়ীতে।

দীপক। ও ! সাম্‌নের বাড়ীতে ? আচ্ছা তন্বী ! সাম্‌নের বাড়ীর জীবন কি তোমার ভাল লাগে না ? (তন্বীর দিকে চাহিয়া) কেন লাগে না ? কেন ? অগাধ ঐশ্বর্য্য, প্রচুর সুখ, অপ্রয়োজনে ওরা হাসে, নেশা ক'রে ওরা কাঁদে। ওদের মাঝে থেকে, ওদের কাছে থেকে শিক্ষা পেয়েও তুমি এমন হ'য়ে গেলে কেন তন্বী ? ভালবাসাকে কোথায় অস্ত্রের মত ব্যবহার করবে, না তুমিই ভালবাসার হাতে অস্ত্র হ'য়ে পড়লে ?

তন্বী। আজ কেন আমায় এমন ক'রে বলছো ? আমি কি কোন দোষ করেছি ?

দীপক। না। দোষ খুঁজে পাচ্ছি না বলেই তো দোষ দিচ্ছি। দোষ করো তন্বী দোষ করো ! পাপে পুণ্যে মেশানো মানুষের মত ভুল করো, অন্যায় করো, তা হ'লে আনন্দ পাবে। এমন ভাবে তুমি কত দিন বাঁচবে ?

তন্বী। আমি তো বাঁচতে চাই না। আমি চাই তোমার চোখের সামনে আমি যেন মরতে পারি।

দীপক। এটাও প্রেমের ভাষা ! প্রেম বলে আমি বাঁচতে চাই না, প্রাণ বলে আমি বাঁচতে চাই। অথচ মজা দেখ, মরে প্রাণ, বাঁচে প্রেম।…তাই তো তন্বী, তুমি যে আমায় ভাবিয়ে দিলে! তুমি আর কি চাও বলতো ? এস, আমার কাছে এসে বসো!

তন্বী। আর চাই, আমার সেই শেষ সময়ে তুমি আমার কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে. আর আমি আস্তে আস্তে মরে যাব।

দীপক। Very bad তন্বী Very bad. এই বয়সে এই সব স্বপ্ন কেন তুমি দেখো ? (উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল) তাই, দিনে রাতে যখনি আমি তোমার দিকে চাই, দেখি সূর্য্যমুখী ফুলের মত তুমি আমার দিকে চেয়ে আছো। কী চাও তুমি আমার কাছে ? ভালবাসা ? নারীর ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না। নারীরা ভালবাসতে জানে না, ভালবাসতে তারা পারে না…[মদ খাইতে লাগিল, তন্বী কাঁদিতে লাগিল] তমসার ভালবাসা আমি বিশ্বাস করিনি. তাই তাকে অম্লান বদনে তুলে দিয়েছি প্রদীপের হাতে ; তোমার ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করিনে তাই তোমাকে দিয়েছি অবাধ স্বাধীনতা। সৃষ্টির প্রথম মানুষ পায়নি প্রিয়ার ভালবাসা. তাই জগতের কোন সন্তান আজ পর্য্যন্ত তার মায়ের ভালবাসা পেলে না। ভালবাসা! মেয়েদের ভালবাসা মানে ভাল বাসা।

তন্বী। আমি তো কোন দিন তোমাকে আমায় ভালবাসতে বলিনি। তুমি আমায় ভাল না বাসো সে আমার সহ্য হবে, কিন্তু… কিন্তু তুমি আমায় বকো না (কাঁদিতে লাগিল)

[দীপক কিছুক্ষণ তন্বীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল, তাহাকে বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল। তারপর তার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল]

দীপক। না, না আমি তোমাকে বকিনি! তন্বী আমি তোমাকে বকিনি। মদ খেলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।...তখন কী বলতে কি বলে ফেলি নিজেই বুঝতে পারি নে। .. ভালবাসো বৈ কি! তুমি নিশ্চয় আমাকে ভালবাসো। কেঁদো না তন্বী। কেঁদো না।...

তন্বী। তুমি আর আমায় বকবে না বল?

দীপক। না, আর আমি তোমায় বকবো না, তুমি চুপ কর। তোমাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এনে, বিয়ে করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু বিয়ে আমাদের হয়নি। তবু সেই সামান্য প্রতিশ্রুতির পথ বেয়ে কেন তুমি এতদূর এগিয়ে এসেছ তন্বী, কেন তুমি পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলে না? কেন একটা মাতালকে লক্ষ্য ক'রে নিজের আশ্রয় ছেড়ে এলে?

তন্বী। তুমি যে আমার স্বামী!

দীপক। আবার সেই কথা, তুমি আমার স্বামী! তমসা সে দিন বলেছিল—ওগো! তুমি কি পাষাণ? আমি সে দিন চুপ ক'রে ছিলাম। আজ তুমি বলছো আমি তোমার স্বামী। আজও আমি চুপ ক'রেই থাকবো। কারণ জবাব আমি দিতে পারি না, জবাব দিতে গেলেই আমি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বো। (তন্বীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীপক

আবার মদ্য পান করিল) কী চমৎকার তোমাকে দেখাচ্ছে আজ তন্বী। সুন্দর মুখখানি বেয়ে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু টস্ টস্ ক'রে গড়িয়ে পড়ছে···আত্মনিবেদনের অশ্রুবিন্দু। অপরূপ অপরূপ! (ধীরে ধীরে তন্বীর কাছে গিয়া তাহার চিবুক থানি তুলিয়া ধরিল) এই ঘন কালো পাঁকের মধ্যে থেকে তুমি কেমন ক'রে ফুটে উঠলে নীলা কমল! তোমাকে দিয়ে আমি কোন্ দেবতার পূজা করবো? (তন্বীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিল) বল তন্বী, তোমাকে দিয়ে আমি কোন্ দেবতার পূজা করবো?

[ধীরে ধীরে মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল]

পঞ্চম দৃশ্য

[বাগান বাড়ীর দোতলা। বড় বড় ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে, তন্মধ্যে একখানি পূর্ণাঙ্গী তমসার। বন্ধুবান্ধবেরা বসিয়া মদ খাইতেছে। মালিনী নাম্নী একটি মেয়ে নাচ আরম্ভ করিয়াছে! মনোহর নামক প্রদীপের মোসাহেব গান গাহিতেছে]

মনোহর :—

—গান—

স্বপনে যে ছিল দূর নভে
বাহুতে সে ধরা দিল কবে।
মরমে লুকানো বাণী-বীণা
ছিল যে সরমে সুরহীনা
সহসা কাহার পরশনে
সাড়া দিল মৃদু গীত-রবে!
বেদনা-বিছানো বনতলে
চুপি চুপি ঝরা ফুল-দলে
আসে বুঝি কার প্রিয়তম—
আজ রজনীতে দেখা হবে।

[গান শেষ হইয়া গেলে প্রদীপ প্রবেশ করিল]

মনোহর। চুপ, চুপ, হুজুর এসেছেন।

প্রদীপ। মনোহর।

মনোহর। আজ্ঞে।

প্রদীপ। এদের সব বাইরে যেতে বল। আমার অনুমতি না নিয়ে এদের এনেছ কেন?

মনোহর। আমি ভেবেছিলাম হুজুরের মন মেজাজ ভাল নেই, তাই—

প্রদীপ। তাই এই সব আয়োজন করেছো? যাও এদের সব বিদেয় ক'রে এস। আমি একলা থাকতে চাই।

মনোহর। যে আজ্ঞে হুজুর। ওহে তোমরা সব এখন বাড়ী যাও। হুজুর একটু একলা থাকবেন।

[সকলে বাহিরে চলিয়া গেল]

প্রদীপ। মনোহর, তুমি যেও না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মনোহর। যে আজ্ঞে হুজুর।

[প্রদীপ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার চোখ পড়িল—তমসার ছবির দিকে। সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া পাত্রে মদ ঢালিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল। একটু পরে]

প্রদীপ। মনোহর।

মনোহর। আজ্ঞে।

প্রদীপ। আমি থিয়েটার তুলে দিলাম।

মনোহর। আজ্ঞে—বেশ করেছেন হুজুর।

প্রদীপ। কেন বেশ করেছি?

মনোহর। আজ্ঞে, কী দরকার ও সব ভ্যাজালে হুজুর? খান্ দান্, ফুর্ত্তি করুন, তা নয়, মাঝে থেকে মিছি মিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট। ন দেবায়—ন ধর্ম্মায়।

প্রদীপ। তা নয় ষ্টুপিড। বাজে বকছো কেন ?

মনোহর। তবে কিসের জন্য হুজুর ?

প্রদীপ। আমি থিয়েটার তুলে দিয়েছি শুধু দীপককে জব্দ করবার জন্য। দীপক আমায় অপমান করেছে, তাকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমার অনুগ্রহ ছাড়া তার বাঁচবার উপায় নেই।

মনোহর। সে তো ঠিক কথা হুজুর।

প্রদীপ। সে দিন তমসার বাড়ী থেকে আমি অপমানিত হ'য়ে ফিরে এসেছি। তমসাকে দীপক আমার মুখের গ্রাস থেকে কেড়ে নিয়েছে। এর জন্য দীপককে আমি কঠিন শাস্তি দেব। ওর ওই সরলতার ভাণ আমি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব।

মনোহর। আপনাকে সে অপমান করে! তার সাহসও তো বড় কম নয় হুজুর! হাজার হোক্ আপনি তার মনিব তো!

প্রদীপ। না, আমি তার মনিব নই, আমি তার বন্ধু। কিন্তু তাই বলে তার অহঙ্কার আমি সহ্য করবো না। সে তমসাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে. এ অপমান আমি জীবনে ভুলবো না।

মনোহর। ভোলা উচিত নয় হুজুর।

প্রদীপ। থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিয়েছি, সেখানে মাসে মাসে পাচশো টাকা ক'রে সে মাইনে পেতো, এই টাকাটার উপর তার অনেক কিছু নির্ভর করতো। দেখা যাক্—এবার সে কী করে। তমসা আর যাই করুক, দীপকের মত একটা দরিদ্রকে সে বিয়ে করবে না নিশ্চয়ই! কি বল মনোহর ?

মনোহর। আজ্ঞে তাই কি কখনো করে হুজুর ?

প্রদীপ। আচ্ছা, ধরো দীপক যদি এতে জব্দ না হয়, তা হ'লে আর কী ভাবে ওকে জব্দ করা যায় সেটা ভেবে দেখেছিলে মনোহর !

মনোহর। আজ্ঞে দীপককে জব্দ করা কি খুব একটা শক্ত ব্যাপার হুজুর ? জব্দ করা যায়, খুবই জব্দ করা যায় ; তবে—সে আপনি করবেন কিনা জানিনে।

প্রদীপ। (চাহিয়া) কেমন ক'রে বলতো !

মনোহর। বলবো হুজুর ?

প্রদীপ। বল !

মনোহর। তা হ'লে বলি হুজুর ?

প্রদীপ। দেখ মনোহর, এই হুজুর হুজুর ক'রেই তুমি আমার মাথাটি খেলে। কি বলবে চট্‌ পট্‌ বল।

মনোহর। আজ্ঞে হুজুর, ওই দীপকের একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছে।

প্রদীপ। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) দীপকের স্ত্রী ! তুমি মাথায় জল দিয়ে এসো মনোহর, তোমার নেশাটা আজ কিছু বেশী হয়েছে। দীপক বিয়েই করেনি !

মনোহর। আজ্ঞে সেই কথা সবাই জানে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি তা নয়। ওই যে তন্বী বলে যে মেয়েটা আছে,—মনীষার বোন হুজুর।

প্রদীপ। হাঁ হাঁ বল, আমি বুঝতে পেরেছি।

মনোহর। সেই মেয়েটা হুজুর। দীপক তাকে বিয়ে করেছে, আর ভালও বাসে নাকি খুব।

প্রদীপ। তুমি এ খবর কি করে জানলে ?

মনোহর। ও আমি অনেক দিন থেকেই জানি হুজুর। তিন বছর আগে মেয়েটাকে বুঝি পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, ওই দীপক তখন থানায় গিয়ে ওকে বিয়ে করবে বলে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।···আর হবেই বা না কেন হুজুর, মেয়েটা দেখতে শুনতে তো—

প্রদীপ। হ্যাঁ, খুবই ভাল। সাধারণ ভদ্রলোকের ঘরেও অমন রূপ চট্‌ ক'রে চোখে পড়ে না।···হুঁ! তন্বী তাহ'লে দীপকের স্ত্রী?

মনোহর। হ্যাঁ হুজুর।

প্রদীপ। বটে! অথচ এই কথাটা দীপক বরাবর আমার কাছে গোপন করে এসেছে! উঃ! সে দিন এ খবরটা যদি আমি জানতে পারতাম, যাক্‌—তাকে জব্দ করবার কথা কী বল্‌ছিলে?

মনোহর। বলছিলুম কি—যে এই তন্বী মেয়েটিকে যদি বাগান বাড়ীতে এনে আটকে রাখেন—তবে দীপককে খুব জব্দ করা যায়।

প্রদীপ। কেমন ক'রে?

মনোহর। তন্বীর শোকে দীপক তাহ'লে পাগল হয়ে যাবে। তখন তমসার কাছে তার আসল রূপ আপনি বেরিয়ে পড়বে।

প্রদীপ। হুঁ! কথাটা তুমি মন্দ বলোনি মনোহর। কিন্তু কাজটা যত সহজ ভাবছো, তত সহজ নয়। সে মনীষার বোন,—আর মনীষাকে আমি খুব চিনি, তার চোখে ধূলো দিয়ে তন্বীকে ভুলিয়ে আনা তোমার কাজ নয় মনোহর।

মনোহর। আজ্ঞে হুজুর, আমার কাজতো নয়ই! আমিই বা অত বোকামী করতে যাবো কেন? লোক আমি আনিয়ে

রেখেছি হুজুর, নীচের হল ঘরে তিনি বসে আছেন, হুকুম করলেই তাঁকে হুজুরের কাছে নিয়ে আসতে পারি।

প্রদীপ। ও! কাজ তাহ'লে অনেকটা এগিয়ে রেখেছো বল! কিন্তু মানুষটি কে?

মনোহর। মিসেস্ তরলিকা তলাপাত্র, বিশ্বনারী সংরক্ষণী সমিতির Calcutta Branchএর সেক্রেটারী হুজুর। বহু কষ্টে তাঁকে রাজী করিয়েছি।

প্রদীপ। বল কি মনোহর! বিশ্বনারী সংরক্ষণী সমিতির সেক্রেটারীকে দিয়েই তন্বী হরণ করতে চাও? সাবাস মনোহর সাবাস!

মনোহর। আজ্ঞে হুজুর, টাকা দিলে কী না হয়?

প্রদীপ। তা বটে। টাকা দিলে কী না হয়? আচ্ছা, তাঁকে নিয়ে এস।

মনোহর। যে আজ্ঞে হুজুর।

[মনোহরের প্রস্থান]

[প্রদীপ মদ খাইতে লাগিল। পিছন হইতে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল সনাতন। থিয়েটারে দ্বাররক্ষী ইত্যাদি সাজে, অথচ চালে চলনে মনে হয় প্রধান অভিনেতা। প্রদীপ এক চুমুক মদ খাইয়া গেলাসটি টেবিলের উপর রাখিতেই পিছন হইতে সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিল]

সনাতন। জুড়িয়ে যাচ্ছে পেসাদটা দিন।

[প্রদীপ হাসিয়া গেলাসটি তাহাকে দিল। সে তাহা এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিল]

প্রদীপ। তারপর সনাতন! কী খবর?

সনাতন। আমার যে এদিকে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, সে খবর কিছু রেখেছেন?

প্রদীপ। কেন কী হয়েছে?

সনাতন। যা হবার তাই হয়েছে স্যার। আমি রেস্লাসে'র টিকিট কিনে মরেছি।

প্রদীপ। ও! এই খবর? এ ত সুখবর!

সনাতন। আপনিতো স্যার সুখবর বলে খালাস, আমি যে এদিকে গেলুম। আমার ঘুম নেই, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, দিনরাত কেবল দেখি ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে। আবার আমার ঘোড়াটা শুনলুম—নামজাদা। তাহ'লে আমার সর্ব্বনাশের আর বাকী কি রইল?

প্রদীপ। কি সব বাজে বকছো সনাতন? টাকা পাবে, তার আবার সর্ব্বনাশ কী হে?

সনাতন। আপনি বুঝবেন না স্যার, আপনি বুঝবেন না—ওই টাকা পাওয়াটাইতো সর্ব্বনাশ! মনে করুন আমার ঘোড়াটা যদি ফার্ষ্ট হয়—ওরে বাবারে বাবা।

[চেয়ারে গা এলাইয়া দিতেই মিসেস তরলিকা তলাপাত্রকে লইয়া মনোহর প্রবেশ করিল। তরলিকা তলাপাত্রের বয়স হইয়াছে, তবু প্রসাধনের চাকচিক্য কমে নাই। ক্ষণে ক্ষণে ভ্যানিটি কেশ খুলিয়া রূপ-সংস্কার করেন। কথাগুলি সর্ব্বদাই নাক উঁচু করিয়া বলেন]

তরলিকা। নমস্কার !

প্রদীপ। নমস্কার মিসেস—

তরলিকা। তলাপাত্র if you please.

সনাতন। ওরে বাবা এই যদি তলাপাত্র হয় তবে ভরাপাত্র না জানি কেমন ছিল ?

তরলিকা। ইনি ?

সনাতন। আমি সনাতন।

তরলিকা। মানে ?

সনাতন। মানে আমি সনাতন, চিরকাল আছি, চিরকাল থাকবো।

তরলিকা। কিন্তু আপনাকে এখন এখান থেকে একটু উঠতে হ'বে যে।

সনাতন। যা পারবো না, সে সব কথা বলে লাভ কী বলুন ?

তরলিকা। তার মানে আপনি যাবেন না ?

সনাতন। না।

তরলিকা। কিন্তু আপনাকে উঠতেই হ'বে। কারণ আমরা এখন এমন কথা কইবো which is urgent and confidential too !

সনাতন। বেশতো, প্রাইভেট কথা কইবেন, এতো সুখের কথা। মনে করুন না—আমি এখানে নেই।

তরলিকা। Disgusting ! ম্যারিকায় আমি এমন incorrigible লোক দেখিনি !

সনাতন। কোন দেশ বল্লেন ?

তরলিকা। ম্যারিকা—ম্যারিকা।

সনাতন। আপনি পাগল হয়েছেন? কোলকাতার ছেলে ম্যারিকায় জন্মাতে যাবো কোন্ দুঃখে? সেখানে যখন রাত, এখানে তখন দিন। জন্মালেই হ'ল?

প্রদীপ। ওহে সনাতন! কেন গোলমাল করছো? ওঁর সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা আছে। তুমি একটু পরে আবার এসো। মনোহর তুমিও যাও।

সনাতন। আপনি প্রোপ্রাইটার মনিষ্যি স্যার, আপনার কথা আমি শুনতে বাধ্য। আচ্ছা।

[মনোহর ও সনাতন উঠিয়া পাশের ঘরে গেল]

প্রদীপ। মনোহরের কাছে সব শুনেছেন বোধ হয়?

তরলিকা। হ্যাঁ, সবই শুনেছি। কি জানেন, এ সমস্ত পেটি কেসে ট্রাব্‌ল্ দেয় বেশী। যা হোক্—আপনার জন্যে কাজটা আমি না হয় করেই দেব। কিন্তু—

প্রদীপ। হ্যাঁ, আপনার পারিশ্রমিক কত দিতে হবে এর জন্যে।

তরলিকা। এক হাজার। সকলের সুবিধের জন্যে এই পপুলার রেটই আমায় রাখতে হয়েছে। আদ্দেক টাকা কিন্তু আজই দিতে হবে।

প্রদীপ। নিশ্চয়। এক্ষুণি আমি আপনাকে চেক দিয়ে দিচ্ছি।

তরলিকা। বেশ। কিন্তু একটা কথা, কাল এই চেক ক্যাশ হ'লে তবে আমি কাজে হাত দেব।

প্রদীপ। তাই দেবেন।

তরলিকা। মেয়েটির নাম ঠিকানা দরকার হবে।

প্রদীপ। কাল সকালে মনোহর আপনার কাছে যাবে।

তরলিকা। থাক্। আমি তবে আজ আসি?

(প্রস্থান)

(সনাতন ও মনোহরের প্রবেশ)

সনাতন। গেছেন?

প্রদীপ। হ্যাঁ। তুমি নির্ভয়ে আসতে পারো। মনোহর তুমি এবারে বাড়ী যাও। কাল সকালে একবার এস—কথা আছে।

মনোহর। যে আজ্ঞে হুজুর।

প্রদীপ। আর শোন, এই দশটা টাকা রেখে দাও—তোমারও তো সংসার খরচ আছে। যাও।

[মনোহরের প্রস্থান। প্রদীপ মদ খাইতে লাগিল]

তারপর সনাতন! থিয়েটার যে তুলে দিলাম, এবার যাবে কোথায় তোমরা?

সনাতন। কোথায় থিয়েটার তুলে দিলেন স্যার? কালতো আমাদের সুভদ্রা হরণ প্লে।

প্রদীপ। সেকি! কাল প্লে কি রকম? তোমরা মাইনে পেয়েছো?

সনাতন। আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু পেয়েছি বৈকি।

প্রদীপ। হুঁ।

[স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া]

প্রদীপ। প্রকাশকে এই টাকা কে দিয়েছে তুমি আমায় বলতে পার সনাতন?

সনাতন। না স্যার, ঠিক বলতে পারবো না, তবে কানাঘুষোয় শুনেছি —মনীষা দিয়েছে।

প্রদীপ। মনীষা দিয়েছে? সে কোথায় টাকা পাবে?

সনাতন। কী যে বলেন স্যার, মনীষা কোথায় টাকা পাবে?—কেন আপনার আমার কাছ থেকেই পাবে!

প্রদীপ। (উঠিয়া দাঁড়াইল) ও! আমাকে তাহ'লে এবার এইভাবে অপমান করা হ'ল?···দীপক, দীপক—আমি জানি সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে ওই দীপক। ও আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, তমসাকে ও আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে, মনীষার কাছ থেকে ট কা নিয়ে প্রকাশকে দিয়েছে; মুখে হেসে ও কথা কয়—কিন্তু ওর অন্তর-ভরা বিষ।

[পায়চারী করিতে করিতে]

আচ্ছা—আচ্ছা—এর শোধ যদি তুলতে না পারি, তবে আমার নাম প্রদীপ চৌধুরীই নয়!···আমার পায়ের ধুলোর যে যোগ্য নয়, সে এসেছে আমাকে জব্দ করতে! আচ্ছা —আচ্ছা—দাঁড়াও! (অন্যমনস্ক ভাবে সনাতনের দিকে চাহিয়া) এমন শিক্ষা আমি তোমাকে দেব—যে জীবনে তুমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অকৃতজ্ঞ শয়তান—তোমার ব্যবস্থা আমি করছি।

সনাতন। তা' আমি কি করলাম স্যার। আমার উপর তড়্‌পাচ্ছেন কেন? একে আমি মরছি নিজের জ্বালায়—তার ওপর—

প্রদীপ। তোমায় বলিনি ইডিয়ট্। তুমি যাও এখান থেকে। যাও যাও এখান থেকে যাও! আমি এখন একলা থাকবো—যাও!

সনাতন। এখুনি যাচ্ছি স্যার, কিন্তু আবার কাল আসবো। কী

মুস্কিল ! আমার দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচিয়ে নিজের মনে কথা কইছেন !

[সনাতনের প্রস্থান। প্রদীপ চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর দেয়ালে ঝোলানো চাবুকখানি হাতে তুলিয়া লইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া তমসার ছবিখানি চোখে পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল]

প্রদীপ। অত সহজে আমাকে জব্দ করতে পারবে না তমসা দেবী। অত্যন্ত ডাকসাইটে জমীদার বংশের ছেলে আমি, তোমাদের মত দুটো বদমাইস কুকুরকে শায়েস্তা করা আমার পক্ষে এক মিনিটের কাজ। আমি জানি আমাকে এই ভাবে অপমান করার মূলে তোমারও সম্মতি আছে।···সুন্দর মুখ ! তোমার ওই সুন্দর মুখ আমি চাবুক মেরে লাল করে দেব। (সপাং সপাং করিয়া ছবির উপর চাবুক মারিল) এইবার— কোথায় যাবে তুমি ? প্রদীপ চৌধুরীর চাবুক প্রেম মানে না, কান্না মানে না, নারীর অহঙ্কারকে সে চাবুক মেরে তার পায়ের কাছে নামিয়ে আনে।

[সপাং সপাং করিয়া উন্মাদের মত তমসার ছবিতে চাবুকের আঘাত করিতে লাগিল। এমন সময় পিছন হইতে হঠাৎ তমসা সেই ঘরে ঢুকিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে দুই এক পা আগাইয়া আসিয়া ছবিটিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল]

[প্রদীপ তমসাকে দেখিয়া প্রথমে বিবর্ণ হইয়া গেল, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিল।]

প্রদীপ। তমসা !

তমসা। কাল থিয়েটারে যাবার কথাটা মনে করিয়ে দিতে এলুম।

প্রদীপ। তমসা ! আমি—আমি তোমাকে—

তমসা। —চাবুক মারছিলে ? সেটা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু এর মানে কী জিজ্ঞেস করতে পারি ?

প্রদীপ। তমসা—

তমসা। ক্ষমা চাইবার দরকার নেই, তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু নিজের নির্জ্জন ঘরে এইভাবে একটী মেয়ের ছবিকে তুমি চাবুক মারছো!—লোকে দেখলে বলবে কী ?

প্রদীপ। আমি অন্যায় করেছি তমসা।

তমসা। এক-শোবার অন্যায় করেছো ! ভবিষ্যতে আর এমন অন্যায় করো না। তা হ'লে লোকে তোমাকে পাগল ভাববে।

প্রদীপ। সত্যি, সত্যি—আমি পাগল হ'য়ে গেছি। তোমাকে না পেয়ে আমার মাথার ঠিক নেই তমসা। কেন—কেন তুমি দীপককে ভালবাসবে আমার চেয়ে বেশী ? প্রতিবাদ কোরোনা তমসা, আমি জানি দীপককে তুমি ভালবাসো। তাই সেইদিন যখন আমাকে বিয়ে করবার জন্য দীপক তোমাকে অনুরোধ করলো, তুমি একটি কথাও কইলে না।

তমসা। কথা কইবার দরকার হয়নি বলেই আমি চুপ ক'রে ছিলাম। ভালবাসা ওজন করে মেপে নেবার বস্তু নয় প্রদীপ—এই কথাটা সব সময় মনে রেখো।

প্রদীপ। কিন্তু তুমি দীপককে জানো না। দীপক এতকাল ধরে তোমার সঙ্গে মিশছে, তবু তার আসল রূপ তুমি চিনতে পারোনি। দীপক তোমার সঙ্গে কতখানি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে—তা জানো?

তমসা। না, বল।

প্রদীপ। দীপক বিবাহিত। আমার ষ্টেজের অভিনেত্রী মনীষার বোন তন্বীকে সে বিয়ে করেছে। আজ তিন চার বছর ধরে ওরা বিয়ে ক'রে সংসার করছে, এ খবর তুমি রাখো?

তমসা। রাখি। কিন্তু বিয়ে ক'রে সংসার করছে, এই চমৎকার খবরটি তোমায় কে দিলে প্রদীপ? দীপক আমার কাছে সব কথা ব'লেছে, সে তন্বীকে বিয়ে করেনি, যদিও তন্বী তাকে স্বামীর মত ভক্তি করে, সেবা করে।

প্রদীপ। দীপকের এই সব গাঁজাখুরী গল্প তুমি বিশ্বাস করো? তন্বী তাকে স্বামীর মত ভক্তি করে, সেবা করে, আর দীপক তাকে স্ত্রীর মত দেখে না, একথার কোন অর্থ হয়?

তমসা। (গম্ভীর হইয়া) হয়ত হয়না। কিন্তু দীপকের সঙ্গে অন্য কোন মানুষের তুলনা চলে না প্রদীপ। ও একেবারে সৃষ্টিছাড়া। যে মেয়ে ওর ভালবাসা পাবার দুরাশা করে,—তার দুর্ভাগ্যের তুলনা হয় না। যাক্—সে সব কথা, তোমার কোন ভয় নেই, আমি যদি কেঁদে তার পায়েও লুটিয়ে পড়ি, তবু দীপক আমায় বিয়ে করবে না। অতএব বিয়ে আমার হয়ত তোমার সঙ্গেই হবে। (হাসিয়া) তখন নির্জ্জন ঘরে চাবুক মারবার জন্য ছবির আর দরকার হবে না, মানুষ-টাকেই পাবে।

প্রদীপ। আমায় ক্ষমা কর তমসা।

তমসা। তোমার ক্ষমা চাওয়া যত সহজ, তোমার চাবুক মারাও তত সহজ। কে জানে—নারীর ভালবাসাকে তুমি হয়ত তোমার জমিদারীর প্রজা বলেই মনে কর। যাক্, তোমার সঙ্গে এ সব কথা কইতে আমি এখানে আসিনি, অন্য কথা আছে।

প্রদীপ। বল।

তমসা। কাল তোমাদের 'সুভদ্রাহরণ' প্লে দেখতে যাব ঠিক করেছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

প্রদীপ। আমি পারবো না তমসা।

তমসা। কেন?

প্রদীপ। থিয়েটারের সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি থিয়েটার তুলে দিয়েছি।

তমসা। তুমি তুলে দেওয়ার পরও তারা যখন রেখেছে—তখন সেটাকে উৎসাহ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। বেশতো আমরা টিকিট কেটে যাব!

প্রদীপ। হ্যাঁ, তা হ'লে যেতে পারি।

তমসা। বেশ, এই কথা রইল। তবে কাল তুমি এখানে থেকো, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

প্রদীপ। আচ্ছা। কিন্তু তুমি একটু দাঁড়াও তমসা, আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।

তমসা। এস। হ্যাঁ, আর একটা কথা প্রদীপ, তুমি ওই চাবুকটাকে আর ছবিটাকে এক ঘরে রেখোনা। হয় ছবিটাকে রেখে চাবুকটাকে ফেলে দাও, নয়ত চাবুকটাকেই রেখে ছবিটাকে ঘর থেকে বার করে দাও।—বুঝলে?

প্রদীপ। আমার অপরাধ হয়েছে তমসা, তুমি ক্ষমা কোরো। আমি যে কত অসহায়, তা যদি তুমি জানতে, তবে আমার প্রেমকে তুমি এই ভাবে দুই পায়ে দলে যেতে না। জগতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। বাপ নেই, মা নেই, স্ত্রী নেই।

[নেপথ্যে হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ করিয়া কে যেন হাসিয়া উঠিল]

প্রদীপ। (চমকিয়া) কে ?

[নেপথ্যে] আমি···বাবাজি—আমি। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, ভেতরে যেতে পারি ?

প্রদীপ। কে তুমি, ভেতরে এস।

[হেঁ হেঁ করিয়া হাসিতে হাসিতে দুঃখদহনের প্রবেশ। হাতে লাঠি, বগলে ছাতা। তাহাকে দেখিয়া প্রদীপের মুখ শুকাইয়া গেল]

প্রদীপ। তুমি এখানে কী ক'রে এলে ?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ "মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিন্"। তোমার জন্য সবই করতে হচ্ছে বাবাজী। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। তারপর! তুমি ভাল আছো ?

প্রদীপ। হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। কিন্তু তুমি—

দুঃখদহন। আমি ? আমিও ভাল আছি বাবাজী! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, ভাল না থাকলে আমাদের চলে কী ক'রে বাবাজী! তার পর ? ইনি কে ?

প্রদীপ। উনি তমসা দেবী, আমার বান্ধবী।

দুঃখদহন। তমসা! (নোট বুক বাহির করিয়া দেখিয়া) হ্যাঁ, আপনারও বাড়ীতে গিয়েছিলাম। হেঁ হেঁ হেঁ—কিন্তু আপনাকে খুঁজে পেলাম না।

তমসা। কেন? কোন দরকার ছিল কি আমার সঙ্গে?

দুঃখদহন। না। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, যদিও ঠিকানাটা আপনার, কিন্তু দরকারটা ছিল এঁর সঙ্গে। যাই হোক, পাওয়া যে গেছে হেঁ হেঁ এই আমার বহু ভাগ্য।

প্রদীপ। কিন্তু আমি তো এখন বেরুচ্ছি। তুমি কালকে এসো।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ অত সহজ নয় বাবাজী। তুমি বললে কাল এসো, আর আমি কাল আসবো, এখন কি আর দেহে সে শক্তি আছে? আবার কাল কেন বাবাজী, হেঁ হেঁ আজই যা হোক ক'রে ফেলো।

প্রদীপ। কিন্তু আমি যে এখন বেরুচ্ছি।

দুঃখদহন। বেশতো, হেঁ হেঁ বেরুনোটা না হয় একটু পরেই হবে বাবাজী! আমার কথাটাও এক মিনিটের।

প্রদীপ। আচ্ছা দাঁড়াও। (তমসার কাছে গিয়া) তমসা, তুমি এক বারটি ওই ঘরে গিয়ে বোসো লক্ষীটি, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি। (তমসার প্রস্থান)

প্রদীপ। (গম্ভীর কণ্ঠে) তুমি কোলকাতায় কবে এলে।

দুঃখদহন। তা' আজ পাঁচ ছ' দিন হ'ল বৈকি। হেঁ হেঁ তুমিতো বাবাজী ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠেছো—খুঁজে খুঁজে বুড়ো মানুষ মরি আর কি!.. তা' মেয়েটি তো দেখতে শুনতে বেশ...হেঁ হেঁ বলি, বিয়ে টিয়ে করেছো না কি?

প্রদীপ। না।

দুঃখদহন। তা হ'লে বুদ্ধি শুদ্ধি হেঁ হেঁ একেবারে লোপ পায়নি? হাজার হোক···হেঁ হেঁ বনেদী বংশের ছেলে তো! তা এখানে তো বেশ ভোল ফিরিয়েছো বাবাজী!

প্রদীপ। বাজে কথা থাক। কি বলতে চাও—চট্ ক'রে বলো। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

দুঃখদহন। তা বললে কি চলে বাবাজী! হেঁ হেঁ সময় নেই বললে কি চলে! সময় ক'রে নিতে হয়। আমার বলবার কথা বিশেষ কিছু নেই, শুধু হেঁ হেঁ আমার সঙ্গে তোমাকে একবার যেতে হবে।

প্রদীপ। কিন্তু আজ কি ক'রে হয়!

দুঃখদহন। আজই হতে হবে বাবাজী! হেঁ হেঁ তিন চার বছর পরে দেখা হ'ল, সাদর সম্ভাষণ করলে না—তা না করলে—নাই করলে—দুঃখ্ নেই, কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে তোমাকে হবেই। নইলে···হেঁ হেঁ, আবার তোমাকে কোথায় খুঁজবো বল?

প্রদীপ। তুমি বাগানের ঠিকানা কী ক'রে পেলে?

দুঃখদহন। সেও এক মজার কথা। থিয়েটার থেকে গেছি মনসা না মনীষা কে একটা মেয়ের বাড়ী, সেখানে হেঁ হেঁ দীপক বলে তোমার এক বন্ধু দুটো ঠিকানা দিয়ে দিলে, একটা ঐ তমসার বাড়ী, আর একটা এই বাগান বাড়ী। তা সে যাক্ কষ্টের কথা যাক্,—কষ্ট হয়েছে—আমার হয়েছে, তোমাদের জন্যে সারাজীবন কষ্ট ক'রে এলাম—আর আজ এইটুকু পারবো না? নাও চলো।

প্রদীপ। দীপক! দীপক তোমাকে আমার ঠিকানা দিয়েছে—না? দীপক দিয়েছে?

দুঃখদহন। তার ওপর রাগ ক'রে কোনই লাভ হবে না বাবাজী! হেঁ হেঁ সে অতি খাসা ছোক্‌রা। যাক্‌ চল।

প্রদীপ। হ্যাঁ যাচ্ছি চলো। দীপকের কাছে কি বলেছো?

দুঃখদহন। কিছুই বলিনি বাবাজী, হেঁ হেঁ কিছুই বলিনি। তোমার যাতে অপকার হয়, সে কাজ কি আমি করতে পারি? তুমিই বল!

প্রদীপ। তুমি কবে এসেছ বললে?

দুঃখদহন। আমি এসেছি কেন বাবাজী, হেঁ হেঁ আমরা এসেছি। তা' আজ দিন পাঁচ ছয় হ'ল বৈকি!

প্রদীপ। তমসা!

(তমসার প্রবেশ)

তমসা। হয়েছে তোমার? চলো।

প্রদীপ। আমাকে একটা বিশেষ দরকারে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার বেরুতে হচ্ছে, তাই তোমার সঙ্গে যেতে পারছিনে। তা হ'লে ওই কথাই রইল, কাল তুমি আমাকে তুলে নিয়ে যাবে—কেমন?

তমসা। ইনি কে?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ আমার পরিচয়তো এক কথায় হবেনা মা লক্ষ্মী! তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি—

প্রদীপ। আর দেরী ক'রে লাভ নেই চল।

[অগ্রসর হইল]

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ তবে আর বলা হ'লনা মা লক্ষ্মী। কারণ উনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন—আর দাঁড়াতে পারছেন না। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, তা হ'লে ওই কথাই রইল, কাল তুমি ওঁকে তুলে নিয়ে যাবে, শুধু আজ আমি ওঁকে তুলে নিয়ে গেলাম। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।...

[দুজনে বাহির হইয়া গেল।
তমসা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

[মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরিয়া আসিল একখানি ছোট ড্রয়িং রুমে। বৃদ্ধ যদুপতি খবরের কাগজ দুই হাতে মেলিয়া ধরিয়া চেয়ারে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহার নাক ডাকার তালে তালে খবরের কাগজখানি ওঠা নামা করিতেছে। একটু পরে তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন]

যদুপতি। নিতাই!

নিতাই। [নেপথ্যে] আজ্ঞে যাই।

(কলিকা লইয়া ফুঁ দিতে দিতে নিতাইয়ের প্রবেশ)

যদুপতি। কোথায় ছিলে?

নিতাই। আজ্ঞে বাইরে।

যদুপতি। বাইরে কেন? আমি যখন ভেতরে আছি, তখন তুমি বাইরে কেন? বলি আমি বাইরে গেলে তুমি কি ভেতরে আসবে?

নিতাই। আজ্ঞে না।

যদুপতি। (চীৎকার করিয়া) তবে? যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! বেটা হতভাগা,—হারামজাদা, পাজী, জুতিয়ে একবারে মুখ লাল ক'রে দেবো (উঠিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে) বাতাস কর! (নিতাই কিছুক্ষণ বাতাস করিল) তামাক দে।

[নিতাই তামাক দিয়া নলটা হাতে দিল। কর্ত্তার নাক ডাকিতে লাগিল]

(বনলতা প্রবেশ করিল)

বনলতা। দাদু ঘুমিয়েছেন নিতাইদা ?

নিতাই। হ্যাঁ।

বনলতা। আচ্ছা তবে এখন থাক্—উনি উঠলে তুমি আমায় একবার ডেকোতো নিতাইদা। কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

নিতাই। আচ্ছা।

[বনলতার প্রস্থান]

যদুপতি। (হঠাৎ জাগিয়া)—নিতাই !

নিতাই। আজ্ঞে।

যদুপতি। গ্যাখ,—আমি মরে গেলে তুই দেশে চলে যাস।

নিতাই। আজ্ঞে তাই যাবো।

যদুপতি। (চীৎকার করিয়া) কেন যাবি ?···বলি এখানে কি তোর মন টেকেনারে হারামজাদা ? তুই আমারই খাবি, আমারই পরবি, আর দেশে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে থাকবি ? জুতিয়ে তোর মুখ আমি লাল ক'রে দেবো। ব্যাটা উল্লুক কোথাকার—শূওরের বাচ্চা—(উঠিতে যাইয়া বসিয়া শান্ত-স্বরে) বাতাস কর, (নিতাই বাতাস করিল)—তামাক দে। (তামাক দিল)

(বনলতা প্রবেশ করিল)

বনলতা। দাদু !

যদুপতি। কে নাতবৌ ? এস ভাই এস। এই এক চাকর নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা। কোন কাজকর্ম্ম বোঝে না, অথচ চাকরী করছে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর।—কী খবর বলতো ভাই ?

বনলতা। আমি বলছিলাম কি—রায়বাবুদের নতুনগঞ্জের যে জমিদারীটা বাকী খাজনার দায়ে নিলেমে বিকিয়ে যাচ্ছে—ওটা আমি কিনবো দাদু ?

যদুপতি কিনতে ইচ্ছে হয়েছে কেনো, কিন্তু কেনই বা শুধু শুধু তোমার জমিদারী বাড়াচ্ছো নাতবৌ ; যাক্—তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে কেনো। কত পড়বে বলে মনে হয় ?

বনলতা। সামান্য। হাজার পঁচিশেক লাগবে বোধ হয়।

যদুপতি।

বনলতা। খাবেন চলুন। আপনি কাগজ পড়ছিলেন বলে আমি একবার এসে ফিরে গেছি।

নিতাই। কোথায় কাগজ পড়ছিলেন, উনিতো ঘুমুচ্ছিলেন দিদি।

যদুপতি। ঘুমুচ্ছিলেন! তুই দেখেছিস আমি ঘুমুচ্ছিলাম ? আচ্ছা বেশ পরীক্ষা নে দেখি—ও! তুই তো আবার ইংরেজী জানিসনে। ব্যাটাচ্ছেলে—তুই কথা কইতে আসিস্ কোন সাহসে ? মনিবে-মনিবে কথা হচ্ছে। জুতিয়ে লাল ক'রে দেবোনা! শূয়ার, উল্লুক, বাঁদর, ষ্টুপিড্ কোথাকার! ফের যদি—বাতাস কর! (বাতাস করিল) তামাক দে! (নল ধরিল) না থাক্—খেয়ে আসি আগে, তারপর এসে তোকে তাড়িয়ে দেব। তোকে আর আমি রাখবোনা। তুই খেয়ে দেয়ে আজই চলে যাবি, বুঝলি ? (উঠিয়া যাইতে যাইতে) খেয়ে যাবি। তোকে আমি জবাব দিলুম।

নিতাই। আজ্ঞে আচ্ছা।

যদুপতি। আচ্ছা বার করছিরে ব্যাটাচ্ছেলে। সাহস কত! জবাব

দিলুম—তা বলে—আচ্ছা। দাঁড়া আমি খেয়ে আসি আগে। এস নাত বৌ।

[প্রস্থান]

বনলতা। পঞ্চাশ বছরে এমনি জবাব তোমার কতবার হয়েছে নিতাইদা !

নিতাই। তা মিনিটে মিনিটে দিদি। একবার জানো দিদি—সত্যি আমি চলে গিয়েছিলাম। তারপর দিন ভোরবেলায় বাবু নিজে আমার বাড়ীতে গিয়ে পা থেকে জুতো খুলে আমায় মারতে মারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তোমার শ্বশুর তখন সবে বিয়ে করেছে। কী তেজী পুরুষ ছিল দিদি। বাড়ীতে যখন থাকতেন—একেবারে টু শব্দটি করা বারণ। কোথায় চলে গেল তারা ! তাইতো ভাবি দিদি, যে এরপর কী ক'রে চলবে ?

বনলতা। ঠিক চলে যাবে নিতাইদা ! কিচ্ছু আটকে থাকবে না। স্রেফ্ জমিদারী বাড়াতে বাড়াতেই একদিন পটল তুলে দেবো। ব্যস !—তুমিও এই ফাঁকে চট্ ক'রে ছুটো খেয়ে নাওগে নিতাইদা।

নিতাই। যাই দিদি।

[নিতাই চলিয়া গেল। বাহির হইতে প্রবেশ করিল সরমা, পাশের বাড়ীর মেয়ে]

বনলতা। সরমা ! হঠাৎ এত রাত্তিরে যে !

সরমা। একটা বিশেষ দরকারে আসতে হ'ল দিদি। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

বনলতা। কেন, তোর হবু বর বুঝি আরও কিছু টাকা চেয়েছে ?

সরমা। না। সে তুমি যে টাকা দিতে চেয়েছো দিদি, তাতেই আরও পাঁচটা মেয়ের বিয়ে হবে।

বনলতা। খোসামোদ করছিস তো !

সরমা। না দিদি, এ খোসামোদের কথা নয়। তোমার মত মেয়ে আমরা দেখিনি। তুমি এত বড় জমিদার, এত লেখাপড়া শিখেছো, কিন্তু পাশের বাড়ীতে আমাদের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে—এ খবর তুমি কী ক'রে রাখলে দিদি ?

বনলতা। আমার তৃতীয় নয়ন আমি গোপন করে রেখেছি যে ! তোদের মত পাপী তাপীকে সে কথা বলে, যাই আর কি !

সরমা। সত্যি দিদি, তোমার গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তুমি আমার বুড়ো বাবাকে তোমার জমিদারীতে চাকরী দিয়েছো, দাদাকে ব্যবসা করবার টাকা দিয়েছো, আমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছো, তোমার এত দয়া পাবার মত কী সৌভাগ্য আমরা করেছিলাম দিদি।

(কাঁদিতে লাগিল)

বনলতা। আ গেল যা ! পোড়ারমুখী কেঁদেই সারা হ'ল। কী বলতে এসেছিলি বল্ না।

সরমা। (চোখ মুছিয়া) মা জিগ্যেস করলেন, কাল তুমি দুপুর বেলায় আমাদের বাড়ীতে খাবে দিদি ?

বনলতা। তাই বল ! নেমন্তন্ন করতে এসেছিস ! একশো বার খাব, হাজার বার খাবো ! ওঃ ! কতকাল নেমন্তন্ন খাইনি ! মাকে বলিস—দাদুকে খাইয়ে টাইয়ে আমি বেলা বারোটা একটার সময় যাবো।

সরমা। আচ্ছা (চলিয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিয়া) আর একটা কথা বলবো দিদি ?

বনলতা। বল !

সরমা। কাল সকালে ওরা আমাকে দেখতে আসবে। তুমি যে গানটা শিখিয়ে দিয়েছিলে দিদি, মাঝে মাঝে মনে পড়ছে না। দয়া ক'রে তুমি যদি আর একবারটি গেয়ে দাও।

বনলতা। তুই বড় বিপদে ফেলিস। আচ্ছা আমার সঙ্গে সঙ্গে গুন্ গুন্ ক'রে গা।

সরমা। আচ্ছা।

[বনলতা টেবিল অর্গ্যানে বসিয়া মৃদু-কণ্ঠে একখানি কীর্ত্তন গাহিতে আরম্ভ করিল। সরমা তাহার সহিত যোগ দিল]

—কীর্ত্তন—

"তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে এবার হব ব্রজবাসী
(ব্রজবাসী হবো—
তোমায় নিয়ে ব্রজবাসী হবো—
ওই শ্যামসুন্দর মদনমোহন
তোমায় নিয়ে ব্রজবাসী হবো)
মাঠে মাঠে হাটে বাটে বাজিয়ে প্রেমের মোহন বাঁশী।
তমাল বনের শ্যামল ছায়া
নিবিড় কালো কাজল মায়া
ওই-নীপের শাখে লতায় লতায় ফোটা ফুলের মধুর হাসি।
মাঠে মাঠে হাটে বাটে বাজিয়ে প্রেমের মোহন বাঁশী॥

তীর্থ মাটি সার হবে গো

পথের ধূলা পায়ে পায়ে—

নিত্য লীলা-রসধারা

পরশ পাবো চিত্তে কায়ে।

নিধুবনের কুঞ্জবনে

গাহিব গান গুঞ্জরণে

(নিধুবনে প্রেমের গান গাহিব—

আপন ভুলে কুঞ্জবনে দিবানিশি প্রেমের গান গাহিব)

নীল যমুনার তুফান দোলায় প্রেমের তরী দুলিয়ে ভাসি।

মাঠে মাঠে ঘাটে বাটে বাজিয়ে প্রেমের মোহন বাঁশী।

[গানের শেষে যদুপতি প্রবেশ করিলেন। তিনি তাহাদের গান গাওয়া প্রত্যাশা করেন নাই।]

সরমা। আমি যাই দিদি ?

বনলতা। আয়।

[সরমার প্রস্থান]

যদুপতি। তুমিও এবার খেয়ে নাওগে নাত বৌ। রাত হয়েছে।

বনলতা। এই যাই।

[বনলতার প্রস্থান]

যদুপতি। (বসিয়া) নিতাই !

নিতাই। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

যদুপতি। কোথায় ছিলে ?

নিতাই। আজ্ঞে হাত ধুচ্ছিলাম।

যদুপতি। ব্যাটাচ্ছেলের বুদ্ধি দেখ! আমি উঠলুম খেয়ে, আর তুই হাত ধুচ্ছিলি কোন্ আক্কেলে? এবার তুই খেয়ে উঠলে কি আমি হাত ধোব? হারামজাদার যত বয়স হচ্ছে, তত বুদ্ধি বাড়ছে! জুতিয়ে মুখ লাল ক'রে দেবো। ব্যাটা নচ্ছার, হারামজাদা, পাজী, গাধা......বাতাস কর্...... তামাক দে।

[নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিলেন]

যদুপতি। হ্যাখ নিতাই!

নিতাই। আজ্ঞে!

যদুপতি। কোলকাতা সহরে ভিখিরীগুলোর জ্বালায় তো আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। খেতে খেতে শুন্‌ছিলাম এক বেটি বোষ্টুমী এসে কেত্তন ধরেছে। আহা! কিবে গানের ছিরি, না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু!

নিতাই। আজ্ঞে বোষ্টুমী কেন হবে? সেতো আমাদের দিদিমণি গাইছিল!

যদুপতি। দিদিমণিটা আবার কে এল?

নিতাই। আজ্ঞে আমাদের বৌরাণী।

যদুপতি। নাত বৌ! তাই বল্ যে নাতবৌ গাইছিল। আহা! তাইতো বলি, যে গানে অমন আখর দেয় কে রে? আহা! কী মূর্চ্ছনা, কী গমক, এ সব ব্যাপার কি আর তোদের ওই ছোট জাতের বোষ্টুমী ফোষ্টুমীর গলা দিয়ে বেরোয়? কি বলিস নিতাই?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ তাতো বটেই।

যদুপতি। তা তো বটেই কেন? তোমার নিজের কি ভাল লাগেনি? তুমি ব্যাটা কী এমন তানসেন এলে যে এ গান তোমার ভাল লাগে না? জুতিয়ে মুখ লাল করে দেবো, ড্যাম, রাস্কেল, ষ্টুপিড, ননসেন্স, হারামজাদা···বাতাস কর···তামাক দে।

[নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিলেন]

যদুপতি। নিতাই!

নিতাই। আজ্ঞে!

যদুপতি। তুই একটা ভাল দেখে গান কর দিকিনি বাবা! (নিতাই চুপ) সেই যে কী গানটা সেন গাইতিস্! কী যেন—"বেলা হ'ল ভাইরে কানাই গোষ্ঠে যাবিনে"? আহা, খাসা গান! গা দিকিনি বাবা!

নিতাই। আজ্ঞে—

যদুপতি। ষ্টুপিডের অমনি অহঙ্কার হ'য়ে গেল! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দিতে হয় হারামজাদার! যা বেরিয়ে যা—আমার সামনে থেকে দূর হ'য়ে যা—বেটা উল্লুক, পাজী, গাধা, গিদ্ধোড় কোথাকার।···বাতাস কর্—তামাক দে।··(তামাক খাইতে খাইতে) গিলেছো?

নিতাই। আজ্ঞে!

যদুপতি। বলি গিলেছো কিছু? গলাধঃকরণ করেছো?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদুপতি। তা গিলবে বৈকি! কাজের সঙ্গেই শুধু দেখা নেই, খাওয়ার বেলায় দুটি বেলা বেশ পরিপাটি দেখতে পাই। দুধ, ঘি, দই, রাবড়ি—ত্রুটি কিছু নেই। বেটা হারামজাদা।

(নিতাই হাসিতেছিল)

আবার দন্তবিকেশ করছো কেন ? আমায় দয়া ক'রে একটু এগিয়ে দিয়ে এস। ঘুমুতে হবে ত ? তুমি যেন সারা রাত্তির জেগে থেকে চুরীর মতলব করবে। বলি, আমার তো আর তা' করলে চলবে না !

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ,—চলুন।

যদুপতি। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি গেলেই আপনি বাঁচেন—সে তো বুঝতেই পারছি। কাল সকালেই দেব বাড়ী থেকে দূর ক'রে। দু' চক্ষে দেখতে পারিনে হারামজাদাকে।

[নিতাই ও যদুপতি প্রস্থান করিলে পর দুঃখদহন ও প্রদীপ প্রবেশ করিল।]

(দুঃখদহন ও প্রদীপের প্রবেশ)

প্রদীপ। কোথায় নিয়ে এলে আমাকে ?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—ভয় পেয়োনা বাবাজী। ভাল জায়গাতেই তোমাকে এনেছি।

প্রদীপ। আমি সে কথা জানতে চাইনি। আমাকে এখুনি যেতে হবে, তোমার সঙ্গে বাজে কথা কইবার আমার একটুও সময় নেই। কী বলবে চট্‌পট্ বল।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—উতলা হ'য়োনা বাবাজী। তুমি বনেদী জমিদার, তোমার কি এ অধীরতা সাজে ? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ— তুমি হ'লে গিয়ে আমার মনিব বংশের কুলপ্রদীপ।

প্রদীপ। না, আমি তোমার মনিব বংশের কেউ নই, আমার বাবা আমাকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—একমাত্র পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন

বলেইতো আজ পুত্রবধূর ওপর এই জমিদারী রক্ষার গুরুভার পড়েছে। তা তুমিও তো বাবাজী কম নও। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ— মাতামহের বিরাট জমিদারী তুমি পেয়েছিলে। কিন্তু এমনি বনেদী রক্ত যে, সে জমিদারী উড়িয়ে দিতেও তোমার বছর চারেকের বেশী লাগলোনা !

প্রদীপ। সে আলোচনা আমি তোমার সঙ্গে করতে রাজী নই।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—তুমি দেখছি ক্রুদ্ধ হয়েছো বাবাজী। বেশ, সে আলোচনা যার সঙ্গে করা উচিত, তার সঙ্গেই কোরো। কিন্তু বাবাজী, বুড়ো কর্ত্তা, এখনো বেঁচে রয়েছেন, তাঁকে এভাবে কষ্ট দেওয়া কি উচিত হচ্ছে তোমার ?

প্রদীপ। কষ্ট কি ! বংশের ত্যজ্যপুত্রের জন্য আবার কষ্ট কি ?

দুঃখদহন। তাই বটে। তুমি থিয়েটার, মদ আর মেয়েমানুষের জন্য ধূলোর মত টাকা ওড়াবে, বংশের নাম ডোবাবে, আর তিনি কোন কথা না বলে চুপচাপ তোমাকে টাকা যুগিয়ে যাবেন। —হেঁ হে—না বাবাজী, তোমার বাবা এত বোকা ছিলেন না।

প্রদীপ। তোমার মত ম্যানেজার সর্ব্বদা পাশে থাকলে—মানুষ কি আর বোকা থাকতে পারে—দু'দিনেই চালাক হয়ে যাবে।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—কেউ কেউ আবার চালাক হ'তে পারেও না বাবাজী, বোকাই থেকে যায়। তার প্রমাণ তুমি। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—নইলে ছেলেবেলা থেকে আমিতো তোমারও পাশে ছিলাম।

[প্রদীপ কট্‌মট্‌ করিয়া দুঃখদহনের দিকে চাহিল। এমনি সময় বাড়ীর ভিতর

হইতে বনলতা প্রবেশ করিল। সে প্রদীপকে দেখিয়া বিস্মিত হইল. কিছুক্ষণ তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর দুঃখ-দহনকে কহিল]

বনলতা। দুঃখদা. তোমার খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ থেকে ঠাকুর বসে আছে। তুমি এবার খেয়ে নাওগে যাও।

দুঃখদহন। এই যে যাই দিদি! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যেমন ক'রে হোক প্রদীপ বাবাজীকে আমি তোমার সামনে আনবোই। এনে দিয়েছি. হেঁ হেঁ এবার তোমরা বোঝাপড়া কর।

(প্রস্থান)

প্রদীপ। তোমরা হঠাৎ কোলকাতায় কী মনে ক'রে ?

বনলতা। আজ চার বছর পরে দেখা হ'ল—কেমন আছি—তাতো জিজ্ঞেস করলে না ?

প্রদীপ। কোন দরকার নেই. তুমি যে ভালোই আছো সে কথা তোমার চেহারা দেখে বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

বনলতা। বেশ। এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি—তুমি কেমন আছো ?

প্রদীপ। আমি বলবো—আমি ভাল আছি !

বনলতা। কিন্তু আমি বলবো তুমি ভাল নেই। তুমি তোমার মাতামহের বিরাট সম্পত্তি পেয়েছিলে। সেই সম্পত্তির চৌদ্দ আনা তুমি টাকার অভাবে বিক্রী করেছো রায় বাবুদের কাছে,—এতেও তুমি বলতে চাও যে ভালো আছো ?

প্রদীপ। হ্যাঁ আমি ভালই আছি।

বনলতা। তুমি আমার চাইতে সব বিষয়েই বড়, তুমি আমার স্বামী ; তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করবো না। কিন্তু এর নাম কি ভাল থাকা ? নিজের বাড়ী ঘর, মান সম্মান, সব ছেড়ে দিয়ে, একটা পরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বাস করার নাম যদি ভাল থাকা হয়, তবে আমার কিছু বলবার নেই।

প্রদীপ। নিজের বাড়ী ঘর মানে ? আমার বাড়ী ঘর নেই। আমি যা চেয়েছিলাম—তা পাই নি, উপরন্তু আমাকে ত্যজ্যপুত্র করা হয়েছিল। বিয়ে আমি কিছুতেই করবো না, তবু জোর ক'রে ধরে বেঁধে আমার বিয়ে দেওয়া হ'ল। আমার উপর কোন্ সুবিচারটা করা হয়েছে শুনি ?

বনলতা। তোমার বাবা তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন অনেক দুঃখে, কোলকাতায় এসে যে ভাবে তুমি টাকা ওড়াচ্ছিলে, তাতে তাঁর সম্পত্তি এতদিন শূন্যে মিলিয়ে যেত! আর আমাকে আনা ? (গম্ভীর হইয়া) তাঁরা আশা করেছিলেন যে আমি হয়ত তোমার চরিত্র সংশোধন করতে পারবো।

প্রদীপ। থাক্, সে সব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কোন লাভ নেই। দুঃখদাকে পাঠিয়ে আমাকে এমন ভাবে ধরে আনানোর উদ্দেশ্য কী—সেই কথা বল !

বনলতা। আমার বলবার কথা এই যে, চার বছর ধরে অনেক কিছুইতো করে দেখলে—কিন্তু শান্তি পেলে কী ? একমাত্র পথের ভিখিরী হওয়া ছাড়া এর আর অন্য লক্ষ্য নেই। আমার অনুরোধ, তুমি ফিরে এস। তোমার এই বিপুল জমিদারী—আমি আর চালাতে পারছিনে—তুমি এসে একে নিজের হাতে নাও !

প্রদীপ। সম্পত্তি আছে তোমার নামে! আমার কী?

বনলতা। বেশতো, সবই আমি তোমার নামে লিখে দিচ্ছি। কোন কিছুই নষ্ট হয়নি. তোমার দাদামশায়ের দরুণ যে সব সম্পত্তি তুমি রায় বাবুর কাছে বিক্রী করেছিলে—আমি তার প্রত্যেকটি কিনে রেখেছি। আমার কথা না হয় নাই ভাবলে. কিন্তু বুড়ো দাদুর কথাটা ভেবে দেখ।

প্রদীপ। কেন আমি তোমাদের কথা ভাবতে যাব? আমার কথা তখন কেউ ভেবেছিলে? বাবা যখন আমাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন ঠিক করলেন, তখন ওই দাদু—ওই বুড়ো শয়তানই তাঁকে সম্মতি দিয়েছিল—সে খবর রাখো?

বনলতা। দাদুকে তুমি গালাগাল দিচ্ছো!

প্রদীপ। একশোবার গালাগাল দেবো। আমার দাদাম'শায় যখন তাঁর সম্পত্তি আমাকে দিতে চাইলেন. তখন ওই বুড়ো তাঁকে বাধা দিতে গিয়েছিল। আমার সব মনে আছে, কিছুই ভুলিনি আমি।

বনলতা। তিনি অন্যায় করেছিলেন বলে মনে কর?

প্রদীপ। নিশ্চয় অন্যায় করেছিলেন। নিজের সম্পত্তি থেকে তিনি আমায় বঞ্চিত করতে পারেন. কিন্তু আমার মাতামহের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে যান কোন অধিকারে!

বনলতা। তুমি যাতে অধঃপাতে গিয়ে বংশের নাম না ডোবাও, এই বোধ হয় তিনি চেয়েছিলেন।

প্রদীপ। ভাল। যা তিনি চেয়েছিলেন—তাই হয়েছে। তোমরা দেশ থেকে এতদূর কষ্ট ক'রে যে আমায় খুঁজতে এসেছিলে—

এজন্য একটা ধন্যবাদ দিয়েও যাচ্ছি। আশা করি এরপর তোমরা আর আমাকে বিরক্ত করবেনা।

বনলতা। দাদুর সঙ্গে একবার দেখা করবে না?

প্রদীপ। না, সে বুড়ো শয়তানকে আমি ঘৃণা করি।

বনলতা। দাদুর মত দেবতাকে তুমি কটু কথা বলছো, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবেই। তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমি কিনেছি। কিন্তু দেখছি, শিক্ষা তোমার এখনও হয়নি। বেশ, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো—তুমি যেন অন্নাভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তোমার মনুষ্যত্বকে ফিরে পাও।

প্রদীপ। ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে রাজরাণী হয়েছো, পয়সার দম্ভতো তুমি আমাকে দেখাবেই! এখন বুঝতে পারছি—আমাকে আজকে এখানে ডেকে এনে—অপমান করবারই তোমার উদ্দেশ্য ছিল, আর তারই জন্য ওই রাস্কেল দুঃখদহনটাকে তুমি আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু ওকে বলে দিয়ো ভবিষ্যতে যদি কোনদিন ও আমার সামনে পড়ে, তবে কুকুরের মত আমি ওকে গুলি ক'রে মারবো। যাক্—আমি চল্লাম।

(দুঃখদহনের প্রবেশ)

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ— বাবাজী দেখছি ক্রুদ্ধ হয়েছ! তা' ক্রুদ্ধ হবারই কথা বটে। চার বছর পরে তোমাকে পেয়ে বৌরাণী তোমার হাতে পায়ে ধরলো না, এমন কি এক কৌটা

চোখের জল পর্য্যন্ত ফেললে। না, এ অবস্থায় হেঁ হেঁ বনেদী মেজাজ ঠিক থাকবেই বা কী ক'রে ?

(প্রদীপ যাইতেছিল, দুঃখদহন বাধা দিল)

রাগ ক'রে চলে যেওনা বাবাজী ! গেরস্ত বাড়ী থেকে রাগ ক'রে যেতে নেই। বৌরাণী ছেলে মানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও, আমি ভৃত্য হ'য়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করছি। এস !

[হাত ধরিতেই প্রদীপ তাহাকে এক ধাক্কা দিল। বৃদ্ধ মাটিতে পড়িয়া গেল]

প্রদীপ। তোমাকে আমি জুতিয়ে সায়েস্তা করবো।

দুঃখদহন। (ঝাড়া দিয়া উঠিয়া) হেঁ হেঁ হে হেঁ—সহ্য করতে পারছোনা বাবাজী ? আমাদের সদিচ্ছাকে সন্দেহ করছো ? তা হোক —তোমাদের লাঞ্ছনা সহ্য করা আমাদের অভ্যেস আছে ! কিন্তু বুড়ো কর্ত্তা এ ঘরে না আসা পর্য্যন্ত আমি তোমাকে যেতে দিতে পারিনে। কথা শোন বাবাজী, গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনোনা। চলো, ঘরে গিয়ে বসবে চল।

[পুনর্ব্বার প্রদীপের হাত ধরিবার চেষ্টা করিতেই সে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া লাথি মারিয়া তাহাকে পথ হইতে সরাইয়া দিল]

প্রদীপ। আর সাহস করবে আমার গায়ে হাত দিতে ? চাকর আসে মনিবকে বোঝাতে ? আহাম্মক কোথাকার !

[দ্রুতপদে প্রস্থান করিল]

বনলতা। (আগাইয়া আসিয়া মাটি হইতে উঠাইল) কেন তুমি ওকে ধরতে গেলে দুঃখদা! ছি ছি ছি তোমায় এমন ক'রে মারলে! লজ্জায় আমার মরতে ইচ্ছা করছে দুঃখদা!

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ, তোমার লজ্জা কি দিদি? যদিও ওর বাপকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, তা' হলেও প্রদীপ আমার মনিব তো বটে। তুমি ঘুমোওগে দিদি, আমি চললাম।

বনলতা। কোথায় যাবে দুঃখ দা?

দুঃখদহন। ওকে ফিরিয়ে আনতে। কিছু ভয় নেই দিদি. ওকে আমি ফিরিয়ে আনবোই। ও আমাদের উপর রাগ ক'রে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমরা তো রাগ ক'রে ওর সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারিনে।

বনলতা। তুমি ওকে জান না দুঃখ দা। আজ তোমার সম্মান গেছে, কাল তোমার জীবন যাবে।

দুঃখদহন। তা হ'লেতো চোখের পলকে কাজ হয়ে যাবে দিদি, এত কান্নাকাটি, এত অনুরোধের দরকারই হবে না। আচ্ছা আমি চললাম দিদি। তুমি শোওগে। আমি চললাম। কিছু ভেবোনা, আমি ওকে ফিরিয়ে আনবোই। তুমি শোওগে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। বনলতা চুপ করিয়া একাকিনী সেই ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ দরজার কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল "দুঃখদা"। সাড়া আসিল না। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বনলতা কাঁদিয়া উঠিল]

বিরাম

সপ্তম দৃশ্য

[ষ্টেজের অভ্যন্তর। দর্শকের সম্মুখে বাঁ পাশে পুরুষদের সাজ ঘর। ডান পাশে বিশ্রামের স্থান। সেখানে কয়েকখানি চেয়ার রহিয়াছে। সম্মুখ দিয়া একটা প্রকাণ্ড দরজা. তাহাতে পর্দা ঝুলিতেছে]

[দর্শকদের সম্মুখস্থ সাজঘরে ছোট একটি টেবিলে দীপক make-up করিতেছে। ভিতরে কনসার্টের মৃদু শব্দ শোনা যাইতেছে]

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। ওহে দীপক!

দীপক। Yes Boss, I am ready. (চ্যাপ্টা শিশি হইতে মদ খাইল) কোন্ এ্যাক্ট হবে এবার?

প্রকাশ। Last act.

দীপক। তা হ'লেই সুভদ্রাহরণ শেষ হবে তো?—বাঁচা যায় বাবা।

প্রকাশ। তন্বী আজ কী রকম অভিনয় করছে—দেখেছো?

দীপক। দেখিনি? সুভদ্রাকে হরণ করতে হবে, অথচ তন্বীকে দেখিনি—একি একটা কথা হ'ল?

প্রকাশ। সত্যি নতুন বই থেকে আমি ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব।

[যবনিকা উঠিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল]

আজকের অডিটোরিয়ামে নতুন কিছু লক্ষ্য করেছ?

দীপক। না কী?

প্রকাশ। তমসা আর প্রদীপ থিয়েটার দেখতে এসেছে যে !

দীপক। তাই নাকি ? আমিতো খেয়াল করিনি। কোথায় ওরা বসে আছে বলতো ?

প্রকাশ। চার নম্বর বক্সে। টিকিট কেটে দেখতে এসেছে।

দীপক। শুনে ভারী খুসি হ'লাম প্রকাশ ! ওরা তুজনে যে একসঙ্গে থিয়েটার দেখতে এসেছে, এটা আনন্দের কথা।

প্রকাশ। তাতো বটেই।

[গোপাল নামক একজন অভিনেতার প্রবেশ]

গোপাল। দেখতো দীপকদা, হয়েছে ?

দীপক। কিসের পার্ট তোর ?

গোপাল। যাদব সেনা।

দীপক। যাদব সেনা করবিতো—আবুহোসেন সাজ্‌লি কেন ?

গোপাল। একটা ষ্টাণ্ট—

দীপক। যাদব সেনার পার্টে আবু হোসেন সেজে ষ্টাণ্ট দিবি ? বাংলা দেশটাকে কি পাগলা গারদ ঠাউরেছিস গোপাল ? যা যা —ভাল ক'রে সেজে আয়।

গোপাল। তুমি জানোনা দীপক দা, আজকালকার দর্শক মেকআপ চায় যে !

দীপক। তাই বলে রাতকে দিন করবি ? যা যা ভাল ক'রে সেজে আয়।

[গোপালের প্রস্থান]

দীপক। আচ্ছা প্রকাশ, ওরা বিয়ে করলে, অথচ আমাদের একটা নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করলে না,—আর কিছু না হোক—তুমি

ওদের বন্ধুতো বটে! অত চুপি চুপি বিয়েটা সারলে কেন বলতো ?

প্রকাশ। প্রদীপ তমসাকে বিয়ে করেছে—এ খবরটা কোত্থেকে পেলে ?

দীপক। বিয়ে করেনি ?

প্রকাশ। না। দেখ দীপক, তমসাকে যত বোকা ভাবো—তত বোকা সে নয়। আমি সব জানি—প্রদীপকে সে ভালবাসেনা, সে ভালবাসে তোমাকে।

দীপক। আমাকে ভালবাসে! কিন্তু আমাকে সে ভালবাসবে কেন ? তোমরা সবাই বল, তমসা আমাকে ভালবাসে,—কিন্তু আমি যে তাকে ভালবাসিনে—এই কথাটাও তার মনে রাখা দরকার।

প্রকাশ। দীপক!

দীপক। কী ? (নেপথ্যে ড্রপ উঠিবার ঘণ্টা বাজিতে লাগিল)

প্রকাশ। আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করোনা, তোমার কথা আর কেউ না জানুক আমি জানি। আমার চোখের দিকে চেয়ে বলত—তমসাকে তুমি ভালবাসো কিনা ?

দীপক। ওই ড্রপ উঠেছে। দাঁড়াও আগে সুভদ্রাকে হরণ ক'রে আসি, এসে বলবো তমসাকে আমি ভালবাসি কি না।

[দীপকের প্রস্থান। প্রকাশও চলিয়া গেল]

—সখীদের গান—

বেলা গেল চল সখি জল ভরণে
চমকিত চাহনিতে চল-চরণে।
কলসী ও কঙ্কণে
সঙ্কেত ক্ষণে ক্ষণে
সুন্দর শুনি এলো বধূ বরণে॥

[তন্বী ও তরলিকা প্রবেশ করিল। তন্বী সুভদ্রার বেশে সাজিয়াছে, তাহার মুখে চন্দনসজ্জা, মাথায় মুকুট]

আসুন, আমরা এইখানে বসি। এদিকটা বেশ নিরিবিলি। তোমাকে ষ্টেজে যেতে হবে না?

একটু পরে। আপনি ততক্ষণ বলুন—কী বলছিলেন।

প্রথমে—কোন কিছু বলবার আগে আমি তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে করোনা, তুমি আমার চাইতে বয়সে ছোট, তাই—

তন্বী। (হাসিয়া) আমাকে তুমিই বলবেন।

তরলিকা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এমন অভিনয় আমি দেখিনি। আমি অবিশ্যি বাংলা থিয়েটার দেখিনা—এখানকার এই সব nasty atmosphere আমার সহ্য হয়না। আমি যখন গ্যারিকায় ছিলাম, সে সময় সেখানকার অভিনেত্রীদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি—কী রিজিন্যালিটি,—কী কালচার!

তন্বী। আপনি এ্যামেরিকায় গিয়েছিলেন বুঝি?

তরলিকা। হুঁ! শুধু ম্যারিকা কেন, আমি হোল্ ওয়ার্লড টুর করেছি, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, চায়না, রাশ্যা সব দেশ আমি ঘুরে দেখেছি, —থিয়েটার জিনিষটাকে ওরা অন্য চোখে দেখে। রাশ্যাতে একবার—

[সনাতন দ্বাররক্ষী সাজিয়াছিল। তরলিকাকে দেখিয়া ডানহাতে মাথার পরচুলা খুলিয়া গড় করিয়া কহিল]

(সনাতনের প্রবেশ)

সনাতন। গুড্ ইভিনিং মিসেস মহাপাত্র।

তরলিকা। (বিরক্ত হইয়া) তলাপাত্র if you please—

সনাতন। হাঁ। হাঁ। তলাপাত্র—মনে থাকেনা মাইরি! রেস্কোর্সের টিকিট কিনে অবধি আমাতে আর আমি নেই। চব্বিশ ঘণ্টা আমার মাথার মধ্যে খালি ঘোড়া দৌড়চ্ছে—ঘিল্ ফিল্ ওলট পালট হ'য়ে গেছে একেবারে। তা কিছু মনে করবেন না, আমি manage করে নিচ্ছি! Good evening Mrs. কিসের পাত্র?

তরলিকা। তলাপাত্র if you please.

সনাতন। Good evening Mrs. তলাপাত্র।

তরলিকা। থ্যাঙ্ক ইউ।

[এই সময়ে ভিতরে দর্শকবৃন্দের হাততালি পড়িল]

তন্বী। সনাতন বাবু।

সনাতন। এঁ্যা!

তন্বী। আপনি একটুখানি অন্যদিকে যাননা—উনি আমাকে গোটা কয়েক কথা বলবেন।

সনাতন। এই কথা? তোমার হুকুমে আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারি—অন্যঘরে যাওয়া তো সামান্য কথা?—আচ্ছা চললাম Good night Mrs. তালপত্র।

[সনাতন পলাইল। তরলিকা উঠিয়া দাঁড়াইয়াই কহিল]

তরলিকা। Idiot

তন্বী। আপনি বসুন। সনাতনবাবু থিয়েটারের সব লোকের সঙ্গেই ওই ব্যাপার করেন।

তরলিকা। ম্যারিকায় এমন লোক আমি দেখিনি।

তন্বী। তা হবে—সেখানে হয়ত নেই। আমাকে কী বলছিলেন—বলুন. আমায় এবার যেতে হবে।

তরলিকা। বলছিলাম কি, তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখেছো?

তন্বী। সে কিছুই না, সামান্য।

তরলিকা। আর শেখবার ইচ্ছে নেই?

তন্বী। ইচ্ছে থাকলেও কে শেখাচ্ছে বলুন? চাকরী করতে হয়—সময় কই?

তরলিকা। সময় ক'রে নিতে হ'বে, আমার একটা স্কুল আছে, সেই স্কুলে আমি তোমাকে ভর্ত্তি ক'রে নেবো। তোমার মাইনে টাইনে লাগবে না।

তন্বী। আচ্ছা, আমি দিদিকে বলবো।

তরলিকা। শুধু দিদিকে বলা নয়, তাঁকে রাজী করাতে হ'বে। অভিনেত্রী হয়েছো, জীবন সম্বন্ধে তোমার একটা broad outlook থাকা দরকার।

তন্বী। আমার খুব ইচ্ছে আছে। আজই রাত্রিতে আমি দিদিকে কথাটা বলবো। আপনি কাল দয়া করে যদি একবার থিয়েটারে আসেন তা হ'লে ভাল হয়। কালও আমাদের রিহারস্যাল আছে—আমরা সবাই থাকবো।

তরলিকা। আচ্ছা, তাই আসবো। তোমার মত আর্টিষ্ট আমার স্কুলে দরকার। তোমাদের শিখিয়ে ফল আছে।

(ড্রাইভার-বেশী মনোহরের প্রবেশ)

মনোহর। (সেলাম করিয়া) আপনি কখন যাবেন মেমসাহেব ?

তরলিকা। আমি প্লে শেষ দেখে যাবো। তুমি বরং বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে ঘুরে এস।

মনোহর। তা'হলে আমি কয়টার সময় গাড়ী নিয়ে আসবো ?

তরলিকা। ক'টার সময় শেষ হ'বে—তাতো আমি জানিনে।

তন্বী। এখন ক'টা বেজেছে ?

তরলিকা। সওয়া বারোটা।

তন্বী। একটার সময় ভাঙ্গবে।

তরলিকা। তুমি একটার সময় গাড়ী নিয়ে এস। (তন্বীকে)—তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলে আমার গাড়ীতে যেতে পার। আমি যাবার পথে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবো। বেশ দুজনে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। How do you like it ?

তন্বী। আমার যেতে প্রায় দেড়টা হবে।

তরলিকা। ও! ওঁর যেতে প্রায় দেড়টা হবে. তা হ'লে তুমি ওই সময়েই এসো। আমি একলাই যাবো।

মনোহর। আচ্ছা।

[সেলাম করিয়া মনোহরের প্রস্থান]

তরলিকা। আমিও তবে অভিনয় দেখিগে। সত্যি আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে। ম্যারিকায় তোমার মত অভিনেত্রী আমি দেখিনি।

তন্বী। আমার ভাগ্য।

তরলিকা। না না ভাগ্যের কথা নয়। এ হ'ল গিয়ে ট্যালেণ্টের কথা। তোমাকে আমি পৃথিবীর সব চাইতে বড় অভিনেত্রী ক'রে দেব (তন্বী হাসিল) আচ্ছা আমি তবে চলি—so long!

[তরলিকার প্রস্থান]

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল। তন্বী দেবী. শুনুন শুনুন।

তন্বী। কী গোপাল বাবু?

গোপাল। আচ্ছা দেখুন তো. আমাকে যাদব সেনার মত দেখাচ্ছে কী?

তন্বী। একটুও না।—চীনেদের মত পেট্ করেছেন কেন?

গোপাল। একটা ষ্টাণ্ট——

তন্বী। ষ্টাণ্ট কাকে বলে আমিতো জানিনা। গোপাল বাবু! আপনি অন্য কাউকে দেখাবেন।

(প্রস্থান)

গোপাল। হায়রে বাংলা দেশ! আমার মেক্ আপের মহিমা কেউ বুঝলে না! আরে যাদবরা যে চীনেদের মত দেখতে ছিলনা,

তা কি কেউ বলতে পারে? দেখি আর একবার চেষ্টা ক'রে।

[গ্রীণরুমে ঢুকিল]

[মুড়ি খাইতে খাইতে হেনার প্রবেশ]

হেনা। ওমা কেউ যে নেই! দেখি একটু বসি। মাইনে আজ চাইই-চাই।

(অভয় নামক একজন এ্যাপ্রেন্টিসের প্রবেশ)

অভয়। বসে আছ হেনা?

হেনা। হ্যাঁ।

অভয়। তোমার বসে থাকাটাও এত সুন্দর হেনা—যে আমি প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাইনে।

হেনা। আজ আপনার কিসের পার্ট অভয় বাবু?

অভয়। পার্ট!—পার্টতো আমায় এরা দেয়না হেনা। আমার পার্ট নেই। তা না থাক—তোমার তো পার্ট আছে হেনা?

হেনা। হ্যাঁ।—সখীর পার্ট।

অভয়। সখীর পার্ট শক্ত পার্ট! তোমার প্রতিভা তাকে আরও শক্ত ক'রে তুলুক।—আমি একটু বসবো হেনা?

হেনা। বেশতো বসুন না।

অভয়। তোমাকে আমার কীযে ভাল লাগে হেনা—অথচ এ-কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনে। আমার মনের কথা গান হ'য়ে ফুটে উঠে তোমার পাশে বসলে।

হেনা। আপনি বড় বাজে বকেন অভয় বাবু, কীযে কানের কাছে দিন রাত্তির ঘ্যানোর ঘ্যানোর করেন—বুঝিনে।—মাইনে পেয়েছেন?

অভয়। মাইনে! মাইনে তো আমি পাইনে হেনা। তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ মাইনে নিয়ে কী লাভ হবে বলতে পারো? তার চেয়ে এই বেশ,—তোমাদের কাছে কাছে থাকি, একটু হাসি, একটু গান, একটু কথা, একটু চাওয়া—আমার এই দীর্ঘ রাত্রিকে নিদ্রাহীন করে তোলে। তোমার ওই ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে কি এর তুলনা হয়?

হেনা। আপনার বুঝি মা নেই?

অভয়। না।

হেনা। তাই মাইনে চাওয়ার লোকও নেই। আমি যাই—আমার সিন এসেছে।

[উঠিল]

অভয়। যাচ্ছো হেনা?

হেনা। হ্যাঁ।

অভয়। আর মাইনে চাইতে এদিকে আসবে না?

হেনা। —কেন?

অভয়। না তাই বলছি।

হেনা। আমি যাই।

[প্রস্থান]

(অভয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিল]

(কথা কহিতে কহিতে মনীষা ও প্রকাশ প্রবেশ করিল)

প্রকাশ। পেমেণ্ট তো সব হ'লনা। আর কিছু টাকা দিতে পারবে?

মনীষা। কত টাকা?

প্রকাশ। শ'তিনেক।

মনীষা। কাল দিলে হ'বে না?

প্রকাশ। তা হবে। আজ তা হ'লে বলে দিই কাল পেমেণ্ট হবে?

মনীষা। তাই বলে দাও।

প্রকাশ। প্রদীপ আর তমসা থিয়েটার দেখতে এসেছে যে!

মনীষা। তাই নাকি? তা ওদের চা খাইয়ে দাও!

প্রকাশ। চা পাঠিয়ে দিয়েছি।

মনীষা। ও! তা হ'লে কর্ত্তব্যটা সেরেই রেখেছো?

প্রকাশ। নিশ্চয়।

মনীষা। তমসাকে ষ্টেজে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করলে না?

প্রকাশ। ষ্টেজে আসবার জন্য মানে?

মনীষা। মানে অভিনেত্রী হ'বার জন্য।

প্রকাশ। না, সে আসবে না। আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম—সে বললে, তার ইচ্ছে নেই। আমি বললাম—তবে আমায় চিঠি লিখেছিলে কেন? উত্তর দিলে—ও আমার একটা সাময়িক খেয়াল।

মনীষা। কেন, খেয়ালটা চরিতার্থ ক'রে গেলেইতো হ'তো। লোভ হয়েছিলো অভিনেত্রীর জীবনে,—দেখে গেলেইতো হ'তো—কেমন সে জীবন।

প্রকাশ। তুমি তমসার নাম শুনলেই চটে ওঠো কেন বলতো?

মনীষা। চটে উঠিবোনা। আমাদের এই সঙ্কীর্ণ জীবনের মধ্যে সামান্য সামান্য পুঁজি নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি,—সমাজের নিন্দা আর উপেক্ষা মাথায় নিয়ে আমরা পথ চলি, আমাদের প্রত্যেকটি গ্রাস অন্ন পাপে আর ধিক্কারে ভরা, কিন্তু আমাদের

সেই সামান্য আয়োজনে যদি কেউ ভাগ বসাতে আসে—
তাকে কি মালা চন্দন নিয়ে অভ্যর্থনা করবো ?

প্রকাশ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেতো আমাদের অন্নে ভাগ বসাতে আসতো না,—কারণ সে মাইনে নিতো না।

মনীষা। সে তো আরও খারাপ। তার মাইনে না নেওয়াটা আমাদের মাইনে নেওয়াটাকে দিন রাত্রি লজ্জা দিতো।

প্রকাশ। এ তোমার মিথ্যে ভয়।

মনীষা। মিথ্যে ভয় ? (হাসিয়া) তুমি তো একথা বলবেই, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তমসা তোমারও বন্ধু। কিন্তু ওই তমসা আমার কি ক্ষতি করেছে জানো ?

প্রকাশ। তোমার ক্ষতি করেছে।

মনীষা। হাঁ।—আমার ক্ষতি করেছে। ওই তমসা যদি দীপককে ভাল না বাসতো, তবে হয়তো তন্বী আজ সুখী হতে পারতো। তন্বীর আজ কী অবস্থা জানো ? দীপককে ভালবেসে আজ সে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। সে দীপককে স্বামী ভেবে তার সেবা করে, তার যত্ন করে, তাকে ভালবাসে, নিঃশব্দে তার প্রত্যেকটি হুকুম তামিল ক'রে যায়, কিন্তু প্রতিদানে সে দীপকের কাছে কী পেয়েছে বলতে পারো ?

প্রকাশ। কেন ভালবাসা ! আমি জানি দীপক তন্বীকে নিজের স্ত্রীর মতই ভালবাসে।

মনীষা। মত ভালবাসে ! দেখ প্রকাশ, বোকার মত কথা করোনা। ভালবাসতে আমরা হয়তো পারিনে, কিন্তু তাই বলে ভালবাসা কি বুঝতেও পারিনে ! সব সময় এটা মনে রেখো যে —সব কিছু বলে মেয়ে মানুষকে ঠকানো যায়,—যায়না শুধু

ভালবাসার কথা বলে। দীপক তন্বীকে ভালবাসে না—সে ভালবাসে তোমাদের ঐ তমসাকে।

[গ্রীণরুম হইতে সাজিয়া গোপাল ষ্টেজে চলিয়া গেল]

প্রকাশ। তুমি বলতে চাও যে দীপক তন্বীকে ঠকাচ্ছে ?

মনীষা। না, তাও বলবো না। দীপক তন্বীকে স্নেহ করে, সান্ত্বনা দেয়, তার ওপর তার সহানুভূতিও প্রচুর—কিন্তু তাই বলে ভালবাসার সঙ্গে এ সবের তুলনা হয় না। দীপক ইচ্ছে করলে তন্বীকে সুখী করতে পারতো—কিন্তু তা সে করেনি।

প্রকাশ। অথচ তন্বীকে সে বিয়ে করেছে !

মনীষা। না—বিয়ে করেনি। সেদিন কথায় কথায় সে বলেছিল —কেন একটা পুরুৎ ডাকিয়ে তাকে দিয়ে গোটাকতক সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়নি ! যেন সংস্কৃত মন্ত্র বলতে পারাটাই ভালবাসতে পারার শেষ কথা।

প্রকাশ। তন্বীকে তুমি সাবধান ক'রে দাওনি কেন ? দীপককে তো অনেকদিন থেকে জানো, তার মত খাম-খেয়ালী আর আত্মভোলা মানুষকে ভালবাসবার আগে তন্বীকে কেন তুমি সাবধান করে দিলে না ?

মনীষা। আমি সে কথা ওকে বলেছিলাম, কিন্তু যে মরবে বলে পণ করেছে, তাকে বাঁচবার উপদেশ দেওয়া বৃথা। তবু তুমি একটা কথা দীপককে বলে দিও—যে তার এই প্রতারণা তন্বী সহ্য করলেও আমি সহ্য করবো না। তন্বী আমার বোন হলেও সে আমার মেয়ের চাইতে একটুও কম নয়। ওর পাঁচ বছর বয়সের সময় মা মারা যান, সেই থেকে আমি

ওকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। আমি চাই যে ও সুখী হোক্। ও সুখী না হ'লে দীপককে শাস্তি নিতে হবে।

প্রকাশ। (হাসিয়া) দীপককে তুমি কী শাস্তি দেবে শুনি ?

মনীষা। (হাসিয়া) নটীর ভালবাসার সঙ্গেই তোমাদের পরিচয় আছে প্রকাশ, কিন্তু তার প্রতিহিংসাকে তোমরা জান না। প্রয়োজন হ'লে যে হাতে আমরা টাকা নিই, সে হাতে আমরা খুনও করতে পারি।

[নেপথ্যে দর্শকের হাততালী পড়িল। ড্রপ পড়ার সঙ্কেত]

ড্রপ পড়েছে, আমি ভেতরে যাচ্ছি। তুমি কাল বিকেলে একবার আমার কাছে যেও, তিনশো টাকা দেব। আর একটা কথা, নতুন ব'য়ে যাতে লাভ হয়, তার জন্য খুব চেষ্টা করো।

প্রকাশ। নিশ্চয়।

[মনীষার প্রস্থান]

(সেনাপতিবেশী নরেশ নামে একজন অভিনেতার প্রবেশ)

নরেশ। প্রকাশ বাবু !

প্রকাশ। কী নরেশ বাবু ?

নরেশ। আমায় আজ পাঁচটা টাকা দিতে হবে। আমার—

প্রকাশ। আজ হবে না।

নরেশ। আমার কথাটা আগে শুনুন।

প্রকাশ। বলুন।

নরেশ। আমার ছেলের আজ প্রায় পনেরো দিন থেকে টাইফয়েড্. কাল সকালে তার ইনজেক্‌সন আর ওষুধের দাম দিতে হ'বে—নইলে ডাক্তারবাবু আর দেখবেন না বলেছেন।— আমার ওই একটিমাত্র ছেলে প্রকাশ বাবু।

প্রকাশ। কালকের দিনটা কোনরকমে manage করুন, রাত্তিরে টাকা পাবেন।

নরেশ। স্ত্রীর গায়ে যা ছিল—সব দিয়ে, আর থালা বাসন-কোশন বাঁধা দিয়ে—এই পনের দিন ওর চিকিৎসা চালিয়েছি। কিন্তু আজ আর কিছু নেই, সত্যি বলছি প্রকাশ বাবু, আজ আমাকে দয়া করতেই হবে।

প্রকাশ। দেখুন, দয়া করতে আমার অনিচ্ছে নেই, কিন্তু টাকা না থাকলে দয়া করি কি দিয়ে বলুন! আমিতো বলছি, কাল দিনের বেলাটা যা হোক্ ক'রে চালিয়ে নিন, সন্ধ্যের সময় আপনাকে টাকা দিয়ে দেব।

নরেশ। (কাঁদিয়া উঠিল) কিন্তু কি দিয়ে আমি যাহোক্ ক'রে চালাব বলুন? কিছু নেই, কিছু নেই। আমাদের স্বামী স্ত্রীর খাওয়া দাওয়ার কথা ছেড়ে দিন—উপোস করা অভ্যেস হ'য়ে গেছে, কিন্তু খোকাকে—

(অর্জ্জুনবেশী দীপকের প্রবেশ)

দীপক। কি হে! সেনাপতি কাঁদছো কেন?

প্রকাশ। ওঁর ছেলের টাইফয়েড্ হয়েছে—তাই কিছু টাকা চাইতে এসেছিলেন। কিন্তু কালকের আগে আমি পেমেণ্ট করতে পারবো না।

দীপক। তাই বলে সেনাপতি কাঁদবে? আর এই রোগগুলোকেও বলিহারী যাই বাবা! ওদের কি একটুও ভয় ডর নেই গো! ভর্ করবি তো কর্ একেবারে সেনাপতির ছেলের কাঁধে!

নরেশ। আপনি বুঝতে পারছেন না দীপকবাবু—

দীপক। বুঝিরে ভাই খুব বুঝি। তোমার নাম নরেশ, সাজলে সেনাপতি, অথচ ছেলের চিকিৎসার টাকা নেই ব'লে কাঁদছো, ভগবানের এই সহজ ইয়াকিটুকু আমি বুঝতে পারিনে বলে মনে কর? কিন্তু কী করবো বল, সে ব্যাটা থাকে নাগালের বাইরে। হাতের কাছে পেলে না হয় কাণটা মলে দিতাম! কিন্তু কোন উপায় নেই বন্ধু, কোন উপায় নেই।

[গ্রীণরুমে গিয়া পোষাক ছাড়িতে লাগিল]

(হেনার প্রবেশ)

হেনা। বাবা, আজ মাইনে দেবেন?

প্রকাশ। (চীৎকার করিয়া) না—না—না। কথা বললে তোরা শুনিসনে কেন বল্ তো? বলছি আজ হবে না,—তবু তোরা বিরক্ত করবি?

হেনা। বা-রে! আপনি কখন বল্লেন আজ হ'বে না? বেশ যা হোক্। কী যে আপনার মেজাজ হয়েছে আজকাল—কিছু বলতে গেলেই একবারে খ্যাঁক্ খ্যাঁক ক'রে ওঠেন! তা হ'লে কাল মাইনে হ'বে?

প্রকাশ। হ্যাঁ।

হেনা। বেশ, মাকে তাই বলবো।

প্রকাশ। তাই ব'লো, আমি চল্‌লাম। নরেশ বাবু, আমি আপনাকে টাকা দিতে পারলে খুসী হ'তাম, কিন্তু কিছু নেই। সত্যি আমি আপনার জন্য দুঃখিত।

[প্রস্থান]

দীপক। (গ্রীণরুম হইতে) ওহে নরেশচন্দ্র!

নরেশ। আজ্ঞে!

দীপক। এদিকে এসে—শোন!

[নরেশ আগাইয়া গেল]

নরেশ। কী বলছেন?

দীপক। কত টাকা চেয়েছিলে প্রকাশের কাছে?

নরেশ। পাঁচ টাকা।

দীপক। (ব্যাগ খুলিয়া) এই নাও।

নরেশ। আপনি দিচ্ছেন!

দীপক। হ্যাঁ দিচ্ছি, ক্ষতি কী? আমার দেবার ক্ষমতা আছে, তাই দিচ্ছি, তোমার নেবার দরকার, তুমি নেবে। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধা এই যে আমার ছেলের কোনো দিন টাইফয়েড হবে না, কারণ আমি বিয়েই করিনি।

[টাকা দিয়া মদ খাইতে লাগিল]

নরেশ। আমি কী ক'রে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো?

দীপক। কৃতজ্ঞতা জানাবার কথা বলছো? ও মুখে জানিয়ে কোন লাভ নেই। ছেলে সেরে উঠলে আমাকে একখানা প্রশংসা পত্র লিখে দিও, আমি কাগজে ছাপিয়ে দেব। তাতে লেখা থাকবে—দধীচির পর এরূপ ত্যাগ আর দৃষ্ট হয় নাই। দধীচি দিয়াছিলেন অস্থি আর দীপকবাবু দিয়াছেন পঞ্চমুদ্রা।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—যাও ভাই, বাড়ী যাও—অনেক রাত হয়ে গেছে। [নরেশের প্রস্থান]

(গ্রীকবেশী গোপালের প্রবেশ)

হেনা। ওমা! এই সেজে আপনি কোথায় গেছলেন গোপালবাবু?

গোপাল। প্লে ক'রে এলাম।

হেনা। আজতো সুভদ্রা হরণ প্লে, চন্দ্রগুপ্ত তো ছিল না!

গোপাল। একটা ষ্ট্যাণ্ট দিলাম। তুমি এখন এ সব বুঝতে পারবে না হেনা, আগে বড় হও—অভিনয় করতে করতে ক্রমে এ সব বুঝতে পারবে। অভিনয় বড় শক্ত কলা—মাইনে পেয়েছো?

হেনা। না। কাল দেবেন বললেন।

গোপাল। খেয়েছে! তা হ'লে এখন উপায়?

দীপক। (গ্রীণরুম হইতে) সেলুকাস কি মাইনে চাচ্ছো নাকি হে?

গোপাল। আজ্ঞে হ্যাঁ দীপকদা।

দীপক। তা হেনার কাছে কেন? সেকেন্দারশা কোথায় গেল? তোমাদের প্রকাশ বাবু!

গোপাল। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না--

[গোপাল গ্রীণরুমে ঢুকিয়া পোষাক ছাড়িতে লাগিল]

দীপক। সেকেন্দারশাকে যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সেলুকাসেরও এবার নিখোঁজ হওয়া দরকার। (মদ খাইতে লাগিল) সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই ষ্টেজ!

[মদ খাইতে লাগিল]

গোপাল। আপনি আজ আরম্ভ করেছেন কী দীপকদা? বাড়ী যাবেন না?

দীপক। বাড়ী! বাড়ী আমার কোথায়? তোমাদের আছে বাড়ী ঘর, তোমাদের আছে স্ত্রীপুত্র, তোমাদের আছে অনাহার, অনিদ্রা টাইফয়েড্, আমার সে সব কিছুই নেই।

(দুঃখদহনের প্রবেশ)

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—

হেনা। এ আবার কে?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—ভয় পেয়োনা মা লক্ষ্মী, আমিও মানুষ, তবে তোমার মত মেয়ে মানুষ নই, পুরুষ মানুষ।—তা' দীপক বাবাজী কোথায়?

হেনা। ওই ঘরে আছেন।

দীপক। কে রে হেনা?

হেনা। আমি চিনিনা দীপকবাবু।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—বাবাজী আমি দুঃখদহন।

দীপক। ও! দুঃখদহন বাবু? কী খবর?

দুঃখদহন। খবর কিছুই নেই! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—তোমার অভিনয় দেখতে এসেছিলাম বাবাজী। আহা বড় ভাল লাগল— তাই একটু বলতে এলাম।

দীপক। আপনি আজ থিয়েটার দেখছিলেন নাকি?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ—কী করবো বাবাজী। স্বার্থের খাতিরে সময় সময় থিয়েটারতো থিয়েটার—ঘেঁটু অবধি শুনতে হয়। তা তুমি ভালো আছো বাবাজী?

দীপক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভালই আছি।

[গোপাল চলিয়া গেল]

দুঃখদহন। বেশ বেশ হেঁ হেঁ হেঁ—তোমাদের দু'টিতে কিন্তু মানিয়েছিল বেশ। যেমন সুভদ্রা, তেমনি অর্জ্জুন। সাজালে ওদের দেখায় ভাল—না বাবাজী? আচ্ছা, আমি আসি।…তুমি ও কী খাচ্ছো বাবাজী—মদ?

দীপক। আজ্ঞে হ্যাঁ—মদ।

দুঃখদহন। তা' ভাল। মদ খাওয়া ভাল। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—মূলে সেই মহামায়ার খেলা, বুঝলে বাবাজী—নইলে তোমাকেই বা মদ খেতে হ'বে কেন—আর আমাকেই বা এই বুড়ো বয়সে থিয়েটার দেখে মরতে হবে কেন? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—আচ্ছা আসি বাবাজী—আমি আসি। (হেনার দিকে চাহিয়া) তুমি কি খাচ্ছো মা লক্ষ্মী? মুড়ি?—তা ভাল, মুড়ি খাওয়া ভাল। মুড়ি খেলে বুড়া হয় না।—বেরোব কোন দিক দিয়েরে বাবা? এযে দেখছি গোলক ধাঁধা।

[প্রস্থান]

দীপক। সাংঘাতিক লোক!……ওরে হেনা?

হেনা। কী দীপক বাবু?

দীপক। করছিস্ কি তুই? আয়না এদিকে; একটু প্রেমালাপ ট্রেমালাপ করি।

হেনা। মুড়ি খাচ্ছিলাম।

দীপক। বেশ করছিলি। বোস ঐ চেয়ারটায়,—দু' একটা প্রাণের কথা কওয়া যাক্।

হেনা। যান্—আপনি বড় দুষ্টু দীপক বাবু!

দীপক। উঃ! আবার লজ্জাও আছে দেখছি যে? আচ্ছা. কেন বল্ দেখি—তোরা আমায় একটুও ভয় করিসনে! যখন তখন কাছে এসে বসিস্—কারণে অকারণে গায়ে হাত দিস্। আব্দার আর উৎপাতের তো কথাই নেই। বলি আমি কি ভালবাসতে পারিনে?

হেনা। আপনি ছাই পারেন। অত মদ খান কেন?

দীপক। ঠিক বলেছিস। বোধ হয় মদ খাই বলেই ভালবাসতে পারিনে। হ্যাঁ, রোজই রাত্তিরে আমি একটু মদমত্ত থাকি বৈকি!

[প্রকাশ, প্রদীপ ও তমসার প্রবেশ]

প্রকাশ। এস—এস।

তমসা। ঘুরে ঘুরে তো দেখলাম—ভেতরে কিন্তু শুধু কাঠ।

প্রকাশ। ষ্টেজের রহস্যই তাই। এর যা কিছু ইন্দ্রজাল তা' ওই কাঠকেই পিছনে রেখে।

তমসা। অনেকটা দীপকের মত। মুখে হেসে কথা কয়—কিন্তু ভেতরটা ওর পাষাণ।

প্রকাশ। কিন্তু দীপক আজ কিরকম অভিনয় করলে তা বলো?

তমসা। সত্যি। আমি অবাক হ'য়ে গেছি। দীপক যে কতবড় জিনিয়াস্—তা ওর আজকের অভিনয় না দেখলে কিছুতেই বোঝান যাবে না? আর তেমনি অভিনয় করেছে তন্বী। দীপক কোথায়?

প্রকাশ। ওই ঘরে। প্রদীপ, একেবারেই কথা কইছো না যে?

প্রদীপ। লেডিজ্ ফার্ষ্ট!

তমসা। এস দীপককে congratulate ক'রে আসি।

প্রকাশ। চল।

তমসা। অত মদ খেলে কি আর মানুষ জেগে থাকতে পারে? বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে! দীপক! দীপক!

[তমসা অগ্রসর হইল। দীপক মুহূর্ত্তমধ্যে হেনাকে নিজের চেয়ারের পাশে টানিয়া বসাইল। এবং বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ কাঁধ চাপিয়া রাখিল যাহাতে সে উঠিয়া না যাইতে পারে।]

তমসা। দীপক! (চোখ পড়িতেই) একি!

প্রকাশ। কি হয়েছে তমসা? (দেখিয়া) ও!

[প্রদীপ ব্যাপারটা উঁকি মারিয়া দেখিল]

তমসা। দীপক!

দীপক। (মাথা তুলিয়া) yes তমসা yes.

তমসা। তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে! প্রকাশ্যে, ষ্টেজের মধ্যে তুমি এমন ভাবে বসে থাকতে পার, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার সম্বন্ধে আমার এতদিনের ধারণা আজ চুরমার হ'য়ে গেল।

দীপক। কী হয়েছে? এই তো অভিনেতার জীবন! তোমার ধারণা এত ঠুন্‌কো—তাতো আমি জানতাম না তমসা। যাক্—কিছু বলতে এসেছিলে?

তমসা। না, আমি এসেছিলাম তোমার অভিনয়ের জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাতে।

দীপক। বেশ তো, সেটা এখানেই জানিয়ে যাও। ভাল অভিনয় যে আমি করতে পারি সে তো আমি নিজেই জানি! কিরে হেনা? ভাল অভিনয় করতে পারিনে?

তমসা। ছি ছি ছি ছি? দীপক, তোমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা কইতেও আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। যাক্—আমি চলে যাচ্ছি। তুমি কোনদিন আর আমার বাড়ীতে যাবে না।

দীপক। যাবোনা তমসা—কথা দিচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে আমার একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও!

তমসা। বল।

দীপক। প্রদীপকে বিয়ে করেছ তো?

তমসা। না।

দীপক। এখনো করোনি তমসা? বেশ, আজ আমার অভিনয় দেখে গেলে—এবার বিয়ে করবে তো?

তমসা। সে বিবেচনা আমার—তোমার নয়।

[তমসা প্রদীপের দিকে আগাইয়া আসিল]

তমসা। প্রদীপ! আজ আমার সমস্ত ভুল ভেঙ্গে গেছে। তুমি আমাদের বিয়ের আয়োজন কর,—আমি তোমাকেই বিয়ে করবো।

দীপক। (হেনাকে) যা হেনা এবার তুই বাড়ী যা।

[হেনা চলিয়া গেল]

[দীপক টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

প্রদীপ। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম তমসা।

তমসা। আমি সে কথা বিশ্বাস করিনি। প্রত্যেক মানুষের চরিত্র-হীনতার একটা শালীনতা থাকা দরকার, ওর তা নেই। যাক্—তুমি আমাদের বিয়ের আয়োজন করো।

(তন্বীর প্রবেশ)

তমসা। এ কে?

প্রকাশ। এই তো তন্বী।

তমসা। তুমিই তন্বী?

তন্বী। (ভয়ে ভয়ে) হাঁ। আমি তন্বী

[অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তমসা চাহিয়া রহিল। প্রদীপও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল]

তমসা। আমি বলতে এসেছিলাম—তুমি আজ চমৎকার অভিনয় করেছো—(হাত ধরিয়া নাড়িয়া দিল) চল প্রদীপ।

প্রদীপ। আমাকে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে। তুমি যাও—কাল সকালেই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।

তমসা। আচ্ছা! (প্রদীপের প্রস্থান) প্রকাশ যাবে নাকি?

প্রকাশ। হাঁ চল, আমিও তোমার গাড়ীতেই যাই! (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) তন্বী! তোমার এবার বাড়ী যাওয়া দরকার। রাত প্রায় দেড়টা বাজে।

তন্বী। আপনারা যান। আমি যাচ্ছি একটু পরে।

প্রকাশ। ও! তুমি বুঝি দীপককে নিয়ে যাবে?

তন্বী। (মৃদুস্বরে) হাঁ।

প্রকাশ। (মৃদু হাসিয়া) আচ্ছা।

[প্রকাশ ও তমসা চলিয়া গেলে তন্বী ধীরে ধীরে গিয়া দীপকের পিছনে দাঁড়াইল। তারপর আস্তে আস্তে তাহাকে ধাক্কা দিল]

দীপক। কে?

তন্বী। আমি।

দীপক। ও! তন্বী-শ্যামা শিখরী-দশনা? কী কথা কহিতে চাহো প্রিয়ে?

তন্বী। বাড়ী যাবে না?

দীপক। বাড়ী! হ্যাঁ, বাড়ীতে যেতে হবে বৈকি! কিন্তু আজ থাক্—আজ নাই বা গেলাম। এই আমার বেশ লাগছে, অভিনয় করতে করতে ষ্টেজেই ঘুমিয়ে পড়ি, জেগে উঠে আবার অভিনয় করি।

তন্বী। তুমি আজ বড্ড বেশী অসুস্থ হ'য়ে পড়েছো—বাড়ী চল।

[হাত ধরিল]

দীপক। সেই এক কথা,—বাড়ী চল। বাড়ী চল। কাণের কাছে ফিরে ফিরে সেই করুণ মিনতি,—তন্বী প্রেয়সীর ছল ছল দুটি চোখ কেবলই কাঁদছে আর বলছে—ওগো গৃহবিবাগী, ঘরের বাঁধনে তুমি ধরা দাও—ধরা দাও। কিন্তু তবু আমি ধরা দিতে পারছিনে। কেন পারছিনে তন্বী?

তন্বী। সে কথা আমি জানিনে। আমি শুধু জানি—তুমি আমার স্বামী। তোমাকে দেখা, তোমার সেবা করা আমার কর্ত্তব্য। যেখানে তুমি দুর্ব্বল, যেখানে তুমি অক্ষম—সেখান থেকে আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব—তোমার আপন ঘরে।

দীপক। এই যে! সাবিত্রীমার্কা কথাগুলো বেশ রপ্ত হ'য়েছে দেখছি। কেবল—ঘর ঘর আর ঘর। (উঠিয়া দাঁড়াইল) কাকে ঘর বল তুমি? চারটে দেওয়ালের মধ্যে যেখানে একটা মানুষ তার ছেলেপুলে আর স্ত্রীকে নিয়ে রোগে, শোকে, অনাহারে, অনিদ্রায় আর দারিদ্র্যে দিনরাত্রি ভগবানকে ডাকছে আর মরছে? যেখানে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে তাকে খেতে দেয় বলে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে তার শয্যাসঙ্গিনী বলে—তাকেই কি ঘর বলো তুমি? চুপ ক'রে আছো কেন? জবাব দাও!

তন্বী। তোমার এই সব কথা আমি বুঝতে পারিনে।

দীপক। বুঝতে পারোনা, না বুঝতে চাওনা? কেন তুমি আজ চার বছর থেকে আমার কাছে কাছে আছো? কেন তুমি এত রাত্রি অবধি এখানে বসে আছো আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য? কেন তুমি আমাকে স্বামী বল? কেন? কেন?

তন্বী। কেন?

দীপক। কেন! আচ্ছা তন্বী, আমার ভালবাসা তুমি পাওনি জানি, —কিন্তু আমার উপেক্ষাও কি তোমার গায়ে লাগে না? এই যে দিনের পর দিন—আর রাতের পর রাত আমি তোমার দিক থেকে—পৃথিবীর সমস্ত নারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি—এও কি তোমার চোখে পড়ে না? এতেও কি তোমরা বুঝতে পারো না—যে তোমাদের আমি চাই না!

তন্বী। কী চাও, তবে তাই বল! তুমি যদি চাও যে আমি তোমার কাছে না আসি (কাঁদিয়া উঠিল) বেশ, আমি আর আসবো না। আমি দূর থেকে তোমার সেবা করবো, দূর থেকে তোমাকে দেখে চলে যাব। আমাকে ভালবাসলে যদি তোমার কষ্ট হয়—আমায় ভালবেসো না, কিন্তু আমায় দেখা দিও, মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিও।

দীপক। আবার সেই কথা। ভালবাসা! ভালবাসতে আমি পারিনে তন্বী—কোন নারীকে ভালবাসতে আমি পারিনে, আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে সেই নিষেধ। (পায়চারী করিতে লাগিল) কোনদিন কারুর কাছে আমি সে কথা উচ্চারণ করতে পারিনি—সেই অনুচ্চারিত ব্যথার জ্বালায় আমি মদ খাই,—প্রচুর মদ খাই। মদ খেলে আমি সব ভুলে যাই।

তন্বী। মদ তুমি আর খেয়ো না। তোমার কি দুঃখ আমায় বলো। আমার প্রাণ দিয়েও যদি আমি তা দূর করতে পারি, আমি করবো। কিন্তু মদ তুমি আর খেয়ো না।

দীপক। মদ খাই? কিন্তু কেন আমি মদ খাই—তা জানো? মদ আমার প্রিয় বন্ধু। বাপ, মা, ভাই, বোন সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে;—তোমার ভালবাসা, তমসার ভালবাসা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু মদ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। পেটে গিয়ে ওর প্রত্যেকটি ফোঁটা প্রিয়তম বন্ধুর মত তোমাকে সান্ত্বনা দেবে। Every drop of wine is faithful, every inch faithful. (তন্বী কাঁদিতে লাগিল)…কাঁদছো তন্বী? কি জানি তোমাকে কাঁদাতে আমি চাইনে—তবু তোমাকে আমি কাঁদাই। বোধ

হয় তোমাকে কাঁদিয়ে আমি একটা আনন্দ পাই। নারীকে ব্যথা দেওয়ার একটা উল্লাস। (পায়চারী করিতে লাগিল) মাটির অন্ধকার-নেপথ্য থেকে গাছ আহরণ করে তার অফুরন্ত প্রাণ, সেই প্রাণের আনন্দে সে ফুলে ফলে সার্থক হ'য়ে ওঠে; মানুষও তেমনি নিজের জন্মের অন্ধকার থেকে আনন্দ বহন ক'রে নিয়ে আসে পৃথিবীতে, সেই আনন্দে সে কাজ করে, সে গান গায়, সে ভালবাসে। আমি সে আনন্দ নিয়ে আসিনি—তাই আমি কাজ করি না, গান গাই না, ভালবাসি না,—আমি শুধু মদ খাই, জানো তন্বী, আমি শুধু মদ খাই।

তন্বী। আজ তুমি উত্তেজিত হয়েছো, বাড়ী চল। কাল সকালে সুস্থ হ'য়ে আমায় সব কথা বোলো—আমি শুনবো।

দীপক। না, আজকের রাত্রি—চমৎকার রাত্রি। তমসা কেঁদে ফিরে গেছে, তুমিও কেঁদে ফিরে যাও। তোমরা সবাই আজ আমাকে পরিত্যাগ করে যাও।...একটা গল্প শুনবে তন্বী?

তন্বী। রাত্রি অনেক হয়েছে—আজ থাক্।

দীপক। না। আজই রাত্রিতে আমি সেই কাহিনী বলবো। সেই লজ্জার কথা শুধু শুনবে তুমি, আর শুনবে মহাকাল।

তন্বী। তবে বল।

দীপক। বহুকাল আগে এমনি এক শেষ রাত্রিতে কোলকাতার কোন প্রশস্ত রাজপথের এক প্রান্তে একটি সদ্যোজাত শিশু পড়ে পড়ে কাঁদছিল। তার মা নিজের লজ্জা ঢাকতে তাকে বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিল—উন্মুক্ত পথের মৃত্যুর মধ্যে।

সহস্র লোকের ধিক্কারেও কিন্তু সেই শিশু মরেনি।—লজ্জায়, কলঙ্কে, ভয়ে, আর অভিশাপের মধ্যে জন্ম নিয়েও সেই মাতৃ-পরিত্যক্ত সন্তান ধীরে ধীরে কোন একটি অনাথ আশ্রমে বড় হ'য়ে উঠতে লাগলো।

তন্বী। (ভয় পাইয়া) এ তুমি কিসের গল্প বলছো? কিসের গল্প বলছো?

দীপক। মানুষের গল্প।······বড় হ'য়ে সেই শিশু—যখন জানতে পারলো নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত, যখন জানতে পারলো এই পৃথিবীর রূপ রস রঙে তার কোন অধিকার নেই, তার আগমনকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে সমাজ শঙ্খধ্বনি করেনি,—যখন জানতে পারলো, বাপ-মায়ের নিবিড় আনন্দ অনুরাগে সে ফুটে ওঠেনি, তখন সে জগতের সমস্ত নারী জাতির ওপর শ্রদ্ধা হারালো। কত নারী এল গেল তার জীবনে, কত নারী তার ভালবাসার আশায় কেঁদে তার পায়ে লুটিয়ে পড়লো—তবু সে ভালবাসতে পারলো না—তন্বী, তবু সে ভালবাসতে পারলো না।

তন্বী। (কাঁদিয়া) তুমি আমাকে রক্ষা করো—আমি জানতাম না—আমি জানতাম না। তুমি যাই হও, তুমি আমার স্বামী, এই কথাটা আমাকে কোনদিন ভুলতে দিও না। আমিও পতিতার মেয়ে, আমারও জন্ম-বৃত্তান্তে কোন আনন্দ নেই। কিন্তু তবু তুমি আমার স্বামী—তুমি আমার স্বামী।

দীপক। (শান্ত কণ্ঠে) তাইতো ভাবি তন্বী যে, আমি যেন একটা ভাঙ্গা সেতু, আমার এপারে ওপারে দুই নারী। দু'জনেই পার হ'বার বিপুল দুরাশায় কেঁদে মরছে।······বাড়ী যাও

তন্বী—বাড়ী যাও। আমায় ডেকোনা, আমি এখানেই থাকবো।

তন্বী। বেশ আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি একটু স্থির হও, একটু স্থির হও। তুমি এখানেই শুয়ে থাকবে ?

দীপক। হ্যাঁ, আমি এখানেই শুয়ে থাক্‌বো।

তন্বী। আচ্ছা। তাহ'লে আমি যাই ?

দীপক। যাও। (তন্বী চলিয়া যাইতেছিল) তন্বী ! তুমি একলা যেতে পারবে তো ?

তন্বী। হ্যাঁ পারবো। (চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল) কাল সকালে তোমার চা আর জলখাবার কি এখানেই পাঠিয়ে দেবো, না বাড়ীতে গিয়ে খাবে !

দীপক। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তোমার আর বাঁচবার কোন আশাই নেই, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আমি কাল সকালে বাড়ী গিয়েই তোমার হাতের চা আর জলখাবার খেয়ে আসবো।

[তন্বীর প্রস্থান]

(তন্বী চলিয়া গেলে দীপক টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। একটু পরে তন্বী চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া দীপকের গায়ে একখানি কম্বল ঢাকা দিয়া আবার নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে বাহিরে একটি মেয়ের তীব্র আর্তনাদ উঠিল। সেই শব্দে দীপক মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর নেশার ঘোরে কহিল)

দীপক। সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই ষ্টেজ !

[কোথায় যেন একটা করুণ সুর বাজিতেছে—ধীরে ধীরে ঘুরিতে লাগিল]

অষ্টম দৃশ্য

[মঞ্চ আসিল তমসার কক্ষে। জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে : তমসা চিঠি লিখিতেছিল। চারিদিকে অপরিসীম স্তব্ধতা।

ঢং ঢং ঢং করিয়া দেয়ালঘড়িতে রাত্রি তিনটা বাজিল]

তমসা। রতন!

রতন। (নেপথ্যে) যাই।

(রতনের প্রবেশ)

রতন। কী দিদিমণি?

তমসা। রতন! আজ রাত্রে এই চিঠিখানা দীপকের হাতে দিয়ে আসতে পারবি?

রতন। আজ রাত্রেই দিতে হ'বে?

তমসা। হ্যাঁ।

রতন। আচ্ছা।

(রতনের প্রস্থান)

(বাহিরে কে যেন কাশিয়া উঠিল)

তমসা। কে?

দুঃখদহন। (নেপথ্যে) হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—আমি মা লক্ষ্মী, আমি। ভয় পেয়োনা, দোরটা একবার খোল।

তমসা। কী দরকার আপনার ?

দুঃখদহন। (নেপথ্যে) বললাম তো, আমি তোমার ভালর জন্যই এসেছি। ভেতরে যেতে পারি ?

তমসা। আসুন।

(তমসা দরজা খুলিয়া দিতেই ঘরের মধ্যে দুঃখদহন ও বনলতা প্রবেশ করিল)

তমসা। কে আপনারা ?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ. কেন মা লক্ষ্মী. তুমি আমাকে মনে করতে পারছোনা কেন ? তুমি তো আমাকে চেনো.—প্রদীপ বাবাজীর বাগান বাড়ীতে আমাদের দেখা হয়েছিল।

তমসা। হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। কিন্তু এত রাত্রিতে আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন কেন ? কী দরকার ?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—দরকার আছে বৈকি, দরকার আছে বৈকি ? তুমি অমন ছটফট্ করোনা মা লক্ষ্মী। বলছিতো. তোমার উপকারের জন্যই আমি এসেছি।

তমসা। আপনার সঙ্গে উনি কে ?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ-- হচ্ছে মা লক্ষ্মী হচ্ছে। শোন. আমি আজ থিয়েটারে গিয়েছিলাম,— সুভদ্রা-হরণ পালা দেখতে। হেঁ হেঁ ওরা আছে বেশ। ওরা বাইরে দেখায় সুভদ্রা-হরণ. ভেতরে কিন্তু সুভদ্রা-হরণ নয়. সেখানে আরও অনেক কাণ্ড।

তমসা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনে।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ মা লক্ষ্মী দেখছি রেগেছো! কিন্তু সব কথা শুনলে মা লক্ষ্মী তুমি আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারবে না।

তমসা। সেই কথাটা দয়া ক'রে একটু তাড়াতাড়ি বলুন! সেদিনও দেখেছি আজও দেখছি—আপনি এমনভাবে কথা বলেন যে কিছুই বুঝতে পারা যায় না।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ মা লক্ষ্মী, জমিদার সরকারের ম্যানেজারের কথা অত সহজে বোঝা গেলে জমিদারী থাকে না। যাক্—আজ থিয়েটারে প্রদীপ বাবাজীকে যেন তোমার সঙ্গে দেখলাম!

তমসা। হ্যাঁ। কেন, আপনার সামনেই তো সেদিন ঠিক হয়েছিল—আমরা আজ থিয়েটারে যাবো।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ মনে থাকে না মা লক্ষ্মী—মনে থাকে না। বুড়ো হয়েছি, এখন সব কথা মনে রাখতেও পারিনে, আর রাখা উচিতও নয়। ভুলে যাওয়ার মত সুবিধে আর নেই। তা' প্রদীপ বাবাজীকে তুমি হঠাৎ বিয়ে করবার কথা দিলে কেন বলত মা?

তমসা। তার কারণ—আজ গ্রীণরুমে যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার মনে মনে ঠিক ছিলো যে আমি দীপককে বিয়ে করবো। প্রদীপ আর দীপক—দুজনেই আমার মায়ের স্নেহের পাত্র ছিলো, ওদের একজনকে আমার বিয়ে করতেই হ'তো। কিন্তু দীপক যে এতবড় চরিত্রহীন আর এতবড় প্রতারক এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ তার প্রতারণাটা কোথায় দেখলে মা? এসব কথা জিগ্যেস করছি বলে কিছু মনে করো না।

তমসা। না। আপনি আমার বাপের বয়সী, আপনাকে আমি অনায়াসেই সব কথা বলতে পারি। দীপক আমায়

বলেছিলো যে কোন একটি পতিতার মেয়ে তাকে স্বামী বলে ভাবে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, সেবা করে। আমি সে কথা বিশ্বাস করেছিলাম, আর দীপক আমাকে সত্যিকথা বলেছিল বলে তাকে আমি প্রশংসা করেছিলাম। কিন্তু আজ—(গলা কাঁপিতে লাগিল) আজ যখন গিয়ে দেখতে পেলাম—সে একটি সাধারণ মেয়েকে পাশে বসিয়ে প্রকাশ্যে মদ খাচ্ছে—তখন থেকে ওর ওপর আর আমার বিশ্বাস নেই। আজ বুঝতে পারছি ওর চরিত্রের তুলনায় প্রদীপ দেবতা। তাই আজ আমি প্রদীপকে বলেছি, বিয়ের আয়োজন করতে। প্রদীপকেই আমি বিয়ে করবো।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ,—মা লক্ষ্মী, তুমি লেখা পড়া শিখেছো বটে, কিন্তু তোমার বুদ্ধি এখনো পাকে নি। সংসার বড় কঠিন জায়গা মা লক্ষ্মী, এখানে তোমার মত প্রতিমাকে পেতে হ'লে প্রতারণার আশ্রয় নিতেই হয়। তবে দীপকের প্রতারণা বুঝতে পারো, আর প্রদীপের প্রতারণা বুঝতে পারোনা,—এই যা তফাৎ।

তমসা। প্রদীপের প্রতারণা ? না, আজ পর্য্যন্ত প্রদীপ আমার সঙ্গে কোনরকম প্রতারণা করেনি।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ অবশ্যই করেছে মা-লক্ষ্মী। তবে বনেদী প্রতারণা কিনা, তাই টের পাওনি। আচ্ছা বেশ, আমি তোমায় এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এদিকে এসতো দিদি ! (বনলতা কাছে আসিল) এই মেয়েটিকে তুমি চেনো ?

তমসা। না।

দুঃখদহন। এর নাম বনলতা। এই মেয়েটি প্রায় পাঁচলাখ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক। কারুর কাছে কোনদিন এর নাম শুনেছো?

তমসা। না।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ তা হ'লেই দেখ মা লক্ষ্মী—প্রদীপও তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কারণ এই মেয়েটি হচ্ছে প্রদীপের স্ত্রী।

তমসা। (স্তম্ভিত হইয়া) প্রদীপের স্ত্রী!

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ—বাংলায় যাকে বলে ধর্ম্মপত্নী। শ্রীমান প্রদীপ চৌধুরী বাবাজীবন বিয়ে ক'রে তাঁর এই অভাগিনী অর্দ্ধ-ভাগিনীটিকে দেশে রেখে এসেছেন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, এবং তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন অবিবাহিত বলে —বাংলায় যাকে বলে কুমার।

তমসা। আপনি বলছেন কী? আমি যে আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনে। (বনলতাকে) আপনি প্রদীপের স্ত্রী?

বনলতা। হ্যাঁ ভাই আমি তাঁর স্ত্রী। আজ রাত্রে দুঃখদা যখন এসে আমায় বললেন—যে উনি আপনাকে বিয়ে করছেন. তখন মনে হ'ল যে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। আপনার উচিত সমস্ত ঘটনাটা শুনে রাখা. তারপর আপনার কর্ত্তব্য আপনার কাছে।

তমসা। নিশ্চয়—নিশ্চয়, খুব ভাল করেছেন—খুব ভাল করেছেন। প্রদীপ বিবাহিত! একথা আমি কেমন ক'রে জানবো বলুন? যাদের ভালবাসি, তারা যদি এমনি ভাবে আমাকে ঠকায়—তবে আমি কী করবো—আপনিই বলুন!

বনলতা। এই কথা জানিয়ে আমি হয়ত আপনার মনে কষ্ট দিলাম। কিন্তু কী করবো বলুন? এ ছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না।

তমসা। না না একথা ব'লে কেন কষ্ট দেবেন—আপনি আমার উপকার ক'রেছেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি কোন ভয় করবেন না, এর পর আর আমি প্রদীপকে বিয়ে করতে পারিনে। কিছুতেই পারিনে— আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

(মুক্তদ্বার দিয়া মনীষা ও হেনার প্রবেশ)

তমসা। কে? কী চাই?

মনীষা। আপনারই নামতো তমসা?

তমসা। হ্যাঁ আমারই নাম তমসা।

মনীষা। তন্বী কোথায়?

তমসা। কে?

মনীষা। তন্বী! আমার ছোট বোন। সে কোথায়?

তমসা। তন্বী কোথায় তা' আমি কেমন ক'রে জানবো!

মনীষা। (চীৎকার করিয়া) আপনি জানেন। আপনাকে বলতে হবে সে কোথায়?

তমসা। অদ্ভুত আপনার যুক্তি। না জানলে আমি কেমন ক'রে বলবো সে কোথায়?

মনীষা। আপনি নিশ্চয় জানেন। সে আজ থিয়েটার থেকে বাড়ী আসেনি। সব জায়গায় তাকে আমি খুঁজেছি—কিন্তু পাইনি। হেনার কাছে শুনলাম, আপনি রাত্রে দীপকের

সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন,—আপনি নিশ্চয় জানেন—সে কোথায় আছে !

তমসা। না, আমি জানিনে।

মনীষা। সে আপনার শত্রু ছিল। আপনি যাকে ভালবাসেন, তাকে সে জয় ক'রে নিয়েছিল নিজের ভালবাসা দিয়ে। তাকে সরাতে পারলে আপনার পথ পরিষ্কার হবে,—একথা আপনি বেশ জানেন। তাই রাত্রে একলা পেয়ে হয় তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, নয় তাকে মেরে ফেলেছেন। আপনি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করেনি। বলুন সে কোথায় ?

তমসা। আমিতো আপনাকে আগেই বলেছি যে আমি জানিনে। আপনাকে ওর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারলাম না। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি, আজ রাত্রে আমরা চলে আসবার সময় তন্বী প্রকাশকে বলে যে, সে দীপককে নিয়ে বাড়ী যাবে।

মনীষা। দীপকও আজ বাড়ী আসেনি। আমার চাকর গিয়ে সেখানে দেখে এসেছে—গ্রীণরুমে দীপক একা ঘুমুচ্ছে—কিন্তু তন্বী নেই।

তমসা। তা হ'লে আমি কী করতে পারি বলুন ! আপনি প্রকাশকে ডেকে জিগ্যেস করলে শুনতে পাবেন—আমি আর সে একসঙ্গে এসেছি।

মনীষা। (কাঁদিয়া উঠিল) তবে তন্বী কোথায় গেল ? দেখুন আপনার দুটি পায়ে ধরে বলছি—আপনি বলুন তন্বী কোথায় ? আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—দীপকের কাছে আর সে যাবে না,—দীপককে আপনি পাবেন। বলুন—বলুন, আপনি আমার

অবস্থা বুঝতে পারছেন না—তন্বীকে না পেলে আমি পাগল হ'য়ে যাবো, আমি মরে যাবো। বলুন সে কোথায়?

তমসা। আমার জানা থাকলে আমি নিশ্চয় আপনাকে বলতাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি জানিনে।

মনীষা। ও! আচ্ছা বেশ, আমি দীপকের কাছেই যাচ্ছি। সে যদি বলতে না পারে তবে আজ রাত্রে আমি এই সহর তোলপাড় করবো—আমার চোখে ধূলো দিয়ে তন্বীকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবেনা। আমি তাকে খুঁজে বার করবোই। তারপর তাকে বুঝিয়ে দেব যে মনীষার বোনকে হরণ করলেও হজম করা যায় না। আয় হেনা!

[ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

তমসা। কী হ'ল মেয়েটার বলুনতো?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—বহু কষ্টে এতক্ষণ হাসি চেপে রেখেছিলাম মা লক্ষ্মী। সব জানি—আমি সব জানি। তাইতো বলছিলাম। যে ওরা বাইরে দেখায় সুভদ্রাহরণ আর ভেতরে করে তন্বীহরণ। হেঁ হেঁ বেশ আছে, বাবাজী আমার বেশ আছে। সহরে এসে কোনরকম সৎকার্য্যই আর বাকী রইলো না।

তমসা। কার কথা বলছেন?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ মা লক্ষ্মী. অত সহজে আমি সে নাম বলতে রাজী নই। তা ছাড়া সে লোকের হাত থেকে তন্বীকে উদ্ধার করা তোমার কাজ নয় মা লক্ষ্মী, সে যদি পারে তো ও দীপকই পারবে।

তমসা। তা সে কথা আগে বললেন না কেন? মনীষা দীপককে দিয়ে তার ব্যবস্থা করতো।

দুঃখদহন। না, তা হয়না মা লক্ষ্মী। তা হ'লে আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হ'য়ে যাবে। আমার এই সোণার দিদিটিকে আমি একবার দীপককে দেখাবো। তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমরা কাল দেশে চলে যাব।

তমসা। তা হ'লে দেরী ক'রে কাজ নেই, চলুন। দীপককে গিয়ে বলবেন—তন্বী কোথায় আছে!

দুঃখদহন। হ্যাঁ! চল। এস দিদি।

বনলতা। আমি যাব দুঃখ দা?

দুঃখদহন। তুমি নিশ্চয় যাবে দিদি। তুমিইতো আমার এখন প্রধান অস্ত্র। ও সব তন্বী হরণ-টরণ বাজে—তন্বী হরণ-টরণ বাজে। যদি প্রদীপকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও—তবে আমার সঙ্গে এস। স্বামীর জন্য মর্য্যাদা তোমার না হয় একটু ক্ষুণ্ণই হ'লো দিদি—ক্ষতি কী? তাতেতো লাভ ছাড়া আমাদের লোকসান নেই। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ······

[সকলে বাহির হইয়া গেল]

[মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল]

নবম দৃশ্য

[পূর্ব্বের সেই ষ্টেজের দৃশ্য। দীপক গ্রীণরুমে টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে]

[ধীরে ধীরে তমসা, দুঃখদহন ও বনলতা প্রবেশ করিল। তমসা গিয়া ডাকিল]

[তমসা, দুঃখদহন ও বনলতার প্রবেশ]

তমসা। দীপক ! দীপক ! দীপক !!

দীপক। (ঘুমের ঘোরে) আঃ ! তোমার ওই বড় দোষ তন্বী। বারে বারে কেন ডাকো ?

তমসা। আমি তন্বী নই দীপক ওঠো !

দীপক। তন্বী নওতো কে তুমি ? তমসা ? নাম বল, সব মেয়ের ডাকে আমি সাড়া দিই না।

তমসা। আমি তমসা।

দীপক। কীঃ ? (মাথা তুলিয়া) তমসা ! কী ব্যাপার ? এই শেষ রাত্রে আমায় ডেকে কি তোমাদের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এলে নাকি ?

তমসা। না নিমন্ত্রণ নয়। বেরিয়ে এস !

দীপক। ও ! আমায় বার ক'রে নিয়ে যাবে ? তাই করো তমসা,—এই ঘন অন্ধকার থেকে—এই সঙ্কীর্ণ জীবন থেকে আমায় উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাও। আমি বড় ক্লান্ত—আমি বড় ক্লান্ত।

তমসা। একি ! তুমি এখনও টলছো ? এস, আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাই।

দীপক। আমার হাত ধরে নিয়ে যাবে তমসা? আচ্ছা, তবে ধরো আমার হাত। কিন্তু শেষরাত্রে মদের খেয়ালে আমি স্বপ্ন দেখছিনাতো! এই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আমি দেখবো না তো তমসা—যে গ্রীণরুমেই শুয়ে আছি! একি! তুমি কাঁদছো কেন তমসা? তুমি কাঁদছো কেন?

তমসা। দীপক! প্রদীপ আমায় প্রতারণা করেছে—সে বিবাহিত।

দীপক। কে বিবাহিত?

তমসা। প্রদীপ।

দীপক। প্রদীপ বিবাহিত? (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল) কে তোমায় বল্‌লে এ সব কথা?

তমসা। দুঃখদহন বাবু।

দীপক। ওঃ! সেই ভয়ঙ্কর লোকটা! সে মিথ্যেবাদী।

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ—না বাবাজী মিথ্যেবাদী নয়। এদিকে এগিয়ে এস।

[তমসা ও দীপক আগাইয়া গেল]

দুঃখদহন। এই চেয়ে দেখ বাবাজী, ইনিই প্রদীপের স্ত্রী। এঁর নাম বনলতা। ইনি এখানে এসেছেন ওঁর স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তোমার কাছে, তমসার কাছে এঁর এই প্রার্থনা। প্রদীপকে ফিরিয়ে দিয়ে এঁর সেই প্রার্থনা তোমরা মঞ্জুর কর!

দীপক। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—না আজ মদের মাত্রাটা সত্যিই বেশী হয়েছে বুঝতে পারছি। নইলে বাবা দুঃখদহন,—তোমার এই শেষরাত্রে ওস্তাদের মার বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে!

বনলতা। ঠাকুর পো।

দীপক। কে? আমায় ডাকছেন?

বনলতা। হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। আমি জানি, আপনি তাঁর প্রিয় বন্ধু। আপনি আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন।

দীপক। আপনি সত্যিই প্রদীপের স্ত্রী!

বনলতা। হ্যাঁ সত্যিই আমি তাঁর স্ত্রী। আপনি তাঁকে ফিরিয়ে দিন। আমি তাঁকে নিয়ে দেশে চলে যাই।

দীপক। হুঁ! আপনি জানেন না বৌঠান—প্রদীপ এই কথা গোপন ক'রে আমার কী ক্ষতি করেছে। জগতে আমার সব চাইতে প্রিয় বস্তু আমি অম্লানবদনে তুলে দিয়েছিলাম তার হাতে, কিন্তু সে তার অমর্য্যাদা করেছে। এর জন্য তার কঠিন শাস্তি পাওয়া দরকার। কিন্তু—কিন্তু—তুমি কাঁদছো তমসা? আচ্ছা আচ্ছা বৌঠান, আমি আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে দেব, আমি কথা দিচ্ছি।

(মনীষার প্রবেশ)

এ কি! মনীষা! তুমি এতরাত্রে এখানে?

মনীষা। এই যে! তোমরাও এসে জুটেছো? দরকার আছে বলেই আসতে হয়েছে। তন্বী কোথায়?

দীপক। তন্বী বাড়ী গেছে।

মনীষা। না, তন্বী বাড়ী যায়নি। আমি তাকে সব জায়গায় খুঁজে এসেছি, কিন্তু আর আমি খুঁজতেও পারছিনে, আর আমি চলতেও পারছিনে। তুমি যেখান থেকে পারো তন্বীকে এনে দাও দীপক, তাকে নইলে আমি বাঁচবোনা। আমার মা-হারা বোন—আমি তাকে এতটুকু বেলা থেকে মানুষ

করছি তাকে এনে দাও। এর বদলে তোমরা যা চাও—আমি তাই দেবো।

দীপক। এ সব কথার মানে কী? এ সব কথার মানে কী? তমসা তুমি কিছু জানো?

তমসা। না দীপক। তবে—

দুঃখদহন। আমি জানি। হেঁ হেঁ হেঁ আমি জানি বাবাজী।

দীপক। বলুন কী জানেন?

দুঃখদহন। রাস্তা থেকে তিনজন লোক আর একটি মেয়ে তন্বীকে লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে। আর এই লুঠ করবার হুকুম দিয়েছে—

দীপক ও মনীষা। কে?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ সে লজ্জার কথা বলিই বা কী ক'রে ছাই! হুকুম দিয়েছে আমাদের প্রদীপ।

বনলতা। সে কি!

দীপক। প্রদীপ হুকুম দিয়েছে—তন্বীকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতে! আচ্ছা কোথায় তাকে নিয়ে গেছে তা জানেন?

দুঃখদহন। হ্যাঁ, তাও জানি বৈকি! রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম—দেখলাম প্রদীপ বাবাজী এসে মোটর ড্রাইভারকে বললে—সোজা বাগানে নিয়ে যেও। তারপর একটু পরেই দ্বিতীয়বার সুভদ্রা হরণ হ'য়ে গেল—দেখতে পেলাম।

[নিঃশব্দে মনীষার প্রস্থান]

তমসা। ছি ছি ছি—আমি জানতাম না, প্রদীপ এত ছোট কাজ করতে পারে।

দীপক। একই রাত্রে তমসাকে আর তন্বীকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে—এই তার ইচ্ছে—না? আচ্ছা—এর উপযুক্ত

জবাব আমি দেব। যে নীচ, তার সঙ্গে নীচতা দিয়েই ব্যবহার করতে হবে। আপনারা দাঁড়ান, আমি আসছি।

(প্রস্থান)

বনলতা। কী হবে দুঃখদা ?

দুঃখদহন। কিছু ভয় নেই দিদি, তোমার স্বামীকে তুমি ফিরে পাবেই। একমাত্র দীপক ছাড়া এ পৃথিবীতে ও কারুকে ভয় করেনা।

তমসা। সে কথা সত্যি।

[উত্তেজিতভাবে দীপকের প্রবেশ]

দীপক। কাজের সময় কোন কিছু পাবার উপায় নেই। ষ্টেজের লাইসেন্সড্ রিভলবারটা কে যে নিয়ে গেল। গুলীর কেস-টাও নেই। হয়ত কোথাও সরিয়ে রেখেছে।

দুঃখদহন। রিভলবার চাইছো কেন বাবাজী ? প্রদীপকে ভয় দেখাতে চাও বুঝি ?

দীপক। হ্যাঁ।

দুঃখদহন। তবে আমি তোমায় একটা রিভলবার দিতে পারি বাবাজী।

দীপক। আপনি—আপনি রিভলবার কোথায় পাবেন ?

দুঃখদহন। হেঁ হেঁ হেঁ কী যে তুমি বল বাবাজী তার ঠিক নেই। আমি হ'লাম গিয়ে বাহাদুরপুর ষ্টেটের ম্যানেজার। আমি রিভলবার পাব কোথায় ?

দীপক। তবে আমায় দিন।

দুঃখদহন। এই নাও বাবাজী।

[ডানদিকের পকেট হইতে একটা রিভলবার বাহির করিয়া সেটা রাখিয়া বামদিকের পকেট হইতে আর একটি বাহির করিয়া দিল]

দীপক। ধন্যবাদ। চল্‌লাম।

বনলতা। ঠাকুর পো!

দীপক। কে? ওঃ বৌঠান?

বনলতা। তুমি রিভলবার নিয়ে ওঁকে শাস্তি দিতে বেরুচ্ছো, আমায় তুমি কথা দিয়ে যাও ঠাকুরপো, ওঁকে তুমি প্রাণে মারবেনা?

দীপক। প্রদীপ আমার কী ক্ষতি করেছে আপনি জানেন না বৌঠান। আমার যেতে একটু দেরী হ'লেও হয়ত তন্বীকে মেরেই ফেলবে। কোন পাপ কাজ করতে ওর আটকায় না! আচ্ছা...আচ্ছা...আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বৌঠান, যে এই রিভলবার আমি ব্যবহার করবো না,—শুধু তাকে ভয় দেখাবো—শুধু ভয় দেখাবো।

(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

বনলতা। কি হবে দুঃখ দা?

তমসা। কি হবে?

দুঃখদহন। কী না হবে তাই ভাবছি মা লক্ষ্মী। বাংলা থিয়েটারের অন্ধকার রঙ্গমঞ্চের ওপর রাত্রি তিনটের সময় দু'জন মহিলা আর একজন ভদ্রলোকের উপস্থিতি যদি সম্ভব হ'তে পাবে তবে কী না হ'তে পারে তাই ভাবছি! তবে পিস্তলের জন্য তোমরা কেউ শঙ্কিত হয়ো না। গুলিভরা পিস্তল

দুঃখদহন অপরের হাতে দেয় না। যাক্—চল, তোমাদের দু'জনকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে ব্যাপারটা আমি দেখে আসি। ভয় নেই, তোমার প্রদীপ আর তোমার দীপককে যদি না ফেরাতে পারি তবে দুঃখদহনও ফিরবে না।

(সকলের প্রস্থান)

(মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল)

দশম দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরিয়া আসিল প্রদীপের বাগান বাড়ীতে। প্রদীপ ঘরের মধ্যে বসিয়া মদ খাইতেছিল। তন্বীকে লইয়া মনোহর প্রবেশ করিল। তন্বীর মুখ ও হাত বাঁধা ছিল। ঘরের মধ্যে আনিয়া তাহার মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল]

প্রদীপ। এই যে! তোমার নাম তন্বী?

তন্বী। হ্যাঁ আমার নাম তন্বী?

প্রদীপ। দীপক তোমার কে হয়?

তন্বী। তিনি আমার স্বামী।

মনোহর। তোর চোদ্দপাকের স্বামী। বেটি মিথ্যে কথা বলছে—জানেন হুজুর?

তন্বী। না আমি মিথ্যে বলছিনে, আমি সত্য কথাই বলছি। তিনিই আমার স্বামী।

প্রদীপ। বেশ, স্বামীই না হয় হ'ল। কিন্তু তোমাকে কয়েকদিন তাকে ছেড়ে থাকতে হবে। ভয় নেই—আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকতে পার। কিন্তু ঘরের মধ্যে তোমাকে তালাচাবী দিয়ে আমি আটকে রাখবো।

তন্বী। আমাকে এই ভাবে ধরে এনে আটকে রেখে আপনার কী লাভ হবে আমায় বলতে পারেন?

প্রদীপ। লাভ লোকসানের বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার ইচ্ছে নেই। বেশী কথা কইবেনা, চুপচাপ করে থাকবে, আর খাবে দাবে ঘুমোবে।

তন্বী। আপনি না আমাদের মনিব, আপনি না ওঁর বন্ধু! ছি ছি ছি—আপনার এই প্রবৃত্তি! সামান্য একটা অশিক্ষিত ছোট লোক যে কাজ করে, আপনিও তাই করবেন?

প্রদীপ। আরে! এ যে লেকচার দেয়! তুমি আমার মুখের ওপর এমনি ভাবে ফট্ ফট্ ক'রে কথা কয়োনা। বুঝলে?

তন্বী। কেন আপনি আমার কি করবেন শুনি?

প্রদীপ। তা হ'লে তোমাকে সমঝে দেবো—আমি তোমার পতি পরম গুরু দীপক নই—আমি প্রদীপ চৌধুরী, দীপকেরও মনিব।

তন্বী। আপনি যে প্রদীপ চৌধুরী, তা আপনার আচরণ দেখেই বুঝতে পারছি! এত হীন, আর নীচ কাজ তিনি করতে পারতেন না। এই মন নিয়ে আপনি ভদ্র সমাজে মেশেন? এই মন নিয়ে আপনি চান ওঁর মত মানুষের বন্ধুত্বের দাবী করতে!

প্রদীপ। চুপ্! একটা বেশ্যার মেয়ে—তার সতীত্বের লেকচার শোন! চাব্‌কে মুখ লাল ক'রে দেবো। এই মনোহর! এটাকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ্।

তন্বী। আপনি আমায় আটকে রাখতে পারবেন না।

প্রদীপ। আমি তোমায় আটকে রাখবো।

তন্বী। আপনি পারবেন না। আমি আপনাকে বলছি, কিছুতেই আপনি আমাকে আটকে রাখতে পারবেন না। যদি ভাল চান তো—আমায় ছেড়ে দিন।

প্রদীপ। দীপকের কাছে থেকে অনেক ভাল ভাল কথা শিখেছো দেখছি! এখন যাও—ঘরের মধ্যে ঢুকে ভগবানকে ডাকোগে।

তন্বী। এর ফল কিন্তু ভাল হবে না। আপনি কিছুতেই আমাকে আটকে রাখতে পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না।

প্রদীপ। (উচ্চহাস্য করিয়া) ওরে মনোহর! এর কথা শুনে ভয়ে যে আমি কাঁপছি রে! যা ওকে নিয়ে যা। আর আমার হুকুম রইল—চেঁচামেচি করলে একটি লাথি মেরে ওর দাঁতগুলো ভেঙে দিবি। মনীষার বোনের সতীত্বের ভয়! যা-যা—নিয়ে যা।

(মনোহর তন্বীকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেল)

প্রদীপ। নাঃ, মেজাজ টেজাজ সব বিগড়ে দিলে একেবারে!

(উপর্য্যুপরি কয়েক পাত্র পান করিল)

তরলিকা। (নেপথ্যে) May I come in ?

প্রদীপ। Yes.

(তরলিকার প্রবেশ)

প্রদীপ। এই যে আসুন। আপনার কাজে আমি খুব খুসী হয়েছি। এত শীগ্গীর আর এত সহজে আপনি কার্য্যোদ্ধার করবেন—এ আমি ভাবতেও পারিনি।

তরলিকা। দেখুন, ম্যারিকায় থাকতে এ সব আমায় শিখতে হয়েছিল।

প্রদীপ। হুঁ, ভালই শিখেছেন বলতে হবে। তা' আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল হাজার টাকা দেবার। পাঁচশো আপনি পেয়েছেন—কেমন?

তরলিকা। ও ইয়েস্। পাঁচশো পেয়েছি বৈকি!

প্রদীপ। তা হ'লে বাকী আছে পাঁচশো। আমি আপনাকে ছ'শো টাকা নগদ দিচ্ছি। মানে একশো টাকা খুসী হ'য়ে বেশী দিচ্ছি। বুঝলেন?

তরলিকা। বুঝেছি। সো কাইণ্ড অব ইউ। আপনাদের মত লোকের জন্য খেটে সুখ আছে। অন্য জায়গায় কী হয় জানেন? খাটি বটে, টাকাও পাই, কিন্তু ট্যালেণ্টের যে একটা এ্যাপ্রিসিয়েশন সেটা পাইনে।

প্রদীপ। তাতো বটেই। এ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত বৈকি! আচ্ছা, আসুন আপনার টাকাটা দিয়ে দিই।

(ব্যাগ হইতে টাকা দিল)

তরলিকা। আচ্ছা, তবে আসি প্রদীপবাবু। মেনি থ্যাঙ্কস্। ভবিষ্যতে আবার দরকার হ'লে আমাকেই ডাকবেন আশা করি। —আচ্ছা আসি তবে।

প্রদীপ। আসুন। বাইরে আমার গাড়ী রেডি আছে, আপনাকে বাড়ীতে পৌছে দেবে।

তরলিকা। বাই-বাই!

(তরলিকার প্রস্থান)

(প্রদীপ টেবিলের একপাশে মদ লইয়া খাইতে বসিল)

মনোহর!

আজ্ঞে হুজুর!

কেমন? এবার দীপক জব্দ হবে বলে মনে হয়?

আজ্ঞে ওর চৌদ্দ পুরুষ জব্দ হবে। যা চাল চেলেছেন— একবারে মোক্ষম্।

প্রদীপ। কেউ জানতে পারেনি তো ?

মনোহর। আজ্ঞে কেমন ক'রে জানবে হুজুর! নিশুতিরাত, আর বাইরে কী শীতটা পড়েছে দেখেছেন তো ? যেমন থিয়েটার থেকে বেরোনো—আর অমনি টপ্‌ ক'রে মুখ বেঁধে ফেলা। ব্যস! তবে হ্যাঁ—ওই দীপক ব্যাটা সঙ্গে থাকলে হয়ত মুস্কিল বাধতো, সে ব্যাটা আমায় আবার চেনে কিনা ?

প্রদীপ। কুছপরোয়া নেই! ঠিক হয়েছে। (মদ খাইতে লাগিল)

মনোহর। একটা কথা বলবো হুজুর ?

প্রদীপ। বল্‌!

মনোহর। হুজুর যে বলেছিলেন যে তন্বীকে ধরে আনতে পারলে—

প্রদীপ। কিছু বক্‌শীষ মিলবে—এই কথা তো ?

মনোহর। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

প্রদীপ। আচ্ছা আমার মণিব্যাগটা খোল্‌। খুলেছিস ? এবারে গুনে ত্থাখ কত আছে ?

মনোহর। আজ্ঞে হুজুর দশ টাকার পাঁচখানা নোট আর একখানা চেক।

প্রদীপ। যেটা ইচ্ছে নিয়ে নে।

মনোহর। আপনি বড় মুস্কিলে ফেললেন হুজুর। আচ্ছা, তবে নোট কখানাই আমি নিলুম—চেকটা আপনার জন্য থাক্‌!

প্রদীপ। তুমি হারামজাদা পাক্কা শয়তান।

মনোহর। আমি হুজুরের গোলামের গোলাম।

(মত্তাবস্থায় একজন মোসাহেবের প্রবেশ)

মোসাহেব। হুজুর! ওই মেয়েটাকে যে ঘরে বন্ধ করা হয়েছে—সেই ঘরে কী রকম একটা গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে!

প্রদীপ। সেকি? মনোহর! যা যা—শীগগীর দেখে আয়।

মনোহর। গো গো কীরে বাবা!

[মনোহরের প্রস্থান]

প্রদীপ। নেশাটা আজ বড্ড বেশী হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিনে, তন্বীকে এনে কাজটা ভাল করেছি—কি মন্দ করেছি। কাজটা ভাল করেছি—কি মন্দ করেছি।

(দ্রুতপদে মনোহরের প্রবেশ)

মনোহর। হুজুর! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্রদীপ। কী হয়েছে?

মনোহর। হুজুর,—ওই মেয়েটা—

প্রদীপ। বল্‌না হারামজাদা,—কী হয়েছে—পালিয়েছে?

মনোহর। না হুজুর গলায় দড়ি দিয়েছে!

প্রদীপ। এ্যাঁ! বেঁচে আছেতো?

মনোহর। না হুজুর মরে গেছে।

প্রদীপ। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? দড়ি কোথায় পেলো—দড়ি কোথায় পেলো?

মনোহর। পরণের কাপড় গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করেছে।

প্রদীপ। কী সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা! নিজের পরণের কাপড় গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে।

(দীপকের প্রবেশ)

দীপক। কে আত্মহত্যা করেছে?

মনোহর। হুজুর! দীপক বাবু!

[মনোহর পলাইয়া গেল। প্রদীপ স্থাণুর মত চেয়ারে বসিয়া রহিল। দীপক ধীরে ধীরে তাহার নিকট আগাইয়া আসিল]

দীপক। কি গো বন্ধু! কথা কইছোনা কেন? বলি, কে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে?

প্রদীপ। ত—তন্বী!

দীপক। ও! তন্বী আত্মহত্যা করেছে। সে কথা বলো—নইলে আমি বুঝতে পারবো কী ক'রে?

প্রদীপ। দীপক—

দীপক। দাঁড়াও। আমি পরে তোমার সঙ্গে কথা কইছি। আগে তন্বীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা বুঝে নিই। চমৎকার! ওর সব কাজেই কেমন একটা ছন্দ আছে। পরণের কাপড় গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে—না?

প্রদীপ। হ্যাঁ।

দীপক। সুন্দর।

(গেলাসে মদ ঢালিয়া নিঃশেষে সবটুকু পান করিয়া লইল)

আইডিয়াটা ভাল। নিজের লজ্জার অর্ঘ্য দিয়ে লজ্জাহারীর পূজা করেছে। ফুলের মত ফুটে উঠেছে মৃত্যু, ধূপের মত মিলিয়ে গেছে আত্মা।—বাঃ!

(পায়চারী করিতে লাগিল)

যাক্ সে কথা, এবার বলতো বন্ধু, কেন তন্বী আত্মহত্যা

করলো? কেন, তাকে এই গভীর রাত্রে তুমি জোর ক'রে বাগানে ধরে এনে এই মৃত্যু উপহার দিলে?

প্রদীপ। আমায়,—আমায় ক্ষমা কর দীপক! আমি বুঝ্‌তে পারিনি! আমি বুঝ্‌তে পারিনি!

দীপক। কী বুঝ্‌তে পারোনি? তন্বীর মত একটা পতিতার মেয়ে যে নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্ম আত্মহত্যা করতে পারে, এটা আগে বুঝ্‌তে পারোনি—না?

প্রদীপ। না—আমি বুঝ্‌তে পারিনি। আমায় ক্ষমা—

দীপক। চুপ। ক্ষমার কথা অনেক পরে আসবে। তুমি কিছুই বুঝ্‌তে পারোনা—না? তোমার স্ত্রী যে দেশ থেকে এসে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন—তাও কি বুঝ্‌তে পারোনি?

প্রদীপ। দীপক! দীপক! ভাই আমাকে ক্ষমা কর। আমি কথা দিচ্ছি—আমি দেশে চলে যাব। আমার এই শেষ অপরাধকে তুমি ক্ষমা কর ভাই।

দীপক। শেষ অপরাধ? এই তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ। এর জন্ম আমি তোমায় কিছুতেই ক্ষমা করবো না। তৈরী হও।

[রিভলবার বাহির করিল]

প্রদীপ। একি! দীপক! তুমি—তুমি আমায় খুন করবে?

দীপক। হ্যাঁ আমি তোমায় খুন করবো। তুমি আমার জীবনের অনেক ক্ষতি করেছো, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা গোপন করেছো, তমসাকে আমি হাসিমুখে তোমাকে দান করেছিলাম—তুমি তার অমর্য্যাদা করেছো! তুমি তন্বীকে—

তন্বীকে তুমি হত্যা করেছো। তৈরী হও! আমি তোমাকে গুলী করবো।

প্রদীপ। দীপক!

দীপক। কোন কথা শুনতে চাইনে। তৈরী হও! (রিভলবার তুলিল)

প্রদীপ। ক্ষমা—দীপক—ক্ষমা!

[হঠাৎ গুলির শব্দ হইল—প্রদীপ গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেল]

দীপক। একি! (ছুটিয়া প্রদীপের কাছে গিয়া) প্রদীপ, প্রদীপ! আমি তোমাকে মেরে ফেললাম! প্রদীপ! প্রদীপ! প্রদীপ!!

[নিজের গলায় পিস্তল রাখিয়া আত্ম-হত্যার চেষ্টা করিল, কিন্তু শব্দ হইল না]

আরতো গুলি নেই!

(দুঃখদহনের প্রবেশ)

দুঃখদহন। গুলিতো মোটেই ছিল না! তবে একি হ'ল! হয়তো একটা গুলি ছিল।

দীপক। তুমি—তুমি তবে শয়তানি ক'রে রেখেছিলে!

দুঃখদহন। শয়তানি করেই হোক্—ভুলেই হোক্—যদি রেখেই থাকি, তুমি তো গুলি করবেনা বলেছিলে? শুধু ভয় দেখাবে বলেছিলে।

দীপক। হ্যাঁ। তবেতো আমিই প্রদীপকে মেরে ফেলিছি, আমায় ধর—পুলিশে দাও। আমি মেরেছি···আমি মেরেছি।

দুঃখদহন। না আমি মেরেছি!

দীপক। না আমি মেরেছি। আমার ধর, আমি মেরেছি—আমি মেরেছি।

[চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল]

দুঃখদহন। আমি মেরেছি। আমি তোমায় মেরে ফেলেছি বাবা। তোমায় ফেরাতে এসেছিলুম—বেশ ফেরালুম! একি ভুল আমার। একটা গুলি ছিল!

দীপক। (নেপথ্যে)। আমি মেরেছি—

দুঃখদহন। আমি মেরেছি।

দীপক। (নেপথ্যে) আমি মেরেছি।

দুঃখদহন। আমি মেরেছি।

[ডানদিকের পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া নিজের গলায় ঠেকাইয়া ঘোড়া টিপিল। প্রচণ্ড একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখদহন প্রদীপের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। নেপথ্য হইতে দীপকের চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল—আমি মেরেছি। আমি মেরেছি···]

[নেপথ্যে ধ্বনিত হইল]

—বি—শ—ব—ছ—র—প—রে—

একাদশ দৃশ্য

[আবার সেই দ্বিতীয় দৃশ্যের জীর্ণ অট্টালিকার দোতালা। আগন্তুক বসিয়া আছে. মোমবাতিটি পুড়িয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। আগন্তুকের হাতে উদ্যত রিভলবার]

দীপক। কিন্তু আমি মারিনি—আমি মারিনি। দুঃখদহনের পিস্তলে গুলি ছিলনা, থাকলেও আমার বেশ মনে আছে—আমি ঘোড়া টিপিনি—অথচ তুমি ম'লে। দুঃখদহন অনুতাপে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু আমি করিনি। তুমি এস, আমার কলঙ্ক স্খালন কর বন্ধু। ভালবাসার শাস্তি সবাই পেয়েছে। আমাকেও মৃত্যু দাও—নিষ্কলঙ্ক মৃত্যু। রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে—আর কখন আসবে বন্ধু, আর কখন এসে বল্‌বে আমি তোমায় মারিনি।

(মণি পাগলীর প্রবেশ)

মনীষা। না, তুমি মারনি!

দীপক। এসেছ বন্ধু! (লাফাইয়া উঠিয়া পিছনে চাহিল)

মনীষা। কে তোমার বন্ধু?

দীপক। তুমি কে?

মনীষা। যে মেরেছে!

দীপক। কাকে?

মনীষা। প্রদীপ চৌধুরীকে !

দীপক। তুমি মেরেছ প্রদীপকে ? কে তুমি ?

মনীষা। আমি মনীষা—

দীপক। মনীষা ? তন্বীর দিদি ?

মনীষা। হ্যাঁ। তুমি কে ?

দীপক। দীপক !

মনীষা। দীপক ! তন্বীর স্বামী ?

দীপক। হ্যাঁ, তুমি আমার বন্ধুকে মেরেছ ? আমি মারিনি ?

মনীষা। তুমি মারবে কেন ? তুমিতো তন্বীকে ভালবাসতেনা, তুমি মারতে পারবে কেন ? তুমি যখন রিভলবার তুলে ভয় দেখাচ্ছিলে, তখন আমিইতো ওই দরজার আড়াল থেকে তাকে গুলী ক'রে পালিয়ে যাই। তুমি এতকাল কোথায় ছিলে ?

দীপক। দ্বীপান্তরে !

মনীষা। দ্বীপান্তরে ! আমায় শাস্তি দেবে ? ওইতো তোমার হাতেই রয়েছে, মারোনা একটা গুলী !

দীপক। হ্যাঁ। আমি তোমায় শাস্তি দেব। তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধুকে মেরে ফেলেছো—আমি তোমাকে শাস্তি দেবো।

মনীষা। করো—গুলী করো।

দীপক। (রিভলবার তুলিয়া) মনীষা ! প্রার্থনা করবে ?

মনীষা। কার কাছে ?

দীপক। ভগবানের কাছে !

মনীষা। ভগবান? না থাক্‌গে! কে জানে হয়ত আছে—নয়ত নেই। তার চেয়ে তুমি আছ হাতের কাছে, তোমাকেই একটা প্রণাম করি। তা হলেই আমার পাপ ঘুচে যাবে! কেমন? তোমাকেই একটা প্রণাম করি? (আগন্তুকের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল)

[আগন্তুকের অবশ হাত হইতে পিস্তল খসিয়া পড়িল, সে চরণে-প্রণতা মনীষার দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে নাটকের সর্ব্বশেষ যবনিকা নামিয়া আসিল]